শ্রীমন্নারায়ণো

জয়তি।

Śivasaṃhitā

শিবসংহিতা।

অর্থাৎ

(যোগশাস্ত্র।)

শ্রীমন্নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ সহিত

শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধনানন্তর

শ্রীনৃত্যলাল শীলের আদেশক্রমে

প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট ৯৯ সঙ্খ্যক ভবনে

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৯৩।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

প্রথম পটল।

দ্বিতীয় পটল।

তৃতীয় পটল।

চতুর্থ পটল। (মুদ্রাকথন)

পঞ্চম পটল।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা।

এই বর্ত্তমান কষায়কালে মনুষ্য মাত্রেরি চিত্ত মহামোহ কাললে আবৃত হওয়াতে মোক্ষমার্গে সকলেরই প্রায় দৃষ্টির খর্ব্বতা হইয়া আসিতেছে। কেহই শাস্ত্র প্রতি বিশ্বাস করিয়া তদুদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহে না। স্বার্থসাধনতৎপরতাপ্রযুক্ত ঐহিক সুখেচ্ছাকে বলবতী করিয়া, তদুপযোগী কর্ম্মসাধনে প্রায় সকলকেই তৎপর দেখা যায়। ধূর্ত্তগোষ্ঠী সংসর্গ জন্য একালে পরকালকে এক প্রকার পরকাল দর্শন করিতে হইয়াছে। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বলীলা দর্শনে কোন কোন ভাগ্যবান জনে তৎ-প্রাপ্ত্যুপযোগী কর্ম্ম সাধনে একালেও প্রবৃত্তি করিয়া থাকেন, এবং অনেকানেক ব্যক্তিকেও যোগসাধনে সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। কতিপয় বৎসর গত হইল এই মহানগরোপান্তে ভূকৈলা-সাখ্য গ্রামে রাজভবনে মহানুভাব মহাত্মা এক সমাধিযোগী আনীত হয়েন, সেই আনীত অদ্ভুত দর্শন যোগিপুরুষ দর্শনে সকলেই বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা বাহ্যে কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ ছিল না, তদ্দৃষ্টে অনেকানেক অদান্ত ভ্রান্ত পুরুষেরা তাঁহার যোগান্ত করণাশয়ে, কেহ বা তাঁহাকে অহোরাত্র জলমগ্ন করিয়া রাখে। কেহ বা লৌহগুড়ক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করতঃ ঐ যোগিপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়াছিল। কেহ বা নাসিকা-রন্ধ্রে সুতীব্র বিষবৎ বিষম দ্রব্যের ঘ্রাণ প্রদান করিয়াছিল। ইত্যাদি বহুবিধ যোগ বিঘ্নোপায় দ্বারা তাঁহার যোগাবস্থার কিঞ্চিৎ মাত্রও হানি করিতে পারেন নাই। পরিণামে অঙ্গদগ্ধ

স্পর্শন জন্য কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনুষ্যের স্বাভাবিকাবস্থার ন্যায় কাহার সহিত বিশেষ আলাপ করেন নাই, কেবল মুমূর্ষু কালে এইমাত্র কহিয়াছিলেন যে, আমার পরশ্ব দিবসে কলেবরোপন্যাস হইবে, অতএব মদ্দেহকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত বা অগ্নিজ্বালাতে ভস্মসাৎ না করিয়া জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিও, ফলে মহানুভাবেরা তাহাই করিয়াছিলেন।

অপর মান্দ্রাজযোগীর বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, উক্ত যোগীন্দ্রবর প্রাণায়ামপ্রভাবে উড্ডাখ্য কুম্ভকের ফল লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পদ্মাসনস্থ যোগিবর ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার্দ্ধত্রয় হস্ত ঊর্দ্ধে নিরবলম্ব শূন্যে অবস্থিতি করিয়া থাকিতেন, তৎকালে তাঁহাকে তত্রস্থ লোকেরা সকলেই দেখিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পাঞ্জাবযোগী হরিদাস বাবাজী প্রাণায়ামসিদ্ধ ত্রাটক কুম্ভকের প্রভাবে মৃত্তিকাতলে ছয় মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের কোন হানি হয় নাই। যোগের এমনই ক্ষমতা, যে ইহ শরীরেই জীবকে মৃত্যুঞ্জয় করিতে পারে। মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী এক সম্রাট রাজা রণজিৎসিংহ মহোদয়, ঐ হরিদাস বাবাজীকে পাঁচ হাত পরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া এক বাক্সের মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দিয়া গভীর গর্ত্তের পূরণ করেন। এবং তদুপরি কৃষক দ্বারা যব গোধূম ব্রীহীত্যাদি শস্যও বপন করেন, যাণ্মাসানন্তর ঐ শস্য পরিপক্ক হইলে কৃষকেরা ছেদন করিয়া লয়। পরে মহারাজার স্মরণ হইল, যে এই স্থানে মৃত্তিকাতলে বাবাজী হরিদাস আছেন, অদ্য তাঁহাকে উঠাইতে হইবে, ইহা কহিয়া ভৃত্যদ্বারা মৃত্তিকা খনন করতঃ বাবাজীকে উঠাইয়া দেখিলেন, যে অবস্থাতে রাখিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই আছেন, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় নাই। তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া সকলের নিকটেই যোগের বিস্তর প্রশংসা করেন,

তৎকালে গবর্ণর সাহেবেরও পাঞ্জাবরাজ্যে অধিষ্ঠান ছিল, তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞানে বহু প্রশংসা করিয়া কহিয়াছিলেন, যে আমি এমত আশ্চর্য্য বিষয় কখন দেখা থাকুক শ্রুতও হই নাই যে, যোগ-সাধনবলে মনুষ্যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। এইরূপ একালেও অনেক ব্যক্তিকে যোগসাধনে সিদ্ধ দেখিয়াও দুরন্ত নাস্তিকদলে সাধনকাণ্ডকে মান্য না করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। অতএব শ্রদ্ধধান ব্যক্তিদিগের হৃদ্বোধের নিমিত্ত, এবং সাধকদিগের দৃঢ় প্রত্যয় নিমিত্ত, ও কুতার্কিকদিগের সন্দেহাপনয়নের নিমিত্ত, প্রাচীন সাধক ঋষিদিগের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত না দিয়া এই সকল আধুনিক যোগিদিগের উদাহরণ দিয়া দেবাধিদেব মহাদেবপ্রণীত শিবসংহিতা নামে যে উপাদেয় গ্রন্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিতেছি, যাহাতে করুণাময় পার্ব্বতীনাথ শঙ্কর, জীবহিতার্থে নানা প্রবন্ধে যোগোপদেশ করিয়াছেন। সেই শিবসংহিতা প্রচারেচ্ছু হইয়া বেহালাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতে এবং তদানুকূল্যে সশ্লোক গৌড়ীয় সাধুভাষায় গদ্যচ্ছন্দে বিরচন করতঃ আধুনিক স্বল্প প্রজ্ঞ বিষয়িলোকদিগের প্রতি বোধার্থে মুদ্রাঙ্কন করিলাম। যদিও একালের লোকেরা প্রায় হেতুবাদ কুতূহল বটে, তথাপি সাহসপূর্ব্বক ভগবদ্বাক্যের প্রতি বিশ্বাস বিস্তর করি। কেন না, যোগোপদেশসূচক কমনীয় মনোহর ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিলে মহামূঢ় ব্যক্তিরও তৎকালে শ্রবণের পরিতৃপ্তি জন্মে, পরে মান্য করুক বা না করুক কিন্তু সাধু সদাশয় আস্তিক সাধনৈকনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে এতদ্গ্রন্থ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ মাত্র করি না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে বহু দিবস গত হইল শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক মূলানুবাদ শিবসংহিতা নামক পুস্তক তিনি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করতঃ উক্ত পুস্তকের স্বত্বাধিকারী ছিলেন পরন্তু ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাহার ১০ তারিখে উক্ত কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাক্ষরিত লিখিতানুসারে উক্ত পুস্তকের স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বিক্রয় করেন, এক্ষণে আমি অবাধে এই পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিলাম জ্ঞাপনমিতি।

কলিকাতা
চিৎপুর রোড্ নং ২৪৫ বটতলা
সন ১২৭৫ সাল ৮ আষাঢ়।

শ্রীনৃত্যলাল শীল।

চতুর্থ সংস্করণে অনুবাদের অনেক স্থল বিশদ করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আশা করি যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা পরিতুষ্ট হইবেন ইতি।

কাপিরাইট রেজিষ্টরী।

হরায় নমঃ।

শিবসংহিতা।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং, নান্যৎ কিঞ্চিদ্ব-
র্ত্ততে বস্তু সত্যম্। যদ্ভেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা
বৈ, জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব॥ ১॥

আদি শূন্য এবং অন্ত শূন্য, এক মাত্র জ্ঞানই নিত্য, তদ্ব্যতীত জগতে অন্য কোন বস্তু সত্য নাই। তবে এই সংসারে যে নানা প্রকার বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়, সে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়োপাধি দ্বারা ভেদ মাত্র, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, সেই উপাধির অন্যথা হইলে জ্ঞানমাত্রই প্রকাশ পায়॥ ১॥

অথ ভক্তানুরক্তো হি বক্তি যোগানুশাসনম্।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামাত্মমুক্তিপ্রদায়কঃ॥ ২॥
ত্যক্ত্বা বিবাদশীলানাং মতং দুর্জ্ঞানহেতুকম্।
আত্মজ্ঞানায় ভূতানামনন্যগতিচেতসাম্॥ ৩॥

অনন্তর সর্ব্ব জীবের আত্মমুক্তিপ্রদ ভক্তানুরক্ত ভগবান্ ঈশ্বর শিব, বিবাদশীল ধূর্ত্তগোষ্ঠিদিগের দুর্জ্ঞানজনক মত পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যগতি অনন্যচেতা ভক্তদিগের আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যোগানুশাসন কহিতেছেন॥ ২॥৩॥

সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথাপরে।
ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব সমমার্জ্জবম্॥ ৪॥

কেহ কেহ সত্যকে প্রশংসা করেন, অপরাপর ব্যক্তিরা তপঃ ও শৌচাচারকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কেহ কেহ ক্ষমা, সম ও আর্জ্জব অর্থাৎ সারল্যকে প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ৪॥

কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্ম তথাপরে।
কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥

কেহ দানকে, কেহ বা পিতৃকর্ম্মকে প্রশংসা করেন। কেহ বা স্বর্গার্থে সকাম-কর্ম্মকে প্রশংসা করেন। কেহ বৈরাগ্যকে উত্তম কল্প বলিয়া গ্রহণ করেন ॥৫॥

কেচিদ্গৃহস্থকর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

কোন পণ্ডিতেরা গৃহস্থাশ্রমনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকলকে প্রশংসা করেন। কেহ বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥

মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনম্।
এবং বহূনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে ॥ ৭ ॥

কেহ বা মন্ত্রযোগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ বা কেবল তীর্থানুসেবা-কেই উত্তম বলেন। এই প্রকার বহুবিধ লোকে বহুবিধ উপায়কে পরস্পর মুক্তির হেতু বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এবং ব্যবসিতা লোকে কৃত্যাকৃত্যবিদো জনাঃ।
ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তাঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৮ ॥

এই প্রকারে (১) কৃত্যাকৃত্যকর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পাপ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়াও বিশুদ্ধ কর্ম্মকে মুক্তির কারণ নিশ্চয় করিয়া বিশেষ রূপে মোহ যুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

এতন্মতাবলম্বী যো লব্ধা দুরিতপুণ্যকে।
ভ্রমতীত্যবশঃ সোঽত্র জন্মমৃত্যুপরম্পরাম্ ॥ ৯ ॥

---

(১) কৃতাকৃত্যকর্ম্মবিৎ ব্যক্তিপদে বৈধাবৈধকর্ম্মবিৎ। অর্থাৎ এই কর্ম্মে পাপ হয়, এই কর্ম্মে পুণ্য হয়। এতদ্বিবেচনা করিয়া, পাপ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলই পুণ্যকর্ম্মের সমাচরণ করিয়া থাকেন।

এই সকল মত অবলম্বনকারী ব্যক্তি (২) পুণ্য ও পাপকে লাভ করতঃ অবশ হইয়া নিরন্তর জন্মমৃত্যুপরম্পররূপা সংসারসাগরে ভ্রমণ করিতে থাকে। ৯।

অন্যৈর্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈর্গুপ্তালোকনতৎপরৈঃ।
আত্মানো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা॥ ১০॥

অন্যান্য প্রবলবুদ্ধিশালী গূঢ়দর্শী ব্যক্তিরা নিত্য সর্ব্বগত আত্মাকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মাকে অনেক বলিয়া জানেন॥ ১০॥

যদ্যৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তদন্যন্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ॥ ১১॥

নিশ্চতমতি কোন কোন ব্যক্তিরা বলেন যে স্বর্গাদি কোথা আছে? যে যে বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য বস্তু কিছুই নাই।১১।

জ্ঞানপ্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপুরুষৌ॥ ১২॥

অন্যেরা শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রকে মান্য করেন, কেহ বা শূন্যকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানেন। কোন কোন ব্যক্তিরা প্রকৃতি পুরুষ উভয়কে পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন॥ ১২॥

অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতম্।
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথা পরে॥ ১৩॥
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ॥ ১৪॥

পরমার্থতত্ত্বপরাঙ্মুখ, অত্যন্ত ভেদবুদ্ধি ব্যক্তিরা, কেবল আপনাদিগের

---

(২) পুণ্য পাপকে লাভ করে, অর্থাৎ পাপ পুণ্যের সমান অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাতে জন্ম মৃত্যুর নিবারণ নাই। কিঞ্চিৎ স্বর্গাদি ক্ষণিক সুখ ভোগ মাত্র, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং যাহাতে ভববন্ধনে পরিমুক্ত হওয়া যায় না তাহাকে সাধু ব্যক্তিরা সমাদর করেন না।

বুদ্ধি ও জ্ঞান, অনুসারে বিচার করিয়া, এই জগৎকে নিরীশ্বর বলেন ; ঈশ্বর স্থিতিকাতর অপর আস্তিক ব্যক্তিরা বিবিধ প্রভেদবাক্য ও উৎকৃষ্ট যুক্তি দ্বারা বিচার করত এই জগৎকে সেশ্বর বলিয়া থাকেন ।। ১৩।১৪ ।।

এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথগ্বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতা হ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ ।। ১৫ ।।
এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ ।। ১৬ ।।

এই সকল ব্যক্তি এবং অন্যান্য মুনিগণ মনুষ্যদিগের চিত্তমোহকারক নাম ভেদে পৃথক্ পৃথক্ মত শাস্ত্রে বলিয়াছেন। সেই সকল বিবাদশীল ব্যক্তিদিগের মত,এত বিস্তৃত যে উহা আমি বলিতে অক্ষম। মুক্তিপথের বহিষ্কৃত হইয়া ঐ সকল লোক এই সংসারে নিরন্তর যাতায়াত রূপ ভ্রমণ করিয়া থাকে ।। ১৫।১৬ ।।

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা ।। ১৭ ।।

সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া, এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া, এই এক যোগশাস্ত্রোদিত মতকেই সুনিষ্পন্ন করিয়াছেন ।। ১৭ ।।

যস্মিন্ যাতে সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতম্।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতম্ ।। ১৮ ।।

যাহাতে সকল বস্তু গমন করে, যাহাতে সকল বস্তু জন্মে, সেই পরমাত্মার সাধন এই যোগযোগেই হয়। অতএব আর অন্য শাস্ত্রোদিত মতে কি প্রয়োজন, একান্তভাবে এই যোগাভ্যাসে পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য ।। ১৮ ।।

যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতম্।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্মহাত্মনে ।। ১৯ ।।

উক্ত এই যোগশাস্ত্র আমাদিগের অতি গোপনীয়। এই ত্রিলোকীতল মধ্যে যে মহাত্মা সুভক্ত হইবেন, তাহাকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য ।। ১৯ ।।

কর্ম্মকাণ্ডো জ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদো দ্বিধামতঃ।
ভবতি দ্বিবিধো ভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ ।। ২০ ।।

বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দুই মত হয়। এবং কর্ম্মকাণ্ড হইতে সগুণ নির্গুণভেদে জ্ঞানকাণ্ডও দ্বিবিধ হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞান, ও কর্ম্মযুক্ত জ্ঞান ।। ২০ ।।

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ২১ ॥

বিধি নিষেধ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডও দ্বিবিধ হয়॥ ২১ ॥

নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতম্।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ২২ ॥

নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপোৎপত্তি, বিধিবোধিত কর্ম্ম করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয়॥২২।

ত্রিবিধো বিধিকূটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যে কৃতেঽকিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলম্॥২৩॥

অর্থাৎ নিষিদ্ধকর্ম্ম গো ব্রাহ্মণ হনন, পরদারা গমন, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি বেদান্তসারে বিচার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।এতৎ কর্ম্মানুসারে নরক হয়, নরকাবসানে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে থাকে। বিধিবোধিত কর্ম্মে পুণ্য হয়, পুণ্য জন্য স্বর্গলোকে বাস করতঃ দেবতাদিগের সহিত সুখভোগ করে, ভোগাবসানে মর্ত্ত্যলোকে উত্তমগৃহে জন্মিয়া, উত্তম কর্ম্ম দানধর্ম্মাদি নিয়ত করিতে থাকে। কালে ঐ পুণ্যকর্ম্ম সংসর্গে সাধুসঙ্গ হইয়া মুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ভেদে বৈধ কর্ম্ম তিনপ্রকার হয়। নিত্য কর্ম্মের অকরণে পাতকোৎপত্তি হয়, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মকরণে ফলভোগী হয় ॥ ২৩ ॥

দ্বিবিধন্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গং নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

কাম্য কর্ম্মও নিষিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ রূপে দ্বিবিধ হয়, তাহার ফলও দ্বিবিধ নিষিদ্ধ কর্ম্মকরণে নরক, ও প্রসিদ্ধ কর্ম্মকরণে স্বর্গ হয়। স্বর্গে নানা প্রকার সুখভোগ, নরকেও সেই রূপ নানা প্রকার দুঃখভোগ করিতে হয় ॥ ২৪ ॥

পুণ্যকর্ম্মণি বৈ স্বর্গং নরকং পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ২৫ ॥

পুণ্যকর্ম্মেতে স্বর্গ, পাপকর্ম্মেতে নরক হয়, এই দুই কর্ম্মবন্ধই সৃষ্টির নিমিত্ত হয়, তদ্ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

জন্তুভিশ্চানুভূয়ন্তে স্বর্গে নানাসুখানি চ।
নানাবিধানি দুঃখানি নরকে দুঃসহানি বৈ ॥ ২৬ ॥

অতএব মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিরা সংসারবন্ধনচ্ছেদন কারণ কাম্যকর্ম্মকরণে অনিচ্ছু, জ্ঞানপথের পান্থ হইয়া, নিয়ত সংসার মোচনক্ষম যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন। কেবল ভোগেচ্ছু ব্যক্তিরাই দুঃখোৎপাদক পাপ কর্ম্মে বিরত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মের সমাচরণ করেন। অসূয়াদিদোষরহিত স্বর্গে নানা প্রকার সুখ এবং অসূয়াদিদোষযুক্ত নরকে দুঃসহ বিবিধপ্রকার দুঃখ ভোগ হয়॥ ২৬॥

পাপকর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখম্।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশম্॥ ২৭॥

শুদ্ধ পাপকর্ম্মবশে দুঃখ, ও শুদ্ধ পুণ্যকর্ম্মবশে সুখ হয়। একারণ সুখার্থী সংসারি জনেরা দৃঢ়রূপে নিরন্তর পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ২৭॥

পাপভোগাবসানে তু পুনর্জন্ম ভবেদ্বহুঃ।
পুণ্যভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥ ২৮॥

পাপভোগের অবসানে কর্ম্মানুসারে ইহ সংসারে জীবের বহু পুনর্জন্ম হয়। সেইরূপ পুণ্যাবসানে স্বর্গচ্যুত পুণ্যকৃৎ পুরুষেরও বহু পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না॥ ২৮॥

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২৯॥

পরস্ত্রীদর্শনাদিজন্য স্বর্গেও দুঃখভোগাদি হয়, অতএব এই সমস্ত জগতই দুঃখময় ইহাতে সংশয় নাই, অতএব কেবল, নরকেই যে দুঃখভোগ হয় এমত নহে॥ ২৯॥

তৎকর্ম্ম কল্পকৈঃ প্রোক্তং পুণ্যপাপমিতি দ্বিধা।
পুণ্যপাপময়ো বন্ধো দেহিনাং ভবতি ক্রমঃ॥ ৩০॥

পুণ্য পাপ এই দ্বিবিধ কর্ম্মকেই দুঃখোৎপাদক বলিয়া, তত্তৎকর্ম্ম কল্পক জন-গণ দ্বারা উক্ত হইয়াছে। জীবের পুণ্যাপাপময়বন্ধ দেহধারণের প্রতি কারণ হয়। অর্থাৎ কেবল পাপে কি কেবল পুণ্যে দেহধারণ হয় না॥ ৩০॥

ইহামুত্রফলদ্বেষী সফলং কর্ম্ম সংত্যজেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকং সংজ্ঞং ত্যক্ত্বা যোগে প্রবর্ত্ততে॥ ৩১॥

যাঁহারা ইহলোকের ও পরলোকের ফলাভিসন্ধান না করেন সেই সকল ফলদ্বেষি ব্যক্তিরা সকলপ্রকার ফলপ্রদ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকেও ত্যাগ করিয়া কেবল প্রার্থনীয় যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন॥ ৩১॥

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধা যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥

সুধী যোগী ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের এইরূপ মাহাত্ম্য জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিবেন, এবং পাপ পুণ্য উভয়কে একরূপ জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবেন॥ ৩২ ॥

আত্মা বারে তু দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যেত্যাদিকা শ্রুতিঃ।
সা সেব্যা তু প্রযত্নেন মুক্তিদা হেতুদায়িনী ॥ ৩৩ ॥

অরে! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ইত্যাদি মুক্তিপ্রদায়িনী ও যুক্তিদায়িনী শ্রুতিই যোগিদিগের প্রযত্নসহকারে সেবনীয়া হয়েন।

আত্মার দর্শন ও শ্রবণ, যোগব্যতীত হইতে পারে না। "সোহং তত্ত্ববিদ্যোগী" আপনাকেই আত্মারূপ জানিয়া, আত্মাতে ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন ॥ ৩৩ ॥

দুরিতেষু চ পুণ্যেষু যো ধীর্ব্বৃত্তিং প্রচোদয়াৎ।
সোঽহং প্রবর্ত্ততে মত্তো জগৎসর্ব্বং চরাচরম্ ॥
সর্ব্বঞ্চ দৃশ্যতে মত্তঃ সর্ব্বঞ্চ ময়ি লীয়তে।
ন তদ্ভিন্নোঽহমস্মিন্নো মদ্ভিন্নো ন তু কিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥

যিনি বুদ্ধিবৃত্তিকে পুণ্য পাপ উভয়েতেই সমানরূপে প্রবর্ত্তিত করেন সেই আত্মাই আমি, সোঽহংজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত ব্যক্তির আপনাতে ও আত্মাতে ভিন্ন বোধ থাকে না, যে আত্মা সেই আমি, আমা হইতে সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন, আমাতেই সকল স্থিতি, আমাতেই সকল লয় হইতেছে। যে হেতুক আত্মা ভিন্ন কিছু মাত্র বস্তু নাই, আমি সেই আত্মা, ভিন্ন নহি ॥ ৩৪ ॥

জলপূর্ণেষ্বসংখ্যেষু সরাবেষু যথা ভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং তদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে।
উপাধিষু সরাবেষু যা সংখ্যা বর্ত্ততে পরম্।
সা সংখ্যা ভবতি যথা রবৌ চাত্মনি সা তথা ॥ ৩৫ ॥

যেমন জলপূর্ণ বহু সরাবে এক সূর্য্যের বহু সংখ্যত্ব দর্শন হয়, কিন্তু বস্তুর ভেদ দর্শন হয় না। সেই রূপ উপাধিগত আত্মাতে ও সরাবস্থ সূর্য্যেতে বহু সংখ্যা করা যায়, ফলে সূর্য্য ও আত্মা অনেক নহেন ॥ ৩৫ ॥

যথৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্নে নানাবিধতয়েষ্যতে।
জাগরেঽপি তথাপ্যেকস্তথৈব বহুধা জগৎ ॥ ৩৬ ॥

স্বপ্নে যেমন এক বস্তুর কল্পনা নানা প্রকার হয়, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় সেই বস্তু একই থাকে, সেই রূপ মায়াভিভূত ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন জগৎকে অনেক প্রকার দেখে ॥ ৩৬ ॥

সর্পবুদ্ধির্যথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদেবমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, ও শুক্তিতে রজত ভ্রম, সেই রূপ পরমাত্মাতে এই বিশ্বরূপ বিস্তারিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রজ্জুজ্ঞানাদ্যথা সর্পো মিথ্যারূপো নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

যথার্থ রজ্জুজ্ঞান হইলে যেমন মিথ্যা সর্প রূপের নিবৃত্তি হয়, সেই রূপ আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাভূত এই বিশ্বরূপের নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

রৌপ্যভ্রান্তিরিয়ং যাতি শুক্তিজ্ঞানাৎ যথা খলু।
জগদ্ভ্রান্তিরিয়ং যাতি চাত্মজ্ঞানাৎ সদা তথা ॥ ৩৯ ॥

যথার্থ শুক্তিজ্ঞান জন্মিলে যেমন রৌপ্যভ্রান্তির শান্তি হয়, সেই রূপ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে সর্ব্বদা জগৎ ভ্রান্তির অন্তর হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

যথা বংশোরগভ্রান্তির্ভবেদ্ভেকবসাঞ্জনাৎ।
তথা জগদিদং ভ্রান্তিরভ্যাসকল্পনাঞ্জনাৎ ॥ ৪০ ॥

যেমন মণ্ডূকতৈলকৃত অঞ্জন নেত্রে দিলে, বংশে সর্প ভ্রম হয়, সেই রূপ অভ্যাস কল্পনারূপ অঞ্জনলেপন দ্বারা আত্মাতে জগৎভ্রান্তি জন্মে ॥ ৪০ ॥

আত্মজ্ঞানাদ্যথা নাস্তি রজ্জুজ্ঞানাদ্ভুজঙ্গমঃ।
যথা দোষবশাৎ শুক্লঃ পীতো ভবতি নান্যথা।
অজ্ঞানদোষাদাত্মাপি জগদ্ভবতি দুস্ত্যজম্ ॥ ৪১ ॥

যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে ভুজঙ্গম ভ্রম যায়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলে জগদ্ভ্রান্তির শান্তি হয়। যেমন পিত্তরোগবিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিদোষ জন্য শুক্ল বর্ণ পীত বর্ণ দেখায়, তাহার অন্যথা হয় না। সেই রূপ অজ্ঞানদোষে আত্মাও জগৎ হন, কিন্তু মুগ্ধ ব্যক্তির সে ভ্রম দুষ্পরিহরণীয় হয় ॥ ৪১ ॥

দোষনাশে যথা শুক্লো গৃহ্যতে রোগিণা স্বয়ম্।
শুদ্ধজ্ঞানাত্তথাজ্ঞাননাশাদাত্মতয়া ক্রিয়া ॥ ৪২ ॥

যেমন দোষ নাশে অরোগি ব্যক্তির ভ্রান্তি গিয়া স্বরূপ জ্ঞান জন্মে। তদ্রূপ অজ্ঞান নাশে অন্য ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হয় ॥ ৪২ ॥

কালত্রয়েঽপি ন যথা রজ্জুঃ সর্পো ভবেদিতি।
তথাত্মা ন ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৩ ॥

যেরূপ আগামী, বিদ্যমান, অতীত,এই ত্রিকাল ব্যাপিয়া রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকে না। সেই রূপ জ্ঞানদশাতে গুণাতীত নিরঞ্জন পরমাত্মাও বিশ্বরূপে প্রতিপন্ন হয়েন না ॥ ৪৩ ॥

আগমাপায়িনোঽনিত্যা নাশ্যত্বাদীশ্বরাদয়ঃ।
আত্মবোধেন কেনাপি শাস্ত্রাদেতদ্বিনিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥

আত্মতত্ত্ববোধ দ্বারা কোন বিদ্বান্ কর্ত্তৃক শাস্ত্রার্থে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জন্মমৃত্যুশালী ইন্দ্রাদি দেবতারা ঈশ্বর হইয়াও নশ্বরত্ব প্রযুক্ত অনিত্য॥ ৪৪ ॥

যথা বাতবশাৎ সিন্ধা ব্যুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ ৪৫ ॥

যেমন বায়ু বশে সমুদ্রে ফেনা ও বিম্ব সকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ক্ষণভঙ্গুর সংসারও পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াও জ্ঞানাবস্থায় বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধাত্রিধাদিভেদোঽয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি ॥ ৪৬ ॥

সংসারে ও পরমাত্মাতে অভেদ মাত্র, স্বরূপতঃ ভেদ নহে, তবে যে একধা দ্বিধা ত্রিধাদি ভেদ দেখা যায়, সে শুদ্ধ ভ্রমপ্রযুক্তই হয় ॥ ৪৬ ॥

যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৪৭ ॥

যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে এবং সমূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই সমস্ত জগৎ এক পরমাত্মাতেই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অপর বস্তু কিছু নাই ॥৪৭॥

কল্পকৈঃ কল্পিতাবিদ্যা মিথ্যা জাতা মৃষাত্মিকা।

এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মিথ্যাস্বরূপা অঘটঘটনপটীয়সী কল্পককল্পিত অবিদ্যা মিথ্যা। সুতরাং মায়ামূলক এই জগৎ কি প্রকারে সত্য হইতে পারে ॥ ৪৮ ॥

অর্থাৎ মৃষাত্মিকা মায়া যে সংসারের মূল, সে সংসার যে মিথ্যা, তাহাতে মুগ্ধজন ব্যতীত বিদ্বান্ ব্যক্তির সত্য বলিয়া কখনই প্রতীতি জন্মে না। যদিও মায়াপ্রভাবে মিথ্যা বস্তু সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু অনেকানেক বাজীকরদিগের কল্পিতা মায়া দৃষ্টে অর্থাৎ ভেল্‌কি দৃষ্টে সংসারানুরাগি ব্যক্তিরাও কখন কখন সংসারকে মিথ্যা বলিয়া জানে। ফলে সেই জ্ঞান তাহাদিগের চিরস্থায়ী হউক বা না হউক, কিন্তু এই আশ্চর্য্য সংসার যে বাজীকরদিগের বাজীর ন্যায় মিথ্যা, ইহা সততই মুখে কহিয়া থাকে ॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।

তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

এক চৈতন্য হইতে চরাচর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব সমস্ত জড় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, সকলের কারণস্বরূপ সেই চৈতন্যরূপ এক পরমাত্মাকেই সমাশ্রয় করিবেক ॥ ৪৯ ॥

ঘটস্যাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।

তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ ॥ ৫০ ॥

যেমন ঘটের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে আকাশ অবস্থিতি করে, সেইরূপ বিশ্বকার্য্যের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আত্মাও নিত্য অবস্থিতি করেন ॥ ৫০ ॥

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চসু।

অসংলগ্নস্তথা হ্যাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা ॥ ৫১ ॥

যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে সংলগ্ন থাকিয়াও আকাশ অসংলগ্ন থাকে, সেইরূপ বিশ্বকার্য্যে পরমাত্মাও অসংলগ্ন হয়েন ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বরাদিজগৎসর্ব্বমাত্মব্যাপ্যং সমন্ততঃ।

একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণো দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতা এবং সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব এক মাত্র, অদ্বিতীয়, জ্ঞান, চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ, আত্মা সকলের ব্যাপক হয়েন ॥ ৫২ ॥

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশো যতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপকঃ॥ ৫৩॥

তাঁহার প্রকাশক কেহ নাই, সুতরাং আত্মা স্বপ্রকাশ হয়েন, এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ হয়েন॥ ৫৩॥

পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণো ভবেৎ কিল॥ ৫৪॥

দেশ কালাদি স্বরূপত, আত্মার পরিচ্ছেদ নাই, অতএব তিনি অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং আত্মা পরিপূর্ণ হয়েন॥ ৫৪॥

যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্ম্মৃষাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যঃ তন্নাশো ন ভবেৎ খলু॥ ৫৫॥

মিথ্যাত্মক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের ন্যায় আত্মার নাশ নাই বলিয়া তিনি নিত্য হয়েন। যদিও তাঁহার বিশ্বরূপ উপাধির নাশ আছে, কিন্তু তৎস্বরূপের নাশ নাই ইহা নিশ্চয় জানিও॥ ৫৫॥

যস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ তস্মাদেকোঽস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যো মিথ্যা স্যাদাত্মা সত্যো ভবেত্ততঃ॥ ৫৬॥

যে হেতুক তদ্ভিন্ন অন্য বস্তু নাই, এ কারণ সর্ব্বদাই আত্মা একমাত্র বিদ্যমান আছেন এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুই মিথ্যা অতএব আত্মাই সত্যস্বরূপ হয়েন॥৫৬॥

অবিদ্যাভূতসংসারে দুঃখনাশং সুখং যতঃ।
জ্ঞানাদত্যন্তশূন্যং স্যাৎ তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখম্॥ ৫৭॥

অবিদ্যারূপমায়াপ্রভব এই সংসারে যাঁহা হইতে, সমস্ত দুঃখের নাশ হইয়া সুখোৎপত্তি হয় ও জ্ঞানাবলম্বন দ্বারা সমস্ত প্রকার ক্লেশ দূরীভূত হয়, অতএব সেই আত্মাই অখণ্ড সুখস্বরূপ হয়েন॥ ৫৭॥

যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণম্।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনম॥ ৫৮॥

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহা হইতে বিশ্বের কারণস্বরূপ অজ্ঞান বিনাশ হয়, অতএব সেই আত্মাই স্বতঃজ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞানই নিত্যস্বরূপ হয়েন॥ ৫৮॥

কালতো বিবিধং বিশ্বং যদা চৈব ভবেদিদম্।
তদেকোঽস্তি স এবাত্মা কল্পনাপথবর্জ্জিতঃ॥ ৫৯॥

কালরূপী আত্মা হইতে যখন বিবিধ কার্য্য সমষ্টি দ্বারা অদ্ভুত বিশ্ব রচিত হইয়াছে, তখন সমস্ত কল্পনাপথবহির্ভূত এক আত্মাই সত্য হয়েন॥ ৫৯॥

ন খং বায়ুর্ন চাগ্নিশ্চ ন জলং পৃথিবী ন চ।
নৈতৎকার্য্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল॥ ৬০॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, অথবা ইহাদের কার্য্য, কি ঈশ্বরাদি, কেহই পূর্ণ নহে; কেবল এক আত্মাই পূর্ণ হইয়াছেন॥ ৬০॥

বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে আত্মা দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ॥ ৬১॥

কালেতে আকাশাদি বহিঃস্থ সমস্ত ভূতের বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। তাঁহাতে সমস্ত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাক্যেতে তাঁহাকে বলা যায় না, তিনিই আত্মা, দ্বৈতরহিত হয়েন॥ ৬১॥

আত্মানমাত্মনো যোগী পশ্যত্যাত্মনি নিশ্চিতম্।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী ত্যক্তমিথ্যাভবগ্রহঃ॥ ৬২॥

সমস্ত বাসনাশূন্য মিথ্যারূপ সংসার পরিগ্রহ ত্যাগশীল যোগী ব্যক্তি আপন আত্মাতেই আত্মার দর্শন করেন॥ ৬২॥

আত্মনাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট্বানন্তং সুখাত্মকম্।
বিস্মৃত্য বিশ্বং রমতে সমাধেস্তীব্রতস্তথা॥ ৬৩॥

এবং ঐ যোগী সমাধির তীব্রতাবলে অখণ্ড সুখাত্মক আত্মাকে আপনাতে দর্শন করিয়া, সংসারের সমস্ত সুখ ভুলিয়া শুদ্ধ আত্মসুখেই রত থাকেন॥ ৬৩॥

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥ ৬৪॥

মায়াই বিশ্বের উৎপাদিকা অন্যা নহে অর্থাৎ মায়া ভিন্ন বিশ্বোৎপত্তি হয় না। যখন সমাধিযোগ প্রভাবে অজ্ঞানজননী মায়ার নাশ হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে বিশ্বরূপ ভ্রান্তি থাকে না। ইহা তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, যথা।—(যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ইতি।) যেখানে মহামায়া নাই, সেখানে আর দৃশ্যজাত বস্তু কিছুই নাই॥ ৬৪॥

হেয়ং সর্ব্বমিদং যস্য মায়াবিলসিতং যতঃ।
ততো ন প্রীতিবিষয়স্তনুবিত্তসুখাত্মকঃ॥ ৬৫॥

যে হেতুক এই জগৎ মায়ার বিলাসমাত্র, অতএব উহা যোগীর হেয়। সুতরাং সুখাত্মক শরীর ধন ও সুখাদি তাহার প্রীতির বিষয় নহে অর্থাৎ চিত্তপ্রসন্নের নিমিত্ত হয় না॥ ৬৫॥

অরি মিত্রমুদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ।
ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ।
প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদস্তু বস্তুষু নিয়তস্ফুটম্॥ ৬৬॥

এই জগৎ শক্র মিত্র উদাসীনরূপে ত্রিবিধ হয়, অর্থাৎ কেহ শক্রবৎ, কেহ মিত্রবৎ, কেহ বা উদাসীনবৎ অবস্থিতি করে, ইহা ব্যবহারে নিয়ত দৃষ্ট হয়, ইহার অন্যথা নাই। দৃঢ় দৃষ্টান্ত এই যে, সমস্ত বস্তুতে প্রিয় ও অপ্রিয় এবং উদাসীনতা অর্থাৎ প্রিয়াপ্রিয়াদি উভয়শূন্যতা নিয়ত ব্যক্ত হইতেছে॥ ৬৬॥

আত্মোপাধিবশাদেবং ভবেৎ পুত্রাদি নান্যথা।
মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্তিতঃ।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥ ৬৭॥

এক আত্মাই উপাধিভেদে পিতা পুত্র পৌত্রাদি সংজ্ঞা লাভ করেন, ইহার অন্যথা নাই। শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা এই বিশ্বকে কেবল মায়ার বিলাস মাত্র জানিয়া, অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয় লয় করতঃ যোগী ব্যক্তিরা জগদ্ব্যাপী পূর্ণাত্মাকেই দর্শন করেন ইহা পূর্ব্বান্বয়॥ ৬৭॥

নিখিলোপাধিবিজিতো যদা ভবতি পুরুষঃ।
তদা বিবক্ষতেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ॥ ৬৮॥

যখন যোগী পুরুষ সমস্ত উপাধি জয় করে অর্থাৎ নামরূপাদিভেদ শূন্য হয়, তখনই সে অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জন ব্রহ্মবাদ করে॥ ৬৮॥

সোঽকাময়তঃ পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজা স্বয়ম্।
অবিদ্যা ভাসতে যস্মাত্তস্মান্মিথ্যাস্বভাবিনী॥ ৬৯॥

নামরূপজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মবাদ করিতে পারে না, যে হেতু অতীন্দ্রিয় পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না, সুতরাং অহং ত্বং সর্ব্বং ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানে বক্তৃতা করায় নরক হয়। ইহা যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত আছে। (অজ্ঞশ্চার্দ্ধপ্রবুদ্ধশ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানরকজালেষু স তেন বিনিপাতিতঃ) যে ব্যক্তি যোগজ্ঞ না হয়,অথবা কতক জ্ঞাত হয়েন, সে ব্যক্তি যদি সকলকে ব্রহ্ম মুখে বলে, আর যথোচিত কর্ম্মাদি না করে, তবে সেই বাক্য দ্বারাই সেই ব্যক্তি মহানরকজালে পতিত হয় "সোঽকাময়তঃ প্রজাস্থজেয়মিতি" শ্রুতিবাক্য প্রমাণে আত্মা ইচ্ছানুসারে স্বয়ং প্রজাসৃষ্টি করেন। যে হেতু ইচ্ছারূপা অবিদ্যাকৃতা সৃষ্টিভাসিতা হইয়াছে, অতএব মায়ার কার্য্য সমস্তই মিথ্যা॥ ৬৯॥

শুদ্ধব্রহ্মত্বসম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ।
ব্রহ্ম তেন সতী যাতি যত আভাসতে নভঃ॥ ৭০॥

জ্ঞানস্বরূপা বিদ্যা তাঁহার সহিত ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধ হয়, কারণ মুণ্ডকশ্রুতি সংবাদে লিখিত আছে যে, সাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব চারি বেদ, আর শিক্ষা, কল্প, ব্যাকণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ বিষয় অবিদ্যাবিলাস মাত্র। যিনি বিদ্যা তিনি ইহার অতীতা, তাঁহার সহিত অক্ষয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং অবিদ্যা সৃষ্টিকারিণী, কারণ তাঁহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়॥ ৭০॥

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্বায়োরগ্নিস্ততো জলম্।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেয়ং স্থিতা সতী॥ ৭১॥

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি, অগ্নি হইতে জলোৎপত্তি, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। কেবল একের গুণে উৎপত্তি নহে,

পরস্পর পৈতৃক গুণ সংযোগ দ্বারা ভূতাদির উৎপত্তি হয়, ইহা কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন॥ ৭১॥

আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী॥ ৭২॥

আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ বায়ু উভয় সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি, আকাশ বায়ু অগ্নি এতত্রয় সংযোগে জলোৎপত্তি, আকাশ বায়ু অগ্নি জল এই চতুর্ভূতের সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়॥ ৭২॥

খং শব্দলক্ষণং বায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ।
স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্।
গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥ ৭৩।

আকাশের গুণ কেবল শব্দ,বায়ুর গুণ শুদ্ধ স্পর্শ, অগ্নির গুণ শুদ্ধ রূপ, জলের গুণ কেবল রস, পৃথিবীর গুণ শুদ্ধ গন্ধ হয়, ইহার অন্যথা নাই। কিন্তু পরস্পর পৈতৃক গুণের অনুবৃত্তি আছে, তাহা উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন॥ ৭৩॥

স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে।
তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্পতেঽধুনা॥ ৭৪॥

কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, শব্দ স্পর্শ গুণদ্বয় বিশিষ্ট বায়ু, শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিন গুণ বিশিষ্ট অগ্নি, শব্দ স্পর্শ রূপ রস এই চতুর্গুণবিশিষ্ট জল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এতৎ পঞ্চগুণবিশিষ্ট পৃথিবী হয়, ইহা কল্পকদিগের কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে॥ ৭৪॥

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধো ঘ্রাণেন গৃহ্যতে।
রসো রসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরম্॥ ৭৫॥
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোঽভিমতং ভাতি নান্যথা॥ ৭৬॥

অগ্নির গুণ রূপ, কিন্তু চক্ষু দ্বারা গ্রহণ হয়। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, কিন্তু নাসিকা দ্বারা গ্রহণ হয়। জলের গুণ রস, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শ, কিন্তু চর্ম্ম দ্বারা গ্রহণ হয়। আকাশের গুণ শব্দ, কিন্তু শ্রোত্র দ্বারা গ্রহণ হয়। অর্থাৎ যে ভূত হইতে শরীরের যে অবয়বের উদ্ভাবন হইয়াছে, সেই অবয়বের দ্বারা সেই ভূতের গুণ গ্রহণ হয় অর্থাৎ অগ্নির সত্বাতে চক্ষুর উৎপত্তি, অতএব চক্ষু রূপগ্রাহক। পৃথিবীর সত্বাতে ঘ্রাণ, একারণ নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে। জলের সত্বাতে রসনার উৎপত্তি, সুতরাং রসগ্রাহিকা রসনা হয়। বায়ুর সত্বাতে চর্ম্মের উৎপত্তি, অতএব চর্ম্মে স্পর্শজ্ঞান হয়, আকাশের অংশে শ্রোত্রোৎপত্তি, এ কারণ শব্দগ্রাহক শ্রোত্র হইয়াছে॥ ৭৫॥ ৭৬॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
অস্তি চেৎকল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিণ্ময়ঃ॥ ৭৭॥

এই চরাচর জগৎ সমস্ত এক চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বে এই কল্পনা করা যায় তদ্ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় না। সুতরাং চৈতন্যময় এক পুরুষ আছেন ইহা যুক্তিসিদ্ধ॥ ৭৭॥

পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলমগ্নঞ্চ তেজসি।
লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতলয়ং যযৌ।
অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে॥ ৭৮॥

প্রলয়াবস্থাতে এই পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলমগ্না হইবে। পৃথিবী সহিত জল অগ্নিতে লয় হইবেক। অগ্নি, ভূমি জলের সহিত বায়ুতে লীন হইবে। পৃথিবী জল অগ্নির সহিত বায়ু আকাশে লয় পাইবেক। এ সকলের সহিত আকাশ অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে লয় হইবেক। অবিদ্যা পরিণামে তদ্বিষ্ণুর পরমপদে লীনা হইবেন॥ ৭৮॥

বিপেক্ষাবরণাশক্তির্দ্দুরন্তা সুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃসত্ত্বতমোগুণা॥ ৭৯॥

ভগবানের শক্তিদ্বয় অর্থাৎ আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি অতিদুরন্তা, ইঁহারা উভয়েই সুখরূপিণী হন। সত্ত্বরজঃতমোগুণা মহামায়া জড়রূপা, একারণ ত্রিগুণা কহে॥ ৭৯॥

সা মায়াবরণাশক্ত্যাবৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপস্বভাবতঃ॥ ৮০॥

সেই বিজ্ঞানরূপিণী মহামায়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা আবৃত করিয়া সেই পরমাত্মাকে জগদাকারে দর্শন করান॥ ৮০॥

তমোগুণাধিকাবিদ্যা লক্ষ্মী সা দিব্যরূপিণী।
চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা॥ ৮১॥
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা॥ ৮২॥

সেই অবিদ্যা যখন তমোগুণাধিকা হন, তখন লক্ষ্মীরূপে প্রকাশ পান। সেই শক্তিতে উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণু বলিয়া থাকে। ইহার অন্যথা নাই। রজোগুণাধিকা বিদ্যাকেই সরস্বতী বলিয়া জানিও তাঁহাতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপী পরমাত্মা ব্রহ্মোপাধি প্রাপ্ত হন॥ ৮১॥ ৮২॥

ঈশাদ্যাঃ সকলা দেবা দৃশ্যন্তে পরমাত্মনি।
শরীরাদি জড়ং সর্ব্বং সাবিদ্যা তত্তথা তথা।
এবং রূপেণ কল্পন্তে কল্পকা বিশ্বসম্ভবম্।
তত্ত্বাতত্ত্বং ভবন্তীহ কল্পনায়েন চোদিতাঃ॥ ৮৩॥ ৮৪॥

এইরূপ শিবাদি সকল দেবতা মাত্রকেই পরমাত্মাতে দেখা যায় অর্থাৎ অবিদ্যাতে উপহিত এক চৈতন্য নানা উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। ফলিতার্থ চৈতন্য ব্যতীত দৃশ্যজাত শরীরাদি সমস্ত জড় বস্তু কেবল অবিদ্যাবিলাস মাত্র॥ ৮৩॥

তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, "যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ইতি।" যেখানে মহামায়া নাই সেখানে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই॥

এইরূপে বিশ্বকার বিশ্বের রচনা করেন, ফলিতার্থ এক বস্তুই সদসদ্রূপে ব্যাবৃত হইয়াছেন, ইহা শাস্ত্রে কহেন॥ ৮৪॥

প্রমেয়ত্বাদিরূপেণ সর্ব্ববস্তু প্রকাশ্যতে।
বিশেষশব্দোপাদানে ভেদো ভবতি নান্যথা॥ ৮৫॥

পরিমেয়ত্বরূপে অপরিমেয় পরমাত্মা বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুরূপে প্রকাশ পান, ইহা কেবল বিশেষ২ শব্দভেদ মাত্র, কিন্তু আত্মা ভিন্ন অন্য নহে॥ ৮৫॥

তথৈব বস্তু নাস্ত্যেব ভাসকো বর্ত্ততে পরম্।
স্বরূপত্বেন রূপেণ স্বরূপং বস্তু ভাষ্যতে॥ ৮৬॥

বস্তুতঃ এক চৈতন্যই বস্তুভাসক, তদ্ভিন্ন বস্তু কিছুই নাই। যদিও বস্তু মিথ্যা-স্বরূপ হয়, তথাপি স্বরূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বরূপবৎ প্রতিভাত হয়॥ ৮৬॥

একঃ সত্তা পূরিতানন্দরূপঃ পূর্ণো ব্যাপী বর্ত্ততে
নাস্তি কিঞ্চিৎ। এতজ্জ্ঞানং যঃ করোত্যেব নিত্যং
মুক্তঃ স স্যান্মৃত্যুসংসারদুঃখাৎ॥ ৮৭॥

সত্তাপূরিত পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ এক পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ, তদ্ভিন্ন জগতে কিছু মাত্র বস্তু নাই। যে ব্যক্তি এই রূপ জ্ঞানকে নিত্য স্বহৃদয়ে জাগরূক রাখে, সেই ব্যক্তিই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারদুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয়॥৮৭॥

যস্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বে লয়ং গতাঃ।
স একো বর্ত্ততে নান্যৎ তচ্চিত্তেনাবধার্য্যতে॥ ৮৮॥

আরোপ ও অপবাদ এতদুভয় জ্ঞান দ্বারা সমস্ত প্রকার ভ্রান্তিকার্য্য যাঁহাতে লয় হয়, সেই এক পরমাত্মা সত্য, তদ্ভিন্ন কিছু নাই, ইহাই তখন তাহার চিত্তে নিশ্চিত অবধারণা হয়॥ ৮৮॥

পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ।
তচ্ছরীরং বিদুর্দুঃখং স্বপ্রাগ্‌ভোগায় সুন্দরম্॥ ৮৯॥

পিতার অন্নময় কোষ হইতে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবের উৎপত্তি হয়। অতএব যোগীরা এই সুন্দর শরীরকে দুঃখ বলিয়া জানেন, কারণ স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ভোগের নিমিত্তই শরীর হইয়াছে॥ ৮৯॥

মাংসাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্ম্মিতং ভোগমন্দিরম্।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততিগুম্ফিতম্॥ ৯০॥

মাংস, অস্থি, স্নায়ু, রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, শুক্র নির্ম্মিত নাড়ীসমূহবেষ্টিত জীবের এই শরীর ভোগমন্দির স্বরূপ, কেবল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই হইয়াছে জানিবে॥ ৯০॥

পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতম্॥ ৯১॥

পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ডাখ্য ব্রহ্মলোক স্বরূপ জীবের এই শরীর সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ স্বকর্ম্মানুসারে এই শরীরে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়॥ ৯১॥

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনতাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥ ৯২॥

শিবশক্ত্যাত্মক এই শরীর, অর্থাৎ বিন্দুরূপ শিব ও রজোরূপা শক্তি, উভয়ের মিলন হইতে জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বারা প্রভূত জীবের উৎপত্তি হয়॥ ৯২॥
ইহা তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন। যথা।—(হরগৌর্য্যাত্মকং জগদিতি।) শিবশক্ত্যাত্মক এই জগৎ॥

তৎপঞ্চীকরণাৎ স্থূলান্যসংখ্যানি সমাসতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডস্থানি বস্তূনি যত্র জীবোঽস্তি কর্ম্মভিঃ।
তদ্ভূতপঞ্চকাৎ সর্ব্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকম্॥ ৯৩॥

একত্র মিলিত পঞ্চীকৃত রূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ অসঙ্খ্য বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পঞ্চভূতাত্মক ভোগদেহে অবস্থিত চৈতন্যেরই জীবসংজ্ঞা। তত্তদ্দেহে অবস্থিতি করিয়া, স্বকর্ম্ম দ্বারা জীব শুভাশুভ ফল ভোগ করে॥ ৯৩॥

পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহম্।
অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তি তৎ॥ ৯৪॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে পার্ব্বতি, পূর্ব্ব কর্ম্মের অনুরোধে আমি এই রূপে জীবাবস্থার ঘটনা করিয়া থাকি। জীব অজড়, সর্ব্বান্তর্যামী কিন্তু পঞ্চভূতাখ্য জড়পিণ্ডে অবস্থিতি করতঃ সকল ভোগ করেন ॥ ৯৪ ॥

জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধো ভবেৎ।
ভোগায়োৎপদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুনঃ পুনঃ ॥ ৯৫ ॥

জীব অজর ও অমর হইয়াও শুদ্ধ স্বকর্ম্মগুণে বদ্ধ হইয়া, অবিদ্যাচালিত জড় হইতে (১) বিবিধ নামে খ্যাত হন। অর্থাৎ স্বকর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৯৫ ॥

জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৯৬ ॥

ঐ জীব স্বকর্ম্ম ভোগের অবসানে পরমাত্মায় লীন হয়েন অর্থাৎ যাবৎ কর্ম্মক্ষয় না হয় তাবৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন ॥ ৯৬ ॥

---

(১) বিবিধ নামে খ্যাত পদে, কর্ম্মানুসারে জীবের যে দেহে অবস্থিতি হয়, সেই নামে তাঁহাকে খ্যাত করে। অর্থাৎ যখন মনুষ্য শরীরে অবস্থান তখন, জীবের মনুষ্যসংজ্ঞা। পশুপক্ষীত্যাদি দেহে পশুপক্ষীত্যাদি সংজ্ঞা হয়।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে লয়প্রকরণে প্রথমঃ পটলঃ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ ১ ॥

এই জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু গিরি অবস্থিতি করে। আর সমস্ত নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিরও অবস্থান আছে॥ ১॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥ ২ ॥

এবং ঋষি মুনি সকল ও নক্ষত্র, গ্রহ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতারা এই দেহে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥ ৩ ॥

সৃষ্টি সংহার কারক চন্দ্র সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতেরও অধিষ্ঠান আছে ॥৩॥

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক মধ্যে যত জীব আছে সে সকলই এই দেহে অবস্থিতি করিতেছে। সেই সকল বস্তু মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন২ বিষয়ের সম্পাদন করে ॥ ৪ ॥

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি এই শরীরস্থ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারে, অর্থাৎ আপনার শরীরের কোথায় কি আছে, যে জানে সেই যথার্থ যোগী, তাহাতে সংশয় নাই॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতে দেহে যথা দেশে ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মী বহিরষ্টকলাযুতঃ ॥ ৬ ॥

(১) ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিত এই দেহ, সুমেরু সদৃশ মেরুদণ্ড, তাহার শৃঙ্গে অর্থাৎ উপরিভাগে বাহ্যে অষ্টকলাযুক্ত চন্দ্র যথাস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৬॥

বর্ত্ততেঽহর্নিশং সোঽপি সুধাবর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং যথা চ বৈ ॥ ৭ ॥

সেই চন্দ্র অধোমুখে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর অনল হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন। সেই অমৃতধারা সূক্ষ্মরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইড়ামার্গেণ পুষ্ট্যর্থং যাতি মন্দাকিনীজলম্।
পুষ্ণাতি সকলং দেহমিড়ামার্গেণ নিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥

এবং সেই সুধা দেহের পুষ্টির নিমিত্তে ইড়া নাড়ীরন্ধ্র দিয়া গঙ্গাস্রোতের ন্যায় বহিয়া ইড়ানাড়ীমার্গ দ্বারা সকল শরীরের পোষণ করিতেছে ॥ ৮ ॥

---

(১) ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিত দেহাদি বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যে ব্রহ্মাণ্ডের যেরূপ সংস্থিতি, শরীর রূপ ব্রহ্মাণ্ডের সেই রূপই সংস্থিতি হয়। যেমন সুমেরু শিখরে চন্দ্র সূর্য্যোদয়, সেইরূপ জীবদেহ সুমেরু সদৃশ মেরুদণ্ডের উপরিভাগে অর্থাৎ দ্বিদল পদ্মকর্ণিকারে চন্দ্রমণ্ডল, তদূর্দ্ধে নাদচক্রে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ আজ্ঞাপুর চক্র অধোমুখ দক্ষিণ বামভাগে ইড়া পিঙ্গলায় তাঁহাদিগের রশ্মি বহিতেছে, নাদোপরি বিন্দুরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার সূর্য্যদ্বারা তাহার রশ্মি ঊর্দ্ধে সত্যাখ্য নির্ব্বাণপথে গমন করিয়াছে, অতএব চন্দ্র সূর্য্যদ্বারা এই শরীরের পুষ্টি এবং সৃষ্টির বিস্তার হয়। কারণ শুক্রাত্মক চন্দ্র, রক্তাত্মক সূর্য্য, যোগীরা ইহা নিশ্চিত অবধারণ করিয়া ইড়া পিঙ্গলা মার্গে পূরক রেচক দ্বারা ব্রহ্মদ্বার ভেদ করতঃ সূর্য্যদ্বার দিয়া পরমপদে গমন করেন। শ্রুতিতেও কহিয়াছেন। পিতৃলোককামী চন্দ্রলোক গমন করতঃ পুনরাবর্ত্তিত হয়, নির্ব্বাণেচ্ছু সাধক সূর্য্যদ্বারা অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডল সহিত চন্দ্র সূর্য্যদ্বার দিয়া জীবের পুনরাবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ প্রাণায়াম প্রভাবে জীব পরিমুক্ত হয়। সুতরাং ইড়া প্রবৃত্তিমার্গ, পিঙ্গলা নিবৃত্তিমার্গ জানিবে।

এষ পীযূষরশ্মী হি বামপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ।
অপরঃ শুদ্ধদুগ্ধাভো হর্ষঃ কর্ষিতমণ্ডলঃ।
মধ্যমার্গেণ সৃষ্ট্যর্থং মেরৌ সংযাতি চন্দ্রমাঃ॥ ৯॥

এই চন্দ্রমণ্ডল ইড়ানাড়ীরূপে বামপার্শ্বে অবস্থিত। অপর চন্দ্রমণ্ডল আহ্লাদজনক শুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় সুষুম্নামার্গ দ্বারা সৃষ্টির নিমিত্ত মেরুতে গমন করিয়াছে॥ ৯॥

মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ।
দক্ষিণে পথি রশ্মিভির্ব্বহত্যূর্দ্ধং প্রজাপতিঃ॥ ১০॥

মেরুমূলে সংস্থিত দ্বাদশকলাযুক্ত সূর্য্য দক্ষিণ পথ পিঙ্গলামার্গে প্রজাপতি স্বরূপে উর্দ্ধরশ্মি দ্বারা সকল শরীরে প্রবাহিত হইতেছেন॥ ১০॥

পীযূষরশ্মিনির্যাসং ধাতূংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবম্।
সমীরমণ্ডলৈঃ সূর্য্যো ভ্রমতে সর্ব্ববিগ্রহে॥ ১১॥

দিবাকর আকর্ষণশক্তি দ্বারা অমৃত নির্যাস ও ধাতু সকল গ্রাস করতঃ বায়ুমণ্ডলের দ্বারা সমস্ত শরীরে অতন্দ্রিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন॥ ১১॥

এষা সূর্য্যাপরামূর্ত্তিঃ নির্ব্বাণং দক্ষিণে পথি।
বহতে লগ্নযোগেন সৃষ্টিসংহারকারকঃ॥ ১২॥

দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি, ঐ পিঙ্গলা সাক্ষাৎ নির্ব্বাণপদপ্রদায়িনী হন। লগ্ন যোগে অতন্দ্রিত সৃষ্টিকারক এবং সংহারকারক সূর্য্য সেই পিঙ্গলা নাড়ীতে সর্ব্বদা বহিতেছেন॥ ১২॥

সার্দ্ধলক্ষত্রয়াঃ নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ১৩॥

মনুষ্যদিগের শরীরাভ্যন্তরে প্রধানভূতা সার্দ্ধলক্ষত্রয় নাড়ী আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী মুখ্যা হয়, যদিও শাস্ত্রে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী মনুষ্য শরীরে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে যোগাধিগম্যা প্রধান রূপে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীকে ধৃত্ত করিয়া কহিয়াছেন ইতি তাৎপর্য্য ॥ ১৩ ॥

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহুঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥ ১৪ ॥

তাহাদিগের নাম, যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী ॥ ১৪ ॥

বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা ॥ ১৫ ॥

বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী ; ইহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন নাড়ী মুখ্যতরা ॥ ১৫ ॥

তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাম্ ॥ ১৬ ॥

এই তিন প্রধানা নাড়ী মধ্যে একা সুষুম্না নাড়ীই মুখ্যতমা, সেই নাড়ী যোগিদিগের অতিবল্লভা হয়। অন্যা নাড়ী সকল ঐ সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া, মনুষ্যদেহে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বাশ্চাধোমুখা নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠ্যবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ১৭ ॥

এই সকল প্রধানা নাড়ী অধোমুখ, পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম হয়। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি স্বরূপ, মনুষ্যদেহে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

তাসাং মধ্যগতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতম্ ॥ ১৮ ॥

ঐ নাড়ীত্রয়ের মধ্যগতা চিত্রা নাড়ী, আমার অত্যন্ত প্রিয়। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মরন্ধ্র বিদ্যমান আছে ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী ॥ ১৯ ॥

এক চিত্রা নাড়ীই অতি নির্ম্মল অতি উজ্জ্বল, এবং বিচিত্রবর্ণ ও ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যচারিণী হয়। এই নরদেহের উপাধি স্বরূপা সুষুম্না নাড়ীই মধ্যরূপিণী হয় অর্থাৎ সুষুম্নাই দেহধারণের প্রতি মূল কারণ হয় এবং চিত্রা তাহাতে বিলীনা ॥ ১৯ ॥

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকম্।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

ঐ সুষুম্নান্তর্গত চিত্রা নাড়ীকেই অমৃতানন্দকারক দিব্য পথ বলিয়া, যোগীরা উক্ত করিয়াছেন। ঐ নাড়ীর ধ্যান মাত্রেই পাপসমূহের বিনাশ হয় ॥ ২০ ॥

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমম্ ॥ ২১ ॥

গুহ্যদ্বার হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, লিঙ্গ হইতে দুই অঙ্গুলি অধোভাগে চারি অঙ্গুলি বিস্তার মূলাধার পদ্ম আছে ॥ ২১ ॥

তস্মিন্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণা বর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২২ ॥

সেই আধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অতি মনোহর ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে। সমস্ত তন্ত্রেই তাহার মহিমা অপ্রকাশিত রহিয়াছে ॥ ২২ ॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্রিকারা কুটিলা সুষুম্নামার্গসংস্থিতা ॥ ২৩ ॥

সেই যোনিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুল্লতাকারা পরদেবতা কুণ্ডলীশক্তির অধিষ্ঠান। তিনি সর্পাকারে সার্দ্ধত্রিকুঞ্চিত বলয়ার ন্যায়, অর্থাৎ শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় কুটিলা

হইয়া ব্রহ্মমার্গ স্বরূপ স্বুষুম্না নাড়ীর দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন। তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছে (সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুণ্ডলী পরদেবতা ইত্যাদি) তথাচ (যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারমনাময়ম্। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা দেবী পন্নগীত্যাদি।) যে দ্বার দিয়া অনাময় ব্রহ্মদ্বার গমন করিতে হয়, প্রসুপ্তা সর্পরূপা কুণ্ডলীদেবী স্বমুখে সেই দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা ॥ ২৪ ॥

তিনিই জগৎসৃষ্টিরূপা এবং সর্ব্বদা জগৎ নির্ম্মাণে তৎপরা, পরমা ঈশ্বরীশক্তি, বাক্যের অতীতা, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বদা সর্ব্ব দেবগণের বন্দনীয়া হয়েন; অর্থাৎ কুণ্ডলীশক্তিকে বাক্যের দেবতা কহিয়াছে। যে হতু কুণ্ডলীই গুপ্তবর্ণরূপা, কুণ্ডলীই মূলাধারে স্বুষুম্নামূলে আঘাত করিলে বর্ণসকল অব্যক্তনাদ হইতে ব্যাপৃতরূপে বহির্নির্গত হয়, যেমন বীণাযন্ত্রের তারের মধ্যে অব্যক্তরূপ সুরের অবস্থান আছে, কিন্তু মূলে বিবরণ কাণ্ড অর্থাৎ মেজেরাপের আঘাত পাইলে সুর সকলের ব্যক্তরূপে অধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ কুণ্ডলীশক্তির প্রভাবে বাক্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং তাঁহাকে বাগ্দেবী বলিয়া তন্ত্রে উক্ত করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা দক্ষনাসাপুটং গতা ॥ ২৫ ॥

সুষুম্নার বামভাগে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই ইড়া নাড়ী মধ্যগতা সুষুম্নাকে চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্টা বামনাসাপুটং গতা ॥ ২৬ ॥

পিঙ্গলা নামে অপরা সুষুম্নার দক্ষিণে যে নাড়ী আছে, সে সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে। অর্থাৎ প্রতি চক্রেই ঐ দুই নাড়ী ধনুকের আকারে বেষ্টন করিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাপুর চক্রের নিম্নে ভ্রূর সন্নিহিত নাসাবিবর পর্য্যন্ত গিয়া সুষুম্নাতে মিলিত হইয়াছে। কেবল আজ্ঞাচক্র ব্যতীত বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত পঞ্চ পদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে স্থষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্‌স্থানেষু চ ষট্‌শক্তিং ষট্‌পদ্মং যোগিনো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥

ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহারই ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি আজ্ঞাখ্য পর্য্যন্ত পদ্মাকার ছয় চক্র, ও ছয় শক্তি আছে অর্থাৎ ডাকিনী হাকিনী কাকিনী লাকিনী রাকিণী শাকিনী প্রভৃতি ছয় শক্তি, তাহারা সামান্য দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না, কেবল দিব্য জ্ঞানপ্রভাবে যোগীরাই তাহাদিগকে দেখিতে পান ॥২৭॥

পঞ্চস্থানং স্থষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে ॥ ২৮ ॥

সেই সুষুম্নার যে পঞ্চ স্থান আছে, তাহার অনেক নাম, প্রয়োজনবশতঃ এই সংহিতা শাস্ত্রে সেই সকল নাম জ্ঞাতব্য হইয়াছে। কারণ বিশুদ্ধ চক্রাদি মূলাধার পর্য্যন্ত পঞ্চ স্থান যোগিদিগের চিন্তনীয়। ২৮ ॥

অন্যা যাস্ত্বপরা নাড্যো মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনামেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকম্ ॥
কুক্ষি কক্ষাঙ্গুষ্ঠকর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকম্।
লব্ধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশসমুদ্ভবাঃ ॥ ২৯ ॥

এতদ্ভিন্ন যে সকল অপর নাড়ী মূলাধার হইতে উঠিয়াছে, তাহারা সকলে শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া নিবর্ত্ত হইয়া, তত্তৎ স্থানীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, অর্থাৎ ইহারা জিহ্বা, শিশ্ন, চক্ষু, কর্ণ, পদাঙ্গুষ্ঠ, কুক্ষি, কক্ষ, বৃষণ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ॥ ২৯ ॥

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতম্ ॥ ৩০ ॥

এই সকল নাড়ীর শাখা উপশাখাক্রমে সার্দ্ধ তিনলক্ষ নাড়ী জন্মিয়া যথাভাগ ক্রমে ব্যবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৩০ ॥

এতা ভোগবহা নাড্যো বায়ুসঞ্চাররক্ষকাঃ।
ওতপ্রোতাভিসংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে ॥ ৩১ ॥

বায়ু সঞ্চার রক্ষিত এই সকল নাড়ী কেবল ভোগ সাধন করে। ওতপ্রোত অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ান তন্তুর ন্যায় ইহারা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে॥ ৩১॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ।
বস্তিদেশে জ্বলন্বহ্নির্বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ।
বৈশ্বানরাগ্নির্বিজ্ঞেয়ো মম তেজোঽংশসম্ভবঃ।
করোমি বিবিধং পাকং প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ॥ ৩২॥

দ্বাদশকলাযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত অন্নপাচক জঠরাগ্নি শরীরের নাভিসন্নিহিতদেশে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। হে পার্ব্বতি! সেই বৈশ্বানরাগ্নি আমার তেজের অংশভূত; সুতরাং আমিই সেই অগ্নিস্বরূপ হইয়া প্রাণিদিগের দেহে থাকিয়া বিবিধ আহারীয় দ্রব্য পাক করিয়া থাকি॥ ৩২॥

আয়ুঃপ্রদায়কো বহ্নিঃ বলং পুষ্টিং দদাতি সঃ।
শরীরপাটবঞ্চাপি ধ্বস্তরোগসমুদ্ভবঃ॥ ৩৩॥

আয়ুঃপ্রদায়ক, বলদায়ক, পুষ্টিপ্রদ সেই জঠরানল শরীরকে সর্ব্ববিষয়ে পটু করে, এবং সর্ব্ব রোগকে বিনাশ করিয়া আরোগ্য উৎপন্ন করে॥ ৩৩॥

তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেৎ যোগী প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া॥ ৩৪॥

গুরূপদেশানুসারে সুবুদ্ধি যোগিব্যক্তিরা যথানিয়মে যোগপ্রভাবে স্বদেহে বৈশ্বানরাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া প্রত্যহ কুণ্ডলীর তৃপ্ত্যর্থে অন্নাহুতি প্রদান করেন, সুতরাং সেই অবহিত যোগীর আহার জন্য কোন দোষোৎপত্তি হয় না॥ ৩৪॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে স্থানানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
ময়োক্তানি প্রধানানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে॥ ৩৫॥

ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এই মনুষ্য শরীরে বহু সংজ্ঞক অনেক স্থান আছে, তাহার মধ্যে জ্ঞাতব্য কতিপয় প্রধান স্থানের কথা এই সংহিতায় বলিলাম॥ ৩৫॥

নানাপ্রকারনামানি স্থানানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে বিগ্রহে তানি কথিতুং নৈব শক্যতে॥ ৩৬॥

মনুষ্যবিগ্রহে বিবিধ নামে নানা স্থান আছে, সে সকলের বিষয় বলিতে আমার ক্ষমতা নাই॥ ৩৬॥

ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্ব্বগঃ।
অনাদির্ব্বাসনামালালঙ্কৃতঃ কর্ম্মশৃঙ্খলঃ॥ ৩৭॥

এইরূপে কল্পিত দেহে অনন্তবাসনাপূর্ণ স্বকর্ম্মবদ্ধ সর্ব্বগত জীব বসতি করেন॥ ৩৭॥

নানাবিধগুণোপেতঃ সর্ব্বব্যাপারকারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি ভুনক্তি বিবিধানি চ॥ ৩৮॥

ব্যাপারকারী, সেই জীব ত্রিগুণবিষয়ক নানাবিধ গুণ ভূষিত হইয়া, সমস্ত সংসারের পঞ্চভূতাত্মক শরীরে অবস্থিতি করিয়া, পূর্ব্বার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোগ করিয়া থাকেন॥ ৩৮॥

যদ্যৎ সংদৃশ্যতে লোকে সর্ব্বং তৎকর্ম্মসম্ভবম্।
সর্ব্বং কর্ম্মানুসারেণ জন্তুর্ভোগান্ ভুনক্তি বৈ॥ ৩৯॥

ইহ সংসারে জীবকে যে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে দেখা যায়, সে সমস্তই কর্ম্মসম্ভব, কেবল স্বকৃত কর্ম্মানুসারেই জীবের সুখ দুঃখ ভোগ হয়॥ ৩৯॥

যে যে কামাদয়ো দোষাঃ সুখদুঃখপ্রদায়কাঃ।
তে তে সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে জীবকর্ম্মানুসারতঃ॥ ৪০॥

যে সকল কামাদি দোষ অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি দোষ, জীবমাত্রের সুখ দুঃখপ্রদ, সে সমস্তই জীবের স্বকর্ম্মানুসারেই প্রবৃত্ত হয়॥ ৪০॥

পুণ্যোপরক্তচৈতন্যে প্রাণান্ প্রীণাতি কেবলম্।
বাহ্যে পুণ্যময়ং প্রাপ্য ভোজ্যবস্তু স্বয়ম্ভবেৎ॥ ৪১॥

পুণ্যকর্ম্মানুসারে জীবের পুণ্যজন্য প্রাণের কেবল তৃপ্তি হয়, বাহিরেও পুণ্যময় বিবিধ ভোগ্য বস্তু পুণ্যকর্ম্মানুসারে স্বয়ং উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সে অনায়াসে উহা লাভ করে॥ ৪১॥

ততঃ কর্ম্মবলাৎ পুংসঃ সুখং বা দুঃখমেব বা।
পাপোপরক্তচৈতন্যং নৈব তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্॥

ন তদ্ভিন্নো ভবেৎ সোঽপি ন তদ্ভিন্নস্তু কিঞ্চন।
মায়োপহিতচৈতন্যাৎ সর্ব্ববস্তু প্রজায়তে॥ ৪২॥

অতএব অর্জ্জিত স্বকৃত কর্ম্মবশে জীবের সুখ এবং দুঃখ হইয়া থাকে, পাপ কর্ম্মবশত জীবের কেবল দুঃখ ভোগ হয়। তাহাতে দুঃখব্যতীত সুখের অধিষ্ঠান নাই। সুতরাং কর্ম্ম ভিন্ন জীবের পাপ ও পুণ্য এতদুভয়ের উদ্ভব হয় না এবং কর্ম্ম ভিন্ন জগতে বস্তু মাত্র কিছু নাই। মায়াতে উপহিত চৈতন্য হইতে সংসারের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪২॥

যথাকালোপভোগায় জন্তূনাং বিবিধোদ্ভবঃ।
যথা দোষবশাচ্ছুক্তৌ রজতারোপণং ভবেৎ।
তথা স্বকর্ম্মদোষাদ্বৈ ব্রহ্মণ্যারোপ্যতে জগৎ॥ ৪৩॥

যথাকালে জীবের উপভোগের নিমিত্ত ভগবানের বিশ্বরাজ্যে বিবিধ-বস্তুর উদ্ভাবন হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা যোগীরা দেখেন, যে জগৎ আত্মা-ভিন্ন অন্য বস্তু নহে, যেমন দৃষ্টিদোষবশতঃ শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, তদ্রূপ স্বকর্ম্ম দোষে জীব নির্ম্মল-ব্রহ্মে জগতের আরোপ করে॥ ৪৩॥

সবাসনভ্রমোৎপন্নোন্মূলনাতিসমর্থনম্।
উৎপন্নঞ্চেদীদৃশং যজ্জ্ঞানং মোক্ষপ্রসাধনম্॥ ৪৪॥

জীব যাবৎ সবাসন অর্থাৎ যাবৎ জীবের বাসনা থাকে, তাবৎ সমস্ত প্রকার ভ্রম থাকে, কোন ক্রমে বাসনাসত্বে তাহার উন্মূলন করিতে সমর্থ হয় না। যখন জগৎ মিথ্যা, আত্মা সত্য, ইত্যাকার মোক্ষ সাধনক্ষম জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন সেই ভ্রমের খণ্ডন হইয়া যায়, ইহা পূর্ব্বাভাসে উক্ত হইয়াছে॥ ৪৪॥

সাক্ষাদ্বিশেষদৃষ্টিস্তু সাক্ষাৎকারিণি বিভ্রমে।
কারণং নান্যথাযুক্ত্যা সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥ ৪৫॥

সাক্ষাৎবিষয়ে, বিশেষদর্শী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বিষয়ে ভ্রম জন্মিয়া থাকে ইহার আর অন্য কারণ নাই, আমি তোমাকে ইহা সত্য কহিতেছি॥ ৪৫॥

সাক্ষাৎকারভ্রমং সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকারিণি নাশয়েৎ।
সো হি নাস্তীতি সংসারে ভ্রমো নৈব নিবর্ত্ততে॥ ৪৬॥

প্রত্যক্ষ বিষয়ক ভ্রম, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারকারী, বিশেষ দর্শক ব্যক্তির যত দিন পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয় তত দিন ব্রহ্ম ভিন্ন ও জগৎ ভিন্ন এরূপ ভ্রম কখন নিবর্ত্ত হয় না॥ ৪৬॥

মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তু বিশেষদর্শনাদ্ভবেৎ।
অন্যথা ন নিবৃত্তিঃ স্যাদ্দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ॥ ৪৭॥

বিশেষ দর্শনেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। অন্যথা নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সংসারে ভ্রম নিবৃত্তি হইতে পারে না। যেমন শুক্তি জ্ঞান না জন্মিলে রজত ভ্রমের অপনয়ন হয় না, যত ক্ষণ শুক্তিজ্ঞানের বিশেষ দর্শন না হইবে তত ক্ষণ রজত ভ্রম থাকিবে॥ ৪৭॥

যাবন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সাক্ষাৎকারে নিরঞ্জনে।
তাবৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দৃশ্যন্তে বিবিধানি চ॥ ৪৮॥

যে পর্য্যন্ত নিরঞ্জন ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাবৎ সর্ব্ব প্রকার ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

যদা কর্ম্মার্জ্জিতং দেহং নির্ব্বাণে সাধনং ভবেৎ।
তদা শরীরবহনং সফলং স্যান্ন চান্যথা॥ ৪৯॥

যখন এই কর্ম্মার্জ্জিত শরীরকে নির্ব্বাণ সাধনক্ষম করিতে পারিবে তখনই, এই শরীর ধারণের সার্থক জানিবে, অন্যথা শুদ্ধ ভার বহন মাত্রই সার॥ ৪৯॥

যাদৃশী বাসনা মূলা বর্ত্ততে জীবসঙ্গিনী।
তাদৃশং বহতে জন্তুঃ কৃত্যাকৃত্যবিধৌ ভ্রমম্॥ ৫০॥

জীবের সহচরীরূপী মূল বাসনা যাদৃশী হয়, জীব তাদৃশ কৃত্যাকৃত্য বিষয়ে ভ্রম ধারণ করে॥ ৫০॥

সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগসাধকঃ।
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কর্ম্ম ফলবর্জ্জনমাচরেৎ॥ ৫১॥

যোগসাধক ব্যক্তি যদি সংসারসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে, তবে বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্ম করিয়া, তাহার ফললাভেচ্ছা পরিত্যাগ করিবেক॥ ৫১॥

বিষয়াসক্তপুরুষা বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বাচাভিরুদ্ধনির্ব্বাণাদ্বর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি ॥ ৫২ ॥

বিষয়সুখেচ্ছু, বিষয়াসক্ত পুরুষেরা ফলবাচনিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কর্ম্মফলে নিতান্ত অবরুদ্ধ থাকিয়া নির্ব্বাণ পথ হইতে অন্তর হইয়া, নিরন্তর পাপকর্ম্মই করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

আত্মানমাত্মনা পশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোহস্তি মতং মম ॥ ৫৩ ॥

যখন সাধক ব্যক্তি আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করে, আত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছু মাত্র দর্শন না করে। তখন কর্ম্ম পরিত্যাগে তাহার দোষ নাই, ইহাই আমার মত ॥ ৫৩ ॥

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং মম তত্ত্বং প্রকাশতে ॥ ৫৪ ॥

কামাদি সমস্ত অভিলষিত বিষয় জ্ঞানদশাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্যথা নাই। যখন সম্যক্‌প্রকারে অন্যান্য বিষয়তত্ত্বের অভাব হয়, তখনই আমার সেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগ প্রকথনে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশো
নাম দ্বিতীয় পটলঃ।

তৃতীয়ঃ পটলঃ।

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতম্।
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশার্ণবিভূষিতম্॥ ১॥

জীবের হৃদয়ে দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে, উহা ক আদি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশাক্ষরভূষিত, অর্থাৎ বামাবর্ত্তে উর্দ্ধ পত্রাবধি শেষপত্র পর্য্যন্ত "ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ" এই দ্বাদশ বর্ণ বিশিষ্ট॥ ১॥

প্রাণো বসতি তত্রৈব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংশ্লিষ্টঃ প্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ॥ ২॥

ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে (যং) কারবর্ণ সুশোভিত আছে, সেই যঙ্কারই বায়ুযন্ত্র, তাহাতেই প্রাণাখ্য বায়ু নিত্য অবস্থিতি করে, সেই প্রাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মসংশ্লিষ্ট, অহঙ্কারযুক্ত অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী, নানা প্রকার বাসনায় বিভূষিত হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করে॥ ২॥

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি কথিতুং নৈব শক্যতে॥ ৩॥

কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু বিবিধ নামে খ্যাত হয়, সে সকল বলিতে অনেক সময় নষ্ট হয়, অতএব আমি সংক্ষেপ ব্যতীত বাহুল্যরূপে তাহাদের কথা কহিতে সমর্থ নহি॥ ৩॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৪॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রাণ; নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই বহিঃস্থ পঞ্চ প্রাণ॥ ৪॥

দশনামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রকে।
কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৫॥

॥ ৫॥

প্রাণের এই দশ নাম প্রধান, আমি এই সংহিতা শাস্ত্রে বলিয়াছি। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই শরীরে স্ব স্ব আধিকারিক কার্য্য সম্পন্ন করে ॥ ৫॥

অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ ॥ ৬॥

যদিও এই দশটি প্রধান, তথাপি দশের মধ্যে প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রাণ অতি প্রধান হয়, সেই পঞ্চকের মধ্যে প্রাণ ও অপান এই দুইটি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৬॥

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৭॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান বায়ু অবস্থিতি করিতেছে, ব্যানাখ্য বায়ু সর্ব্বশরীরগামী হয় ॥ ৭॥

নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ কুর্ব্বন্তি তে চ বিগ্রহে।
উদ্গারোন্মীলনং ক্ষুত্তৃট্ জৃম্ভা হিক্কা চ পঞ্চ বৈ ॥ ৮॥

এই শরীরে নাগাদি পঞ্চবায়ু বহিঃস্থ হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করে, অর্থাৎ উদ্গার উন্মীলন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৃম্ভণ, হিক্কা, এই পঞ্চকর্ম্ম নাগাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয় ॥ ৮॥

অনেন বিধিনা যো বৈ ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স জাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯॥

যে সাধক ব্রহ্মাণ্ডরূপ আপন শরীরকে এরূপে জানিতে পারে। সেই সাধক সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তদ্বিষ্ণুর পরমপদে লীন হয় ॥ ৯॥

অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে ॥ ১০॥

অধুনা আমি শীঘ্র যোগসিদ্ধির নিমিত্ত উপায় কহিতেছি। যাহা জ্ঞাত হইলে, যোগী ব্যক্তি যোগসাধনে অবসন্ন হয়েন না॥ ১০॥

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতিদুঃখদা॥ ১১॥

গুরুমুখ সম্ভূত বিদ্যাই বলবতী, তদ্ব্যতীত বীর্য্যহীন, ফলবিহীন হইয়া কেবল সাধকের দুঃখ প্রদায়িনী হয়।

অর্থাৎ গুরু যে উপদেশ করেন, সেই জ্ঞানানুসারে সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয়, তদ্ভিন্ন স্বকপোলকল্পিত যুক্তির অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইলে নির্ব্বীর্য্য ও কেবল ফলহীন হয় এরূপ নহে, তৎসাধনে সাধকের নিরর্থক দুঃখমাত্র লাভ হয়॥ ১১॥

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২॥

যে ব্যক্তি বিশেষ যত্নসহকারে গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদ্যার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে উপাসনার ফল প্রাপ্ত হয়॥ ১২॥

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ প্রসেব্যতে॥ ১৩॥

গুরুই পিতা মাতা স্বরূপ, গুরুই সর্ব্বদেবতা স্বরূপ, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব মনোবাক্কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সকলের গুরুই সেবনীয়॥ ১৩॥

গুরুপ্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥ ১৪॥

গুরু প্রসাদে আপনার সমস্ত কর্ম্মে শুভফল হয়। অতএব গুরুই নিত্যসেব্য, অন্যথাচরণে কদাপি শুভ হইতে পারে না॥ ১৪॥

প্রদক্ষিণং ত্রয়ং কৃত্বা স্পৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা।
প্রদক্ষিণং নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃ পাদসরোরুহম্॥ ১৫॥

পরাৎপর পরমদেবতাস্বরূপ গুরুদেবকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেক॥ ১৫॥

শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাদযত্নেন সাধয়েৎ॥ ১৬॥

আত্মবান্ ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত পুরুষেরাই নিশ্চিত সিদ্ধি লাভ করে। তদ্ব্যতীত অশ্রদ্দধান, অনাত্মজ্ঞ পুরুষের কখন সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যে যত্নশীল হইয়া সাধনা করিবেক॥ ১৬॥

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথাবিশ্বাসিনামপি।
গুরুপূজাবিহীনানাং তথাচ বহুসঙ্গিনাম্।
মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাম্।
গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন॥ ১৭॥

ইন্দ্রিয়সঙ্গ বা অসজ্জনসঙ্গযুক্ত ব্যক্তিদিগের ও অবিশ্বাসিদিগের এবং গুরুপূজাবিহীন ব্যক্তিদিগের কিংবা বহুসঙ্গকারি লোলুপ ব্যক্তিদিগের ও মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুরভাষী এবং গুরুসন্তোষবিহীনদিগের কদাচ সিদ্ধিলাভ হয় না॥ ১৭॥

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়াযুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনম্।
চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমমিন্দ্রিয়গ্রহঃ।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে॥ ১৮॥

এই কর্ম্মে অবশ্য ফল হইবে, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া দ্বিতীয় লক্ষণ। গুরুপূজাপরায়ণতা তৃতীয় লক্ষণ। সর্ব্বজীবে

সমদর্শন চতুর্থ লক্ষণ। জিতেন্দ্রিয়তা পঞ্চম লক্ষণ। শাস্ত্রোক্ত পরিমিষ্টতাহার ষষ্ঠ লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন আর যোগ সিদ্ধির সপ্তম লক্ষণ নাই॥ ১৮॥

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিদ্‌গুরুম্।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ॥ ১৯॥

যোগবিৎ গুরুকে লাভ করিয়া যোগোপদেশ পাইয়া, যোগাভ্যাস করিবে অর্থাৎ গুরু যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, সেই বিধির অনুসারে বুদ্ধি পূর্ব্বক সাধনা করিবেক॥ ১৯॥

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ॥ ২০॥

অতি সুন্দর সুনির্ম্মিত যোগমঠমধ্যে কুশাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগী প্রাণায়াম সিদ্ধির নিমিত্ত পবনাভ্যাস করিবেক॥ ২০॥

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ॥ ২১॥

বক্র বা কুঞ্চিত কলেবর হইবেক না, সমশরীর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সুবুদ্ধি যোগী গুরুগণকে প্রণাম করিয়া বামদিকে ও দক্ষিণদিকে গণেশ ও ক্ষেত্রপাল এবং অম্বিকাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবেক॥ ২১॥

ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ॥ ২২॥

অনন্তর, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাবিবর রোধ করতঃ সুবুদ্ধি যোগসাধক ব্যক্তি বামনাসিকায় ইড়ানাড়ীরন্ধ্র দিয়া যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিবে, মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে যথাশক্তি সঙ্খ্যানুসারে ঐ পূরিত বায়ু রোধ করতঃ

যথাশক্তি সঙ্খ্যানুসারে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ীচ্ছিদ্র দিয়া বায়ুকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবেক॥ ২২॥

পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ॥ ২৩॥

পুনর্ব্বার বিলোমক্রমে দক্ষিণ নাসিকাতে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ুপূরণ করতঃ যথাশক্তি মধ্যনাড়ীকে স্তম্ভিত করিয়া, বামনাসিকাতে পূরিত বায়ুকে অবেগে অল্পে অল্পে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবেক॥ ২৩॥

ইদং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতি কুম্ভকান্।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ॥ ২৪॥

অভ্যাসকালে এইরূপে এই প্রাণায়াম যোগ, একাসনে বিংশতি কুম্ভক করিবেক। সমস্ত বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যহ যথোক্ত সময়ে বিংশতিবার প্রাণায়াম করিবেক॥ ২৪॥

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষ্বেতেষু কুম্ভকান্॥ ২৫॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে একবার, মধ্যাহ্নকালে একবার, সন্ধ্যা কালে একবার, মধ্যরাত্রে একবার, এই চারিবার, বিংশতি সংখ্যক কুম্ভক করিবেক॥ ২৫॥

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতম্॥ ২৬॥

যদি এইরূপে তিনমাস অনলস হইয়া প্রতিদিন প্রাণায়াম করে, তবে তাহার নিশ্চিত শীঘ্র নাড়ীর পরিশুদ্ধি হয়॥ ২৬॥

যদা তু নাড়ী শুদ্ধিঃ স্যাদ্যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা বিধ্বস্তদোষশ্চ ভবেদারম্ভসম্ভবঃ॥ ২৭॥

যখন তত্ত্বদর্শী যোগিব্যক্তির নাড়ীর শুদ্ধি হয়, তখন যোগারম্ভসম্ভব সমস্ত প্রকার দোষের বিনাশ হইয়া যায় ॥ ২৭ ॥

চিহ্নানি যোগিনো দেহে দৃশ্যন্তে নাড়িশুদ্ধিতঃ।
কথ্যন্তে তু সমস্তান্যঙ্গানি সংক্ষেপতো ময়া ॥ ২৮ ॥

অনন্তর নাড়ীশুদ্ধির যে যে চিহ্ন সাধকের শরীরে দেখা যায়, সংক্ষেপে আমি সেই সকল চিহ্নের কথা বলিতেছি ॥ ২৮ ॥

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ।
আরম্ভঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥ ২৯ ॥

সাধক সমকায়বিশিষ্ট হয়,অর্থাৎ তাঁহার শরীরের কৃশ স্থূল বা বক্র কুঞ্চিতাদি কিছুই থাকে না, দেহ গন্ধযুক্ত ও লাবণ্যবিশিষ্ট হয়। স্বর অতি উত্তম হয়, সর্ব্ব যোগে যোগীর আরম্ভঘটক এই অঙ্গপরিচয় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে,এই অবস্থার নাম যোগাবস্থা ॥২৯ ॥

আরম্ভঃ কথিতোঽস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে।
অপরং কথ্যতে পশ্চাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশকম্ ॥ ৩০ ॥

সম্প্রতি আমাদিগের দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধির আরম্ভ ভাগ মাত্র কথিত হইল। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার দুঃখসমূহ নাশক অপর চিহ্ন সকল বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ।
জায়ন্তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বকলেবরে ॥ ৩১ ॥

সাধকের নাড়ীশুদ্ধি হইলেই জঠরানলের বৈগুণ্য রহিত ও বৃদ্ধি হয়, সুন্দর বস্তুর উপভোগে সমর্থ হয়, এবং সর্ব্বদা চিত্ত সুখরূপ বেশ্মে ক্রীড়া করিতে থাকে, আর যোগিব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। সম্পূর্ণ হৃদয়, অর্থাৎ যোগিব্যক্তি ক্ষুণ্ণমনা

হন না, তাঁহার শরীর সমস্ত প্রকার উৎসাহ এবং বলযুক্ত হয়। যোগিদিগের শরীরে এই সকল চিহ্ন অবশ্যই দেখা যায়॥ ৩১॥

অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্।
যেন সংসারদুঃখাব্ধিং তীর্ত্বা যাস্যন্তি যোগিনঃ॥ ৩২॥

অনন্তর যোগাভ্যাসকালে যোগবিঘ্নকর বর্জ্জনীয় বিষয় সকল কহিতেছি, যাহা পরিত্যাগ করিয়া যোগিজনেরা সংসার দুঃখসমুদ্র অনায়াসে পার হইতে পারেন॥ ৩২॥

অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুম্।
বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকম্।
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবম্।
উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নম্।
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্॥ ৩৩॥

অম্ল, রূক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, সর্ষপ, ও সর্ষপতৈলাদি, কটুদ্রব্য, অতি ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি শৈত্যদ্রব্য ব্যবহার, অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা, লোকদ্বেষ, অহঙ্কার এবং কৌটিল্য, একাদশ্যাদিতে উপবাস, অসত্যভাষণ, প্রাণিপীড়ন, অমুক্তিচিন্তা, স্ত্রীসঙ্গকরণ, অগ্নিসেবন, প্রিয়াপ্রিয়াদি ভেদে বহু আলাপ করণ, অতিশয় ভোজন এই সকল যোগবিঘ্নসূচক লক্ষণ যোগিব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন॥ ৩৩॥

উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গোপনীয়ং সাধকানাং যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু॥ ৩৪॥

এখন সাধকদিগের শীঘ্র যোগসিদ্ধ হইবার গোপনীয় উপায় আমি বলিতেছি, যাহা করিলে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে। অর্থাৎ যোগিদিগের যোগাভ্যাসকালে যেরূপ পথ্য ও যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা উত্তরশ্লোকে কহিয়াছেন॥ ৩৪॥

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতম্।
কর্পূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকম্॥

সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনম্।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরম্॥
ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্ম্মতির্গুরুসেবনম্।
সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ॥ ৩৫॥

ঘৃত দুগ্ধ মিষ্টান্ন, কর্পূরাদিবাসিত চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বূল, ভোজন সুপথ্য হয়। নিষ্ঠুর বাক্য না বলা, মিষ্টবাক্য বলা, ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট শোভন মন্দিরাভ্যন্তরে বাস করা, সিদ্ধান্ত বাক্যের নিত্য শ্রবণ, সুন্দর তর্কযুক্ত বিচার বাক্যের শ্রবণ না করা, বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে সংসারকার্য্য করণ, অর্থাৎ সংসারে লিপ্ত না থাকিয়া করিতে হয় বলিয়া করে, লাভে হর্ষ, অলাভে বিষাদ প্রাপ্ত না হওয়া, স্তুতি নিন্দাদিতে সমান জ্ঞান, শোভন সুরসংযুক্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বদা শ্রবণ, ব্যাকুলতা রহিত হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করা, ক্ষমাযুক্ত হওয়া, অর্থাৎ সামর্থ্যসত্বে অপকারির প্রতি অপকার না করা, যথাশাস্ত্র নিয়মানুসারে তপঃ গ্রহণ, শৌচাচার করা অর্থাৎ যথাশাস্ত্র বাহ্যাভ্যন্তর সংশুদ্ধি করণ, মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য পরিষ্কার, সন্তোষদ্বারা চিত্ত পরিষ্কার করা, হ্রী অর্থাৎ নির্লজ্জদিগের ন্যায় উদ্ধত বেশভূষা এবং অসৎসম্মত কার্য্যাদি না করা, মতি অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে বুদ্ধির স্থিরীকরণ, গুরুসেবা ইত্যাদি নিয়ম সমাচরণ, যোগিদিগের শ্রেষ্ঠকল্প হয়॥ ৩৫॥

অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা।
বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শয়তে সাধকোত্তমৈঃ॥ ৩৬॥

বায়ু সূর্য্যে প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীরন্ধ্রে বায়ুর প্রবেশকালে যোগিদিগের সদা ভোজন করা কর্ত্তব্য। এবং বায়ুর চন্দ্রে প্রবেশ হইলে, যোগসাধকেরা শয়ন করিবেন, অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু যখন প্রবিষ্ট হইবে তখনই তাঁহাদের শয়ন করা কর্ত্তব্য।

অর্থাৎ কুম্ভকের সময় নহে, স্বভাবতঃ যখন বামনাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখনি কুণ্ডলী দেবীর নিদ্রা কাল, সুতরাং তন্নিদ্রাতেই যোগীরা নিদ্রা ভজনা করিবেন। আর যখন দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখনি কুণ্ডলীর জাগ্রদবস্থা, সুতরাং তৎকালে আহার করিলেই কুণ্ডলীমুখে আহুতি প্রদান করা হয়, কারণ কুণ্ডলীমুখে আহুতি হইলেই যোগীর আহার শুদ্ধি হয়। এ নিমিত্ত এই গ্রন্থে পূর্ব্বে আহারার্থ কুণ্ডলীমুখে আহুতি দিতে কহিয়াছে॥ ৩৬॥

সদ্যোভুক্তেঽতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
অভ্যাসকালে প্রথমং কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনম্॥ ৩৭॥

আহার করিয়াই কুম্ভক অর্থাৎ পবনাভ্যাস করিবেক না, এবং অতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও তাহা করিবেক না, অতএব যোগিদিগের ইহা সর্ব্বদা বিচারণীয়, যে আহার করিলে পর নাড়ীছিদ্র সকল রসান্বিত হয়, সুতরাং বায়ুর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, তজ্জন্য সাধকের শ্বাসাদি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। এবং অতি ক্ষুধিত ব্যক্তির ধাতু ক্ষীণ হয়, তৎকালে পবনাভ্যাসে শরীর শোষণ হইয়া ক্ষয় রোগোৎপত্তি হয়। সুতরাং এতদুভয় কালেই যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। প্রথমাভ্যাসকালে অন্য কোন দ্রব্য ভোজন না করিয়া, কেবল ঘৃত দুগ্ধ ভোজন করিবেক। যেহেতু "ক্ষীরাজ্যপ্রাশনং শস্তং,, ইত্যাদি তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছে॥ ৩৭।

ততোঽভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাদৃঙ্নিয়মগ্রহঃ।
অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা।
পূর্ব্বোক্তকালে কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকান্ প্রতিবাসরে॥ ৩৮॥

অনন্তর অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে আর তাদৃশ নিয়মের আবশ্যকতা নাই। অভ্যাসকারী ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া অনেকবার ভোজন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত কালে প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় কুম্ভক করিবেন।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপদে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, এবং মধ্যরাত্রিতে, এবং বিংশতি সংখ্যায় প্রতিদিন কুম্ভকাভ্যাস করিবেক॥ ৩৮॥

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্যোগিনো বায়ুসাধনে।
যথেষ্টং ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিধ্যতি ধ্রুবম্।
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে কিং ন স্যাদিহ যোগিনঃ॥ ৩৯॥

বায়ুর অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে যোগীর যেমন ইচ্ছা, তেমনই বায়ুসাধনের শক্তি জন্মে। যখন যথেচ্ছা বায়ুধারণের শক্তি জন্মিবে, তখন নিশ্চিত কুম্ভক সিদ্ধ হইল বলিয়া জানিবে। কুম্ভক সিদ্ধ হইলে যোগীর কি না হইল অর্থাৎ তখন তাঁহার কোন সাধনাই দুর্লভ নহে॥ ৩৯॥

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাণায়াম সাধনের প্রথম সময়ে সাধকের দেহে ঘর্ম্মোদয় হয়। যখন দেহে ঘর্ম্মোদয় হইবে, তখন ঐ ঘর্ম্ম সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করিবে, যদি না করে, তবে সাধকের শরীরস্থ সমস্ত ধাতু বিনষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরে (মর্দ্দনং ভেন কারয়েদিতি) ইত্যর্থে যে শাস্ত্রের মতে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে, সেই শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিবে, উভয়ই শিবাজ্ঞা, কোন আজ্ঞাই বিফলা নহে ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্গগনেচরসাধকঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাণায়াম সাধনের দ্বিতীয়কালে শরীরের কম্প হয়, তৃতীয়কালে দর্দ্দুরগতি অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হয়। অর্থাৎ বদ্ধপদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুতগতির ন্যায় চালিত করে। তাহার পর যদি অভ্যাসবশে অধিকতর কাল বায়ুকে রোধ করিতে পারেন, তবে সাধক অবিলম্বে ভূতল পরিত্যাগপুর্ব্বক নিরবলম্বন শূন্যে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ॥ ৪১ ॥

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধিস্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী ॥ ৪২ ॥

যখন পদ্মাসনস্থ যোগী ভূতল ত্যাগ করতঃ শূন্যস্থানে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হন, তখন তাহার সংসাররূপঘোরান্ধকারবিনাশিনী পরাৎপর পরমা বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে জানিবেন ॥ ৪২ ॥

তাবৎ কালং প্রকুর্ব্বীত যোগোক্তনিয়মগ্রহঃ।
অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে ॥ ৪৩ ॥

যাবৎ এরূপে বায়ুসিদ্ধি না হইবে, ততকাল যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়ম ধারণ করিবেন, পরে তাঁহার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ আর তাদৃশ নিয়মাবলম্বনের প্রয়োজন নাই। আর যোগসিদ্ধির লক্ষণ এই যে, যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প মূত্র, অল্প পুরীষ হয় ॥ ৪৩ ॥

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বেদো লালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে॥ ৪৪॥

তত্ত্বদর্শী যোগসাধকের শরীরে সিদ্ধাবস্থাতে শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না; কোন দুঃখ থাকে না; সে সর্ব্বদা সন্তোষচিত্ত হয়, তাঁহার কোন প্রকার বৈবর্ণ্য ঘর্ম্ম কৃমি কফ লালাদি জন্মে না॥ ৪৪॥

কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে।
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ॥ ৪৫॥

তখন সাধকের শরীরে কফ, কি বায়ু, কি পিত্ত সমতা ব্যতীত বৃদ্ধি হয় না। তৎকালে যোগীর পথ্যাপথ্য ভোজনাদির নিয়ম রাখিবার আবশ্যকতা নাই॥ ৪৫॥

অত্যল্পং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ।
অথাভ্যাসবশাদ্যোগী ভূচরং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
যথা দর্দ্দুরজন্তূনাং গতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ॥ ৪৬॥

বিনা আহারে কি অল্পাহারে কি বহুবিধাহারও যোগীকে পীড়াজন্য কোনরূপ ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয় না। এই যোগাভ্যাসবশে যোগবলে সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সমস্ত স্থানেই গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত দর্দ্দুরীগতি লক্ষণ, ভূতলে করতালী দিয়া মণ্ডূককে তাড়াইলে, সে যেমন লম্ফে লম্ফে ভূতলে বিচরণ করে, প্রথমাবস্থাতে বায়ুর নিরোধ কালে, বায়ুবশে ভূতলে বসিয়া সাধকেরও সেই রূপ গতি হয়॥ ৪৬॥

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৪৭॥

যদিও যোগাভ্যাসকালে দুর্নিবার্য্য অতি দারুণ অনেক বিঘ্ন আছে। তথাপি যোগী কণ্ঠগত প্রাণ হইয়াও যোগসাধনায় রত থাকিবেন॥ ৪৭॥

ততো রহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে॥ ৪৮॥

যোগী ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, বিঘ্ন বিনাশহেতু দীর্ঘমাত্রা প্রনব জপ করিবেন। দীর্ঘমাত্রা প্রণবপদে স্পষ্টাক্ষরযুক্ত প্রণব জপ করিবেন॥ ৪৮॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেণ নিশ্চিতম্।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ॥ ৪৯॥

মতিমান সাধক প্রাণায়াম দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সকল, এবং ইহ জন্মকৃতকর্ম্ম সকল বিনাশ করিবেন॥ ৪৯॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেণ যোগপুঙ্গবাঃ॥ ৫০॥

যোগিবর ষোড়শ প্রাণায়াম করিয়া ইহ জন্মার্জ্জিত ও জন্মান্তরীয় বিবিধপ্রকার পাপ ও পুণ্য নষ্ট করিবেন॥ ৫০॥

পাপতুলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥ ৫১॥

যেমন প্রলয়াগ্নি তুলারাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ যোগিবর প্রাণায়াম রূপ প্রলয়াগ্নি দ্বারা পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া, পুণ্য-রাশিরও বিনাশ করিবেন॥ ৫১॥

প্রাণায়ামেণ যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥ ৫২॥

যোগীন্দ্র ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া পাপ পুণ্য রূপ মহাসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোক মধ্যে পর্য্যটন করিতে থাকেন॥ ৫২॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্ত্বেপ্সিতা ধ্রুবম্॥ ৫৩॥

এরূপ অবস্থার পর ঘটিকাত্রয়মাত্র বায়ু ধারনের অভ্যাস করিলে, যোগিব্যক্তির নিশ্চিত সমস্ত অভিলষিত লাভ হয়॥ ৫৩॥

বাক্যসিদ্ধিঃ কামাচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনম্।
বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্॥ ৫৪॥

তখন তিনি স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন, তাঁহার বাক্যসিদ্ধি হয় এবং দূরদৃষ্টি হয়। দূরশ্রবণ, অতি সূক্ষ্ম দর্শন হয় ও তাহার পরশরীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এবং যোগীর বিষ্ঠা মূত্র লেপনে ধাত্বন্তর স্বর্ণ হয়, আর অন্তর্দ্ধান করিবার শক্তি জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি অনায়াসে লাভ হয়, এবং শূন্যপথে অবিরোধে গমনাগমন করিতে পারেন॥ ৫৪॥

যদা ভবেদ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫৫॥

প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর যখন ঘটাবস্থা হয়, তখন এই সংসারে এমত বস্তু কিছু নাই, যাহা সেই যোগীর অলভ্য॥ ৫৫॥

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥ ৫৬॥

প্রাণ অপান নাদ বিন্দু জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংঘটন হয়, এই জন্য এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলে॥ ৫৬॥

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ।
প্রত্যাহারস্তদেব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবম্॥ ৫৭॥

যোগীর এক প্রহর মাত্র বায়ু ধারণের সামর্থ্য হইলে এবং প্রত্যাহারেও ঐ রূপ ক্ষমতা জন্মিলে তিনি অদ্ভুত পদার্থরূপে প্রতীয়মান হন অর্থাৎ আর তাহার সাধনান্তর নাই এবং মুক্ত হইবার বিলম্ব নাই॥ ৫৭॥

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যৈর্ব্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ॥ ৫৮॥

যোগী ব্যক্তি বিশ্বস্থ যে যে পদার্থ জানিতে পারেন, সে সকল পদার্থকেই আত্মা বলিয়া ভাবনা করেন, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন জগতে অন্যপদার্থ নাই ইহাই চিন্তা করেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান তাহা জ্ঞাত হইলে, সেই ইন্দ্রিয় ও তদ্বিধান দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের জয় সমাধা করিতে পারেন॥ ৫৮॥

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
একবারং প্রকুর্ব্বীত তদা যোগী চ কুম্ভকম্।
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ॥ ৫৯॥

যখন অভ্যাসবশতঃ পূর্ণ এক প্রহরমাত্র বায়ু বদ্ধ করিবার সামর্থ্য জন্মে তখন একবার কুম্ভক করিলে চলিতে পারে। অষ্ট দণ্ডকাল যদি যোগীর শরীরে প্রাণবায়ু নিশ্চল হয়, তবে ঐ যোগী স্বীয় সামর্থ্যে বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। অর্থাৎ বাতুলের ন্যায় বলাতে আপন ক্ষমতা গোপন জন্য সুধী হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় পরিচিত হন॥ ৫৯॥

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলম্।
বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ॥ ৬০॥

এই অবস্থার পর অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হয়, অর্থাৎ পরিচয়াবস্থা তাহাকে বলে, যখন ইড়া পিঙ্গলাকে ত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু সুষুম্নান্তর্গত ছিদ্র মধ্যে কেবল সঞ্চরিত হয়॥ ৬০॥

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্বা সুনিশ্চিতম্।
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতম্॥ ৬১॥

ঐ বায়ু ক্রিয়াশক্তি গ্রহণ করতঃ সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া, যখন অভ্যাসযোগে সুনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের নিশ্চিত কর্ম্মের ত্রিকূট দর্শন হয়, অর্থাৎ কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এতৎ ত্রিবিধ তাপের অনুভব হয়॥ ৬১॥

ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥ ৬২॥

অনন্তর সাধক প্রণব দ্বারা ঐ কর্ম্মকূটের বিনাশ করেন, যদি কর্ম্মজন্য বহু জন্মগ্রহণের আবশ্যক হয়, তবে ঐ যোগী স্বীয় ক্ষমতায় কৃতকর্ম্মের ভোগ নিমিত্ত কায়ব্যূহ বিস্তার করতঃ এককালীন সকল কর্ম্মফলের ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন, সুতরাং পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের আর অপেক্ষা থাকে না॥ ৬২॥

অস্মিন্‌কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিঃ স্যাত্তত্ভূতভয়াপহা॥ ৬৩॥

ঐ সময় যোগী প্রত্যেক চক্রে পঞ্চপ্রকার বায়ু ধারণ করিবেন, অর্থাৎ এক এক চক্রে পাঁচ পাঁচ বার কুম্ভক করিবেন, যদ্দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধি হয়,আর কস্মিন্‌কালেও তাহার ভূরাদি হইতে ভয় থাকে না। অর্থাৎ পৃথিবী,জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ হইতে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় না॥ ৬৩॥

এই হেতু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে অনুশাসন করিয়াছেন, যথা,—"পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমিতি॥,, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ হইতে যাহার চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, এমত যোগগুণপ্রাপ্ত যোগীর যোগাগ্নিময় শরীর হয়, সেই যোগাগ্নিময় শরীরপ্রাপ্ত যোগীর রোগ, কি জরা মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ যোগ প্রভাবে ইচ্ছামৃত্যু হয়।

আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ।
তদূর্দ্ধং ঘটিকা পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা॥
ভ্রূমধ্যোর্দ্ধং তথা পঞ্চ ঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ।
তথা ভূরাদিনা নষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥ ৬৪॥

মূলাধারে সচিত্ত জীবকে লইয়া পঞ্চঘটিকা, স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে পঞ্চঘটিকা, মণিপূরচক্র নাভিদেশে পঞ্চঘটিকা, হৃদি অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠে বিশুদ্ধ

চক্রে পঞ্চ ঘটিকা, ঊর্দ্ধে ভ্রূমধ্যদেশে আজ্ঞাপূরচক্রে পঞ্চঘটিকা, কুম্ভক দ্বারা বায়ুর ধারণা করিতে পারিলে, আর পৃথিব্যাদি কর্ত্তৃক যোগীর বিনাশ হয় না, ইহারই নাম ভূচরীসিদ্ধি॥ ৬৪॥

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মগতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে॥ ৬৫॥

যে বুদ্ধিমান্ যোগী পঞ্চভূতের ধারণা অভ্যাস করিতে পারেন, এক শত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না॥ ৬৫॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ।
অনাদিকর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্ত্বামৃতং পিবেৎ॥ ৬৬॥

অনন্তর যোগীর অভ্যাসক্রমে যোগাভ্যাস নিষ্পত্তি হয়, তখন যোগী অনাদি বাসনামূল কর্ম্মবীজ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মরসামৃত পান করিতে থাকেন॥ ৬৬॥

যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ।
যদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ।
গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ ক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্।
সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্বাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে॥ ৬৭॥

যখন স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে সুধী জীবন্মুক্ত প্রশান্ত যোগীর যোগ সমাধির নিষ্পত্তি হয়, তখন সমাধিনিষ্পত্তিসম্পন্ন যোগীর ইচ্ছানুসারে বেগবান চৈতন্য স্বরূপ বায়ু ক্রিয়াশক্তির সহিত সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া জ্ঞানশক্তিতে বিলীন হয়॥ ৬৭॥

অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হইয়া যোগীর শরীরযাত্রা নিষ্পন্ন হয়, ইচ্ছানুসারে বলার এই অভিপ্রায় যে, জীবন্মুক্ত যোগী আপন ইচ্ছাতে মুক্ত হয়, ইচ্ছা করিলে কোটি কল্প শরীর থাকিতে পারে, অর্থাৎ তখন নির্ব্বাণাদি তাঁহার করতলস্থ হয়।

ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনম্।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভোগহানির্ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৬৮ ॥

ইদানী সাধকের ক্লেশহানির নিমিত্ত বায়ুসাধনার বিষয় কিছু কহিতেছি, যে সাধনে যোগসাধক যোগীর এই সংসারচক্রে নিশ্চিত সমস্ত প্রকার কর্ম্মভোগের অবসান হয়॥ ৬৮ ॥

রসানাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ ॥৬৯॥

যে বিচক্ষণ সাধক আপনার জিহ্বাকে তালুমূলে সংস্থাপন করিয়া প্রাণবায়ু পান করে, সেই যোগীর সেই পর্য্যন্তই যোগসাধনের পরিসমাপ্তি হয়, অর্থাৎ আর তাঁহার যোগসাধনা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। যে পর্য্যন্ত ইহা না হইবে, সে পর্য্যন্ত যোগকর্ম্মে অবশ্য বৃত থাকিতে হয়। নতুবা পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলং বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৭০ ॥

নাদবিন্দু হইতে ক্ষরিত অমৃতরূপ শীতল বায়ু কাকীমুখে পান করতঃ প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি ও ক্ষমতাভিজ্ঞ বিচক্ষণ সাধকই মুক্তিভাজন হয়েন, অন্যে নহে ॥ ৭০ ॥

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ ॥ ৭১ ॥

যে সুধী সাধক প্রত্যহ এই বিধানানুসারে সরস বায়ুকে পান করেন সেই যোগীর সমস্ত শ্রম দাহ জরা রোগাদির নিশ্চিত বিনাশ হয় ॥ ৭১ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতম্ ॥ ৭২ ॥

রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া যে সাধক হৃদলমধ্যে চন্দ্রমণ্ডলগলিত সুধা পান করেন, সেই যোগিবর মাসত্রয় মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন ॥ ৭২ ॥

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

যে যোগী এই বিধি অনুসারে দীপ্যমান তালুমূলস্থ গহ্বর রসনায় নিপীড়ন করতঃ কুণ্ডলীদেবীকে ধ্যান করিয়া, বায়ুর সহিত অমৃতধারা পান করেন, তিনি ছয় মাস মধ্যে মহাকবি হন ॥ ৭৩ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥ ৭৪ ॥

যে সাধক সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যায় নাদচক্র হইতে অধোগামি বায়ু কুণ্ডলী-মুখে আগত জানিয়া কাকীমুখে পান করেন, তাহার ক্ষয়রোগ শান্তি হয় ॥ ৭৪ ॥

অহর্নিশং পিবেদ্যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু ॥ ৭৫ ॥

দিবা রাত্রি অতন্দ্রিত হইয়া নাদবিন্দু হইতে গলিত সুধা যে সাধক কাকীমুখে পান করে, তাহার দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রুতি হয় ॥ ৭৫ ॥

দন্তৈ দন্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ ॥ ৭৬ ॥

যে সাধক দন্তে দন্ত সকল চাপিয়া রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া অল্পে অল্পে প্রাণবায়ু পান করে, সেই সাধক অচিরে মৃত্যুঞ্জয় হয় ॥ ৭৬ ॥

ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগান্নাশয়তে হি সঃ ॥ ৭৭ ॥

যে সাধক প্রত্যহ ক্রমিক এইরূপ সাধনা ছয় মাস করিতে পারে, সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় এবং সর্ব্বরোগ হইতে অব্যাহতি পায় ॥ ৭৭ ॥

সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবম্।
অনিমাদিগুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং॥ ৭৮॥

সাধক এইরূপে সম্বৎসরকাল অভ্যাস করিলে অনিমাদি গুণ লাভ করতঃ ভূতগণকে জয় করিয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ গণাধিপ ভৈরব হয়॥ ৭৮॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ॥ ৭৯॥

রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া যদি ক্ষণার্দ্ধকাল থাকিতে পারে, তবে সে সাধক ক্ষণমাত্রে ব্যাধি মৃত্যু জরাদি হইতে বিমুক্ত হয়॥ ৭৯॥

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥ ৮০॥

প্রাণের সহিত জিহ্বাকে নিষ্পীড়ন করিয়া ধ্যান করিলে যোগীর কখন মৃত্যু হয় না, হে পার্ব্বতি! আমার বাক্য সত্য, কদাচ অন্যথা হয় না॥ ৮০॥

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোঽদ্বিতীয়কঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে॥ ৮১॥

এইরূপ অভ্যাসবলে যোগিব্যক্তি অদ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় রূপসম্পৎসম্পন্ন হয়, সাধকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও মূর্চ্ছাদি কিছুই থাকে না॥ ৮১॥

অনেনৈব বিধানেন যোগেন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ॥ ৮২॥

এরূপ বিধানে যোগাভ্যাস করিলে, যোগীন্দ্রপুরুষ ধরণীমণ্ডলে সমস্ত আপৎ বিরহিত হইয়া কামচারী হয়, অর্থাৎ আত্মেচ্ছায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন॥ ৮২॥

ন তস্থ পুনরাবৃত্তির্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্যেতদাচরণেন সঃ॥ ৮৩॥

আর তাহাকে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সে স্বর্গে সিদ্ধ দেবগণের সহিত সন্তোষে কাল যাপন করে। এই যোগানুষ্ঠান ফলে যোগিপুরুষ পুণ্য আর পাপে লিপ্ত হয় না॥ ৮৩॥

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহম্।
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকম্॥ ৮৪॥

শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ অনুষ্ঠানে চৌরাশী প্রকার আসন আছে। সেই সকল আসনের মধ্যে যোগিব্যক্তি মদুক্ত চারি মাত্র আসন গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ যে আসন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা আমি বিশেষ করিয়া কহিতেছি। প্রথম সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় পদ্মাসন, তৃতীয় উগ্রাসন, চতুর্থ স্বস্তিকাসন॥ ৮৪॥

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা।
ঊর্দ্ধ্বে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্॥ ৮৫॥

যত্নপূর্ব্বক পাদমূল দ্বারা যোনিপ্রদেশ পীড়ন করিয়া শিশ্নোপরি অপর পাদমূল সংস্থাপন করিবে। এবং নিশ্চলচিত্ত জিতেন্দ্রিয় যোগবিৎ ব্যক্তি, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ভ্রূমধ্যদেশমাত্র অবলোকন করিবে। বিশেষতঃ অবক্র শরীর, সমস্তপ্রকার উদ্বেগ রহিত নির্জ্জন স্থলে অনুষ্ঠান করিবে। সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদ ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে॥ ৮৫॥

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরম॥ ৮৬॥

ইহার ফল। যথা, অভ্যাসবশতঃ অবিলম্বে যোগনিস্পত্তি লাভ হয়। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির আসন শ্রেষ্ঠ এই সিদ্ধাসন সর্ব্বতঃ সেবনীয় ॥ ৮৬॥

যেন সংসারমুৎস্বজ্য লভ্যতে পরমাগতিঃ।
নাতঃপরতরং গুহ্যমাসনং বিদ্যতে ভুবি।
যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে॥ ৮৭॥
ইতিসিদ্ধাসনম্॥ ১॥

ইহার অনুষ্ঠানে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভ করে। অতএব ধরণী মধ্যে যত আসন আছে, সিদ্ধাসনের তুল্য শ্রেষ্ঠ এবং গুহ্যতম আসন আর নাই॥ ৮৭॥ ইতি সিদ্ধাসন॥ ১॥

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ।
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম॥ ৮৮॥

বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ পাদ ও বামহস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে, এবং দক্ষিণ ঊরুর উপরে বাম চরণ, আর দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে, নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবে। আর চিবুক এবং বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্তি বায়ু অল্পে অল্পে, পূরণ করতঃ অবিরোধে যথাশক্তি ধারণ করিয়া পশ্চাৎ যথাশক্তি রেচন করিবে। ইহাকেই সর্ব্বব্যাধি বিনাশন, পদ্মাসন বলে॥ ৮৮॥

পদ্মাসনের ফল যথা।

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরম্॥ ৮৯॥

যে সে ব্যক্তি এ অনুষ্ঠান করিতে পারে না, অর্থাৎ সকলের পক্ষে ইহা সহজ নহে। কেবল বুদ্ধিমান্ যোগিজনেরাই এই শ্রেষ্ঠতর পদ্মাসন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৮৯॥

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

এই পদ্মাসন বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু সমান রূপে নাড়ী-ছিদ্রে চলিতে থাকে। অর্থাৎ এতৎ পদ্মাসনের অভ্যাসে নিশ্চয় সাধকের প্রাণায়ামকালে বায়ুর সরল গতি হয় ॥ ৯০ ॥

পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৯১ ॥

ইতি পদ্মাসনম্ ॥ ২ ॥

পদ্মাসনস্থ যে যোগী যথাবিধানে প্রাণাপান বায়ুর পূরণ রেচনাদি করিতে পারেন। হে পার্ব্বতি! আমি সত্য বলিতেছি, সেই যোগী সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯১ ॥

ইতি পদ্মাসন।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতম্।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরো ন্যসেৎ।
আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনম্।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকম্।
য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবম্ ॥ ৯২ ॥

দুই চরণকে প্রসারিত করতঃ পরস্পর অসংযুক্ত করিয়া, দুই করে দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া উভয় জানুর উপরে স্বমস্তক সংস্থাপন করিবে। বায়ুর উদ্দীপক ইহার নাম উগ্রাসন। দেহের সমস্ত প্রকার অবসাদ অর্থাৎ অপ্রসন্নতা হারক

পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞক অর্থাৎ উপড় হইয়া সাধনা করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই উগ্রাখ্য আসন শ্রেষ্ঠের অনুষ্ঠানে প্রত্যহ সাধনা করে, তাহার পশ্চিম পথ দ্বারা নিশ্চিত বায়ু সঞ্চরিত হয় ॥ ৯২ ॥ ইহার ফল যথা।

এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ ৯৩ ॥

এরূপ উগ্রাসনাভ্যাসশীল যোগিদিগের সমস্ত যোগের সিদ্ধি হয়। একারণ সিদ্ধিসাধক যোগিব্যক্তি সযত্নে এতদাসনের সাধনা করিবেন ॥ ৯৩ ॥

গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী ॥ ৯৪ ॥

ইতি উগ্রাসনম্ ॥ ৩ ॥

অতি যত্নপূর্ব্বক ইহা গোপনে রাখিবে, কদাপি যাহাকে তাহাকে দিবে না। ইহা দ্বারাঅতিশীঘ্র সম্যক্‌রূপে দুঃখসমূহবিনাশকারিণী বায়ুসিদ্ধি হয় ॥ ৯৪ ॥

ইতি উগ্রাসন ॥ ৩ ॥

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ৯৫ ॥

জানুর ও উরুর মধ্যে সম্যক্ পাদতলদ্বয়কে সংস্থাপন করতঃ সমকায় বিশিষ্ট হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইবে। শাস্ত্রে ইহার নাম স্বস্তিকাসন বলে ॥ ৯৫ ॥

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহে ন ক্রমতে ব্যাধিস্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধ্যতি ॥ ৯৬ ॥

এতৎ বিধান দ্বারা সুধী সাধক বায়ু সাধনা করিবেন। এই স্বস্তিকাসন প্রভাবে সাধকের শরীরে কোন ব্যাধি আসিতে পারে না। এবং অনায়াসে বায়ুর সিদ্ধি হয় ॥ ৯৬ ॥

সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রনাশনম্।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং সুস্থীকরণমুত্তমম্॥ ৯৭॥

ইতি স্বস্তিকাসনম্॥ ৪॥

স্বস্তিকাসনের ফল যথা। এই আসনের নাম সুখাসন। এ আসনের অনুষ্ঠানে সমস্ত দুঃখ প্রনষ্ট হয়। সুতরাং দেহের সুস্থীকরণ অতি উত্তম স্বস্তিকাসন, যোগিদিগের অত্যন্ত গোপনীয় হয়, অর্থাৎ ইহা যথা তথা প্রকাশ করা উচিত নহে॥ ৯৭॥

ইতি স্বস্তিকাসন॥ ৪॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগানুষ্ঠানপদ্ধতৌ যোগাভ্যাসতত্ত্বকথনে তৃতীয়ঃ পটলঃ।

চতুর্থঃ পটলঃ।

যোনিমুদ্রাকথনম্।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

প্রথমতঃ পূরকাভ্যাসযোগে স্বাধার পুণ্ডরীক মধ্যে বায়ুর সহিত মনকে পূরণ করিবে। গুহ্যদ্বার ও শিশ্নপর্য্যন্ত যে স্থান, তাহার মধ্যে যোনিমণ্ডল আছে। সেই যোনিমণ্ডলকে আকুঞ্চিত করিয়া মুদ্রাবন্ধনে প্রবর্ত্ত হইবে॥ ১॥

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধূকসন্নিভম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তয়া পিহিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ২॥

তখন ব্রহ্মযোনিগত বন্ধূকপুষ্পসন্নিভ, কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, কামদেবকে ধ্যান করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় অতিসূক্ষ্মা চৈতন্যস্বরূপা পরমাশক্তি, তদন্বিত পরমাত্মাকে একীভূত, অর্থাৎ শিব শক্তিকে একাত্মীভূত চিন্তা করিবে॥ ২॥

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণম্।
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারাপ্রবর্ষিণম্।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্॥ ৩॥

এবং ব্রহ্মমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মপথ দিয়া ক্রমে লিঙ্গত্রয় গমন করে, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট জীব, বায়ুর সহযোগে কুণ্ডলীশক্তির সহিত ব্রহ্মমার্গে গমন করে। জীবের তিনরূপ, স্থূল চতুঃষষ্টি বৃত্তি-বিশিষ্ট,জাগ্রদবস্থায় সূক্ষ্মদেহ,স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মরূপ সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট। কারণাবস্থায়

শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন অপূর্ব্ববিশিষ্ট, অতি সুসূক্ষ্ম উপলব্ধি মাত্র। প্রাণায়াম যোগপ্রভাবে এই তিন লিঙ্গ সুষুম্নারন্ধ্রে গমন করে, সেই কুণ্ডলীশক্তি ব্রহ্মরূপা পরমা কলা, প্রত্যেক চক্রে চক্রে সঙ্গমাসক্তা, তদ্বিসৃষ্ট পরম আনন্দলক্ষণবিশিষ্ট গলিত অমৃত, শ্বেতরক্তবর্ণ অর্থাৎ পাটলবর্ণ, যাহাকে বঙ্গ ভাষায় গোলাপী বলে, তেজসমূহবিশিষ্ট, সুধাধারা বর্ষিত হয়। দীপ্যমান কুলামৃত ঊর্দ্ধে পান করতঃ পুনর্ব্বার অধোবতরিত হইয়া, সেই ব্রহ্মযোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করে। কুলশব্দে যোনিকে কহিয়াছে। তন্ত্রে যে যে স্থানে কৌলিক কুলাচারী বলে, সে এই কুলসাধক, ঐ সুধাপায়ী, নতুবা সামান্য যোনি ও সামান্য সুরাপান করিলে কৌলিক হয় না॥ ৩॥

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতম্॥ ৪॥

প্রাণায়াম মাত্রাযোগে পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মযোনিতে যাতায়াত রূপ গমন করিবে সেই ব্রহ্মযোনিগত কুণ্ডলীকেই ময়োদিত এই তন্ত্রে প্রাণস্বরূপা পরমাত্মার প্রাণসমা বলিয়া খ্যাত করিয়াছে। তন্ত্রান্তরেও "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতং ধরণীতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" এবং "যাতায়াতং ত্রিভিঃ কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যত ইত্যাদি।" অর্থাৎ মূলাধারে ধরণীতল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধে শিরস্থিত অধোমুখ কমলকর্ণিকান্তর্গত পরম শিবের সহিত সঙ্গমাসক্তা কুণ্ডলী; তাহাতে শ্বেত লাক্ষারস সদৃশ গলিত সুধা পান করতঃ পুনর্ব্বার ধরণীতলে পতিত হইবে, পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় পান করিবে, এইরূপ বারত্রয় যাতায়াত করিয়া, তৎসুধা পান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাকেই যোনিমুদ্রা বলে, ইহারই নাম কুলাচরণ, এতদ্ভিন্ন সুরাপানে অবশ হইয়া উঠা পড়াকে কুলসাধনা বলে না॥ ৪॥

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদিশিবাত্মকম্।
যোনিমুদ্রা পরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যা প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫॥
ইতি যোনিমুদ্রা।

পুনর্ব্বার কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক জীবকে ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন ভাবনা করিবে। এই যোনিমুদ্রা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠ, ইহার বন্ধন ক্রম কথিত হইল। যোনিমুদ্রাবন্ধন মাত্রেই সাধক, এমত কোন বিষয় নাই যাহা সাধনা করিতে না পারে॥ ৫॥

ইতি যোনিমুদ্রা॥ ৫॥ ইহার ফল।

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতাঃ স্তম্ভিতাশ্চ যে।
দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখাহীনা মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ।
মন্দা বালাস্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়া যৌবনগর্ব্বিতাঃ।
অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ববর্জ্জিতাঃ।
তথা সত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধা কৃতাঃ।
বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু।
সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ।
দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিচ্য সহস্রধা।
ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্নরূপ, অথবা কীলিত, কিংবা স্তম্ভিত, বা দগ্ধ ও শিখারহিত, মলিন, অথবা তিরস্কৃত অর্থাৎ ত্যজ্য, কি মন্দ ও বাল, কি বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়, কিংবা যৌবনগর্ব্বিত, অথবা অরিপক্ষস্থ, ও নির্ব্বীর্য্য, প্রাণরহিত, সত্বাদি গুণবিহীন, খণ্ডিত অর্থাৎ ক্ষরচ্যুত, শতধা খণ্ডিত বিধানযুক্ত দীক্ষিত হইয়া ইহারা বহুকালে প্রভাববিশিষ্ট হয়, বিফল হয় না। কিন্তু ইহারা গুরূপদিষ্ট হইয়া প্রযুক্ত হইলে সিদ্ধি ও মোক্ষপ্রদ হয়। অতএব বিধান দ্বারা দীক্ষিত করিয়া সহস্রাভিষেক করিবে। অনন্তর মন্ত্রের অধিকারার্থ, এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করিতে উপদেশ করিয়াছেন॥ ৬॥

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ত্রৈলোক্যস্যাপি ঘাতনম্।
নাসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৭॥

যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা করে, কি ত্রিলোকস্থ জীব সকলকে হত্যা করে, তথাপি সাধক যোনিমুদ্রা বন্ধনহেতু তৎপাপে লিপ্ত হয় না॥ ৭॥

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈর্ন বধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥

যোনিমুদ্রা বন্ধন হেতু গুরুহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুর্ব্বঙ্গনাগমন ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥

তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

অতএব মোক্ষাকাঙ্ক্ষিদিগের যোনিমুদ্রা বন্ধের নিত্যাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসেই সিদ্ধি হয়, অভ্যাসেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥ ৯ ॥

সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ যোগোঽভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে।
মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনম্।
কালবঞ্চনমভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ১০ ॥

অভ্যাসেই জ্ঞানলাভ, অভ্যাসেই যোগপ্রবৃত্তি, অভ্যাসেই মুদ্রাসিদ্ধি, অভ্যাসেই কালের বঞ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় ॥ ১০ ॥

বাক্‌সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
যোনিমুদ্রা পরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ।
সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ১১ ॥

ইতি যোনিমুদ্রাফলকথনম্।

অভ্যাসযোগেই বাক্যসিদ্ধি ও কামচারিত্ব হয়। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোনিমুদ্রা সর্ব্বতঃপ্রকারে গোপনীয়, যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে। যদি কণ্ঠগত প্রাণ হয় তথাপি কাহাকেও দেয় নহে। কারণ এই যোনিমুদ্রা প্রজাপতির সৃষ্টিবিঘাতিনী অর্থাৎ জীব মুক্ত হইলে, আর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং অধিকারী পুরুষের বিচার করিয়া যোনিমুদ্রা উপদেশ করা উচিত ॥ ১১ ॥

ইতি যোনিমুদ্রা কথন।

অধুনা কথয়িষ্যামি যোগসিদ্ধিকরং পরম্।
গোপনীয়ং সুসিদ্ধানাং যোগং পরমদুর্ল্লভম্॥ ১২॥

হে পার্ব্বতি! ইদানী তোমাকে সিদ্ধদিগের অতি গোপনীয় সিদ্ধির পরম কারণ, পরম দুর্ল্লভ, মুদ্রাদশকযোগ কহিতেছি শ্রবণ কর।। ১২॥

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ॥ ১৩॥

যখন গুরুর প্রসাদ হেতু ব্রহ্মদ্বার মুখে প্রসুপ্তা কুণ্ডলীশক্তি জাগরিত হন। তখন ষট্‌চক্রস্থ পদ্মগ্রন্থি সকল প্রকাশিত হয়॥ ১৩॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥ ১৪॥

অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে প্রসুপ্ত পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনীকে সচেতনা করিবার নিমিত্ত মুদ্রাযোগাভ্যাস করিবেক॥ ১৪॥

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা॥
উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোণী দশমং শক্তিচালনম্।
ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমম্॥ ১৫॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীত করণ, উড্ডান, বজ্রোণী, শক্তিচালন, এই দশ মুদ্রা সমস্ত মুদ্রার শ্রেষ্ঠ হয়॥ ১৫॥

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরা গতাঃ॥ ১৬॥

হে প্রাণবল্লভে! অতঃপর তোমাকে এই তন্ত্রোক্ত মহামুদ্রার কথা কহিতেছি, যে মুদ্রা পাইয়া পূর্ব্বে কপিলাদি সিদ্ধগণেরা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৬॥

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরম্।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাম্।
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি।
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনম্।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ।
প্রাণায়ামং সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥ ১৭॥

ইতি মহামুদ্রাবন্ধঃ। অস্য ফলম্।

গুরূপদেশ অনুসারে বামপাদমূলে গুহ্যদেশ ও শিশ্নের মধ্যস্থলস্থ যোনিমণ্ডলকে নিপীড়ন করতঃ প্রসারিত দক্ষিণপাদকে হস্তদ্বয়ে ধৃত করিয়া, শরীরস্থ নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের উপর চিবুককে সংস্থাপন করিবে। চিত্তকে চিত্তপথে দিয়া অর্থাৎ চৈতন্যমার্গে চিত্তার্পিত করিয়া বায়ুর সাধনা করিবে অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণের অভ্যাস করিবে। সমস্ত তন্ত্রে এই মহামুদ্রা অতি গোপনীয় হয়। নিয়ত চিত্ত যোগিপুরুষ ইহা প্রথমতঃ বামাঙ্গে অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে, সাধনকালে সমান নিয়মে উভয়াঙ্গে শক্ত্যনুসারে প্রাণায়াম করিবে॥ ১৭॥ ইতি মহামুদ্রা।

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি।
সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুধারণম্॥
জীবস্য কর্ষণঞ্চাপি পাতকানাং বিনাশনম্।
সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনম্।
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণম্।
এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ।
ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণাঃ॥ ১৮॥

সুশোভন এই মহামুদ্রা গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত বিধানানুসারে অভ্যাস করিলে অল্পভাগ্য যোগীও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই মুদ্রা প্রভাবে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর চালনা হয়, ইহা দ্বারা আয়ুঃ স্বরূপ শুক্র স্তম্ভিত থাকে, জীবনকে আকর্ষিত করিয়া রাখে, সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, সর্ব্বরোগের উপশম হয়, এবং জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়। শরীরে নির্ম্মল লাবণ্য হয়, জরা কি মৃত্যু হয় না। অভিলষিত সকল ফল ও বাঞ্ছিত সুখলাভ হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল পরাজিত হয়। মুদ্রাভ্যাসে যোগারূঢ় যোগিব্যক্তির এই সকল ফল অবশ্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই॥ ১৮॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥ ১৯॥

হে সুরপূজিতে পার্ব্বতি! এই মুদ্রা অতি যত্নে গোপন করিবে, এই মুদ্রা লাভ করিয়া যোগিসকল দুস্তর ভবসাগরের পরপারে গমন করেন॥ ১৯॥

মুদ্রা কামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥ ২০॥

ইতি মহামুদ্রাফলকথনম্॥ ১॥

হে বৃন্দারকবৃন্দবন্দনীয়ে! মদুক্ত এই মহামুদ্রা, সাধকদিগের কামধেনু স্বরূপ অর্থাৎ কামনানুসারে সমস্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা অতি গোপনে সাধনা করিবে। যাহাকে তাহাকে উপদেশ করিবে না॥ ২০॥

ইতি মহামুদ্রার ফল কথন॥ ১॥

ততঃ প্রসারিতঃ পাদো বিন্যস্য তমূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগম্।
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখম্।
বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানৌ চ যঃ সুধীঃ।
কথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ।
উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ॥ ২১॥

ইতি মহাবন্ধঃ।

অনন্তর সুধী সাধক দক্ষিণপাদ প্রসারিত করিয়া বাম উরুর উপর সংস্থাপন করিয়া, গুহ্যদেশ এবং যোনিদেশ আকুঞ্চিত করিয়া উৰ্দ্ধগত অপান বায়ুকে নাভিস্থিত সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করতঃ হৃদয়স্থ অধোমুখ প্রাণ বায়ুকে ঐ বায়ুদ্বয়ের সহিত দৃঢ়রূপে উদরমধ্যে কুম্ভক দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহাকেই সিদ্ধির পথপ্রদর্শক মহাবন্ধ বলে। ইহাতে যোগিগণের শরীরস্থ নাড়ী সকলের রস মস্তকোপরি উত্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রার ন্যায় একক্রমে যত্ন সহকারে উভয়পাদেই অভ্যাস করিবেন ॥ ২১ ॥ ইতি মহাবন্ধ।

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ।
অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপিঞ্জরে।
সংপূর্ণো হৃদয়ো যোগী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমিপ্সিতম্ ॥ ২২ ॥

ইতি মহাবন্ধমুদ্রাভ্যাসফলকথনম্ ॥ ২ ॥

এই মহাবন্ধানুষ্ঠানে প্রাণবায়ু সুষুম্নাছিদ্র মধ্যে সম্যক্ গমন করিতে থাকে, ইহার ফলে সাধকের শরীরের পুষ্টি, এবং অস্থি পঞ্জরের দৃঢ় বন্ধন হয়। মন সংপূর্ণ আনন্দে ক্রীড়া করিতে থাকে। মহাবন্ধ প্রভাবে যোগীর এই সকল ফললাভ হয়। এই বন্ধ দ্বারা যোগীন্দ্রপুরুষ অনায়াসে আপন সমস্ত অভিলাষ সাধন করিতে পারেন ॥ ২২ ॥

ইতি মহাবন্ধের ফলকথন ॥ ২ ॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহামেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা।
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতো ময়া ॥২৩॥

ইতি মহাবেধঃ।

হে ত্রিভুবনেশ্বরি! মহাবেধস্থিত ধীমান্ যোগিপুরুষ অপান এবং প্রাণ বায়ুর ঐক্য করতঃ ঐ বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া, উভয় পার্শ্ব সন্তাড়ন করিবেন, মদুক্ত ইহার নাম মহাবেধ ॥ ২৩ ॥

ইতি মহাবেধ ॥ ৩ ॥

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং স্থযুন্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥

যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বেধ অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা সমস্ত গ্রন্থি সম্যক্ বিধ্য করতঃ স্থষুম্নামার্গস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থিকেও ভেদ করিতে পারেন॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং স্থগোপিতম্।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্থগোপিত করিয়া এই মহাবেধ মুদ্রার অভ্যাস করে। তাহার আশু জরামরণনাশিনী বায়ু সিদ্ধি হয় ॥ ২৫ ॥

চক্রমধ্যে স্থিতা দেবাঃ কম্পন্তি বায়ুতাড়নাৎ।
কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে ॥ ২৬ ॥

বায়ুর তাড়না বশতঃ শরীরান্তর্গত ষট্‌চক্রস্থিত দেবতা সকল কম্পিত হইতে থাকেন, কুলকুণ্ডলিনী রূপা মহামায়াও কৈলাসাখ্য বিন্দুস্থানে বিলীনা হয়েন ॥ ২৬ ॥

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রা আর মহাবন্ধ এতদুভয়ই বেধবর্জ্জিত হইলে বিফল হয়। একারণ যোগিব্যক্তি বিশেষ যত্ন সহকারে মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, এতত্ত্রিতয় ক্রমে অভ্যাস করিবেন ॥ ২৭ ॥

এতত্ত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যে সাধক প্রতিদিন চারিবার এই মুদ্রাত্রয়ের অভ্যাস করে, সে ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ২৮ ॥

এতত্ত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধো জানাতি নেতরঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ॥ ২৯॥

সিদ্ধগণেরাই এই মুদ্রাত্রয়ের মাহাত্ম্য জানেন, অন্যে জানিতে সমর্থ হয় না সকল সাধকই ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন॥ ২৯॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমিপ্সুভিঃ।
অন্যথা চ ন সিদ্ধিঃ স্যান্মুদ্রাণামেব নিশ্চয়ঃ॥ ৩০॥

ইতি মহাবেধস্য ফলম্॥ ৩॥

সিদ্ধার্থী সাধকদিগের এই সকল মুদ্রা যত্নসহকারে গোপন করা কর্ত্তব্য। অন্যথাচরণে মুদ্রাসিদ্ধি হয় না, ইহা নিশ্চয়রূপে অবধারিত আছে॥ ৩০॥

ইতি মহাবেধের ফলকথন॥ ৩॥

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ।
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাম্।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ।
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ॥ ৩১॥

ইতি খেচরী মুদ্রা।

বিচক্ষণ সুধী সাধক উভয় ভ্রূর মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত প্রকার উপদ্রব শূন্য স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বিপরীতগামিনী জিহ্বাকে যত্নপূর্ব্বক সুধাকূপস্বরূপ তালুকুহরে সংযোজন করিবেন। হে পার্ব্বতি! ভক্তদিগের অনুরোধে, আমি এই খেচরী মুদ্রা বলিলাম॥ ৩১॥

ইতি খেচরী মুদ্রা॥ ৪॥

সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকারিকে।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ।
তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৩২॥

এই খেচরী মুদ্রা, সমস্ত সিদ্ধির প্রসূতি হয়। হে মম প্রাণাধিকারিকে! হে দুর্গে! যে ব্যক্তি নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ নিত্য সহস্রবার কমলবিনির্গত অমৃতধারা তালুমূলে রসনা দিয়া পান করে, তাহার সমস্ত শরীর সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সুধারসে সমস্ত শরীর আপ্যায়িত হয়, এই খেচরী মুদ্রাবন্ধন, মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের প্রতি সিংহস্বরূপ জানিও॥ ৩২॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৩॥

অপবিত্র, কি পবিত্র, অথবা সর্ব্বাবস্থাগত যে কোন ব্যক্তির খেচরী মুদ্রা বিশুদ্ধ হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই শুদ্ধ থাকে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ৩৩॥

ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ণপাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে॥ ৩৪॥

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দিবার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র খেচরী মুদ্রার অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি পাপরূপ মহাসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া, স্বর্গলোকে বিবিধ স্বর্গীয় সুখভোগের ভাজন হয়, এবং ভোগাবসানে মর্ত্যলোকে সৎকুলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে॥ ৩৪॥

মুদ্রৈষা খেচরী যস্তু স্বস্থিতোহ্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি ক্ষণার্দ্ধং মন্যতে হি সঃ॥ ৩৫॥

যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া স্থিররূপে এই খেচরী মুদ্রাভ্যাসে রত থাকে। সে ব্যক্তি ইহ শরীর ধারণেই শতব্রহ্মার পতনকেও ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া গণনা করে॥৩৫॥

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাম্।
নানাপাপরতোঽপি স লভতে পরমাং গতিম্॥ ৩৬॥

গুরুর উপদেশ অনুসারে যে ব্যক্তি এই খেচরী মুদ্রা অবগত হয়, সে ব্যক্তি নানাপ্রকার পাপে রত হইলেও পরম গতি লাভ করে॥ ৩৬॥

সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্মিন্ কস্মিন্ ন দীয়তে।
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ॥ ৩৭ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রায়াঃ ফলম্ ॥ ৪ ॥

এই খেচরী মুদ্রা আমার প্রাণের সদৃশী হয়, ইহা যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ কাহাকেও দিবে না। হে সুরপূজিতে! এই মুদ্রাকে প্রযত্নসহকারে গোপন করিয়া রাখিবে ॥ ৩৭ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রার ফলকথন ॥ ৪ ॥

বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ।
নাভিস্থো বহ্নির্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতম্।
পিবেৎ পীযূষবিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাম্ ॥ ৩৮ ।

ইতি জালন্ধরবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

গলদেশের শিরাসমূহ বদ্ধ করতঃ হৃদিপ্রদেশে চিবুক অর্থাৎ দাড়ি রাখিবে, কিন্তু সকল মুদ্রাভ্যাসেই কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বানুবৃত্তির অনুসারে কহিলাম। দেবদুর্ল্লভ এই জালন্ধর বন্ধ উক্ত হইল; জীবগণের নাভিস্থিত জঠরানল, শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলগলিত অমৃতধারাপাত পান করিয়া থাকে; অতএব সাধক এই জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিয়া, সেই সুধা স্বয়ং পান করিতে চেষ্টা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি জালন্ধর বন্ধ ॥ ৫ ॥

বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধিমান সাধক এই জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সুধাধারাকে স্বয়ং পান করেন, তৎপান ফলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহ শরীরে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি ত্রিভুবনে মহা হর্ষে বিচরণ করেন ॥ ৩৯ ॥

জালন্ধরো বন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৪০ ॥

ইতি জালন্ধরবন্ধফলম্ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদায়ক এই বন্ধের নাম জালন্ধর। সিদ্ধীচ্ছু যোগিগণ নিত্য ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

ইতি জালন্ধরবন্ধের ফলকথন ॥ ৫ ॥

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতম্।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ।
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি মূলবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

পাদমূল দ্বারা গুহ্যদ্বারকে সংপীড়ন করতঃ সম্যক্ নিরুদ্ধ অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া, জরামরণ বিনাশন এই মূলবন্ধের অভ্যাস করিবে। ইহার নাম মূলবন্ধ ॥ ৪১ ॥

ইতি মূলবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং প্রকরোত্যধিকল্পিতম্।
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৪২ ॥

অপান ও প্রাণ এতদুভয় বায়ুকে কল্পিত মূলবন্ধ দ্বারা যদি ঐক্য করিতে পারে, তবে এই বন্ধেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগনে বিজিতালসঃ।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

যদি যোনিমুদ্রা সিদ্ধ করিতে পারে, তবে এ অবনীতলে আর মুদ্রা সিদ্ধি হইতে বাকী থাকে না। পদ্মাসনে স্থিত যোগী এই বন্ধ প্রভাবে সমস্ত প্রকার অলস পরাজয় করিয়া ভূমি পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে বিচরণ করিতে থাকেন ॥ ৪৩ ॥

সুগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ।
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি মূলবন্ধস্য ফলকথনম্ ॥ ৬ ॥

যদি যোগীপুরুষ সংসার সাগর পার হইতে ইচ্ছা করেন, তবে অতি গোপনীয় নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এই বন্ধের অভ্যাস করিবেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি মূলবন্ধফলকথন ॥ ৬ ॥

ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খেলয়েচ্চরণদ্বয়ম্।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৪৫ ॥

ইতি বিপরীতকরণমুদ্রা ॥ ৭ ॥

ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া চারিদিকে পাদদ্বয় খেলাইবে, অর্থাৎ মস্তক মাটির এক স্থানে থাকিবে, কিন্তু চরণদ্বয়কে চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইবেক। ইহা সমস্ত তন্ত্রে গোপিত বিপরীতকরণ নামক মুদ্রা, কিন্তু কুম্ভকাভ্যাস দ্বারা বায়ুকে রোধ করিয়া মুদ্রা সাধন করিবেন ॥ ৪৫ ॥ ইতি বিপরীতকরণ মুদ্রা ॥ ৭ ॥

এতদ্যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকম্।
মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়েনাপি সীদতি ॥ ৪৬ ॥

এই মুদ্রা প্রত্যহ এক প্রহরকাল অভ্যাস করিলে, যোগী মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, মহাপ্রলয়েও সে অবসন্ন হয় না ॥ ৪৬ ॥

কুরুতেঽমৃতপানং সঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি বিপরীতকরণমুদ্রায়াঃ ফলকথনম্ ॥ ৭ ॥

আর যে সাধক স্বশরীরস্থ অমৃত পান করে, সে সমস্ত সিদ্ধগণের সমতা প্রাপ্ত হয়, এবং যে এই বন্ধের অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বলোকে সিদ্ধ হয়॥ ৪৭॥

ইতি বিপরীতকরণ মুদ্রার ফল কথন॥ ৭॥

নাভেরূর্দ্ধ্বমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানো বন্ধ এষঃ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধ্বন্তু কারয়েৎ।
উড্ডানাখ্যোঽয়ং বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৪৮॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ॥ ৯॥

নাভির ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে ও পশ্চিম দ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত করিবে, অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত নাড্যাদিকে কুম্ভক দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলন করিবে, সমস্ত দুঃখসমূহনাশক, ইহার নাম উড্ডান বন্ধ। উদরের অধোভাগ স্থিত গুহ্যাদি সকল চক্রস্থ বিষয়কে নাভির ঊর্দ্ধ করণকে উড্ডান বলে, এই বন্ধ মৃত্যুরূপ হস্তীর উপর সিংহস্বরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করে॥ ৪৮॥

ইতি উড্ডানবন্ধ॥ ৮॥

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ॥ ৪৯॥

যে যোগী প্রতিদিন চারিবার করিয়া এই বন্ধের অভ্যাস করে, তাহার নাভি শুদ্ধি হয়, যদ্দারা নির্ব্বিরোধে শরীরস্থ বায়ুর শুদ্ধি হয়॥ ৪৯॥

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতম্।
তস্যোদরাগ্নির্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে॥ ৫০॥

ছয়মাস এই বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে যোগী মৃত্যুকে নিশ্চিত জয় করিতে পারে, তাহার জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং আহারীয় দ্রব্য সুন্দর পরিপাক হওয়াতে শরীরপোষক রসের বৃদ্ধি হয়॥ ৫০॥

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্॥ ৫১॥

সুতরাং এই বন্ধ দ্বারা সমস্ত শরীরের সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা, আধি, ব্যাধি প্রভৃতি থাকে না এবং শরীর আপন বশে থাকে ॥ ৫১ ॥

গুরোর্লব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভম্ ॥ ৫২ ॥
ইত্যুড্ডানস্য ফলকথনম্ ॥ ৮ ॥

বিচক্ষণ সাধক গুরুর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া প্রযত্ন সহকারে নির্জ্জনে বসিয়া এই পরম দুর্ল্লভ বন্ধের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৫২ ॥

ইতি উড্ডানবন্ধের ফল কথন ॥ ৮ ॥

বজ্রোণীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীম্।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমামপি ॥ ৫৩ ॥

হে পার্ব্বতি! গুপ্ত হইতেও গুপ্ততম, সংসারান্ধকারবিনাশিনী বজ্রোণি মুদ্রার বিষয় স্বভক্তদিগের প্রতি সংক্ষেপে বলিব ॥ ৫৩ ॥

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোঽপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তো ভবেদ্‌গৃহস্থোঽপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ ॥ ৫৪ ॥

যদি যোগোক্ত নিয়মাদি না করে, তথাপি স্বেচ্ছানুসারে সাধন করিলেই সিদ্ধ হয়। বজ্রোণী মুদ্রাভ্যাসে গৃহস্থ ব্যক্তিও মুক্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগে যুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা ॥ ৫৫ ॥

ভোগী ব্যক্তিও যদি এই বজ্রোণীমুদ্রাভ্যাসরূপ যোগ অনুষ্ঠান করে, তাহারও মুক্তি হয়। অতএব সর্ব্বদাই অতি প্রযত্ন সহকারে যোগিদিগের এই মুদ্রা অভ্যাসের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ৫৫ ॥

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ।

স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূৰ্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া।
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ।
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ॥ ৫৬॥

সুধী সাধক প্রথমে অভ্যাসকালে যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীযোনি হইতে রজ আকর্ষণ করিয়া লিঙ্গনাল দ্বারা স্বশরীরে প্রবেশ করাইবেন। আপনার বিন্দু বন্ধন করিয়া রাখিয়া যোনিকুহরে লিঙ্গচালনা করিবেন। যদি দৈবাৎ বিন্দু প্রচলিত হয়, তবে যোনিমুদ্রা দ্বারা উৰ্দ্ধে রোধ করতঃ সেই বিন্দুকে বামভাগে ইড়া নাড়ীযোগে রাখিয়া, লিঙ্গ চালনা নিবারণ করিবেন। সাধক ক্ষণকাল মাত্র যোনি হইতে লিঙ্গচালন নিবারণ করিয়া, হুংহুঙ্কারোচ্চারণ পূর্ব্বক পুনরায় যোনিতে লিঙ্গচালন করিবেন। রেত ত্যাগী অপান বায়ুকে আকুঞ্চিত করতঃ বলপূর্ব্বক রজ আকর্ষণ করিবেন॥ ৫৬॥

অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাব্জপূজকঃ॥ ৫৭॥

গুরুপাদপদ্মপূজক যোগী শীঘ্র যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গব্যভুক্ হইয়া, অর্থাৎ সহস্রারগলিতসুধাপান করিয়া, এই বিধি অনুসারে মুদ্রাভ্যাস করিবেন। কিন্তু কুম্ভকাভ্যাসে বিরত হইবেন না॥ ৫৭॥

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্ম্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥ ৫৮॥

বিন্দু চন্দ্রময়, রজঃ সূর্য্যময়। অতএব যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা যোগীর আত্মশরীরে এই উভয়ের মেলন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তন্ত্রান্তরে ইহাকেই শিবশক্তি সঙ্গমরূপ রাহুগ্রহণ কহিয়াছেন॥ ৫৮॥

অহং বিন্দূ রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥ ৫৯॥

সাধনবান যোগী যখন আমি বিন্দু, রজঃ শক্তি এই জ্ঞান করিয়া উভয়ের মেলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয়। তন্ত্রান্তরে "বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষান্নাদশক্তিসমন্বিত ইতি।,, তদনুরূপ রজশক্তি, বিন্দুরূপ শিব, এই উভয়ের মেলন করিতে পারিলেই ব্রহ্মময় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম আমি ইত্যাকার জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ, সুতরাং বেদে কুলসাধক শাণ্ডিল্য বিদ্যায় বামদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানকৃৎ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। "যথা। শক্তিসহায়ো জপেদিতি শ্রুতিঃ ,,॥ ৫৯॥

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥ ৬০॥

বিন্দুপাত হইলেই মৃত্যু হয়, বিন্দুধারণ করিলেই জীবিত থাকে। অতএব যোগিরা যত্নপূর্ব্বক বিন্দুধারণ করিয়া থাকেন॥ ৬০॥

জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥ ৬১॥

বিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাহাতে সংশয় নাই। ইহা জানিয়া যোগিজন নিয়ত বিন্দুধারণের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ৬১॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ॥ ৬২॥

যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধ হয়? হে পার্ব্বতি! যাহার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার এতাদৃশী মহিমা হইয়াছে॥ ৬২॥

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখদুঃখস্য সংস্থিতম্।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামণশালিনাম্।
অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ॥ ৬৩॥

জরামরণশালী বিমূঢ় সংসারিগণের বিন্দুই সুখদুঃখের কারণ, অতএব যোগিদিগের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই যোগই শুভকর হয়॥ ৬৩॥

অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোঽপি মানবঃ।
সঃ কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বভোগে যুক্ত হইলেও মানব এই যোগের অভ্যাসবলে সিদ্ধিলাভ করে। সেই যোগী সাধন ফলে পৃথিবীতলে কালে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতম্।
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬৫ ॥

এই যোগ দ্বারা অশেষ সুখ ভোগ করে এবং ইহার দ্বারা নিশ্চিত যোগিদিগের সকল বাঞ্ছিত সিদ্ধি হয় ॥ ৬৫ ॥

সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৬ ॥

মহৎ সুখভোগের সহিত এই যোগসাধন সম্পন্ন হয়, একারণ যোগিপুরুষেরা ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

সহজোন্যমরাণী চ বজ্রোণ্যাভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

বজ্রোণীবন্ধের অপরা মূর্ত্তি সহযোনি ও অমরাণী এই দুই সংজ্ঞা ভেদ মাত্র। অতএব যে কোন প্রকারে যোগিব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বিন্দু ধারণ করিবেন ॥৬৭॥

দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরাণিরিয়ং প্রোক্তা লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যদি দৈবাৎ বেগবশতঃ বিন্দু প্রচলিত হয়, এবং চন্দ্র সূর্য্যের একত্র মেলন হয় অর্থাৎ শোণিত শুক্র একত্র মিশ্রিত হয়, তবে তাহাকে অমরাণী মুদ্রা কহে, কিন্তু লিঙ্গনাল দ্বারা ঐ রজবিন্দুকে অভ্যাসবশে শোষণ করিবেক ॥ ৬৮ ॥

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোনিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৬৯ ॥

যোগিপুরুষ স্বকীয় গলিত বিন্দু যোনিমুদ্রাবন্ধ দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহার নাম সহজোনিমুদ্রা, সমস্ত তন্ত্রে ইহা অতি গোপনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা॥ ৭০॥

যদিও কার্য্যে সমানগতি হয়, তথাপি সংজ্ঞাভেদে মুদ্রাদ্বয়ের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। একারণ সর্ব্ব প্রযত্নে সদা যোগিদিগের এই দুই মুদ্রা সাধনীয় হয়॥ ৭০॥

অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ॥ ৭১॥

হে প্রিয়ে! ভক্তদিগের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত এই যোগ আমি সহজে বলিলাম, অতএব ইহা যাহাকে তাহাকে কহিবে না, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে॥ ৭১॥

এতদ্গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ॥ ৭২॥

ইহা হইতে গোপনীয় ও গুপ্ততম আর হয় না হইবেকও না। অতএব পণ্ডিত সাধকেরা ইহাকে অতি প্রযত্নে সর্ব্বদা গোপন করিবেন॥ ৭২॥

স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ॥
গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥ ৭৩॥

আপনার মূত্রোৎসর্গকালে বলপূর্ব্বক বায়ু দ্বারা যে ব্যক্তি মূত্রবেগ আকর্ষণ করতঃ অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ করিতে পারে এবং প্রভূত মূত্রকে পুনর্ব্বার আকর্ষণ দ্বারা উর্দ্ধে লইতে পারে, গুরু যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন সেইরূপে যে প্রত্যহ ইহার অভ্যাস করে, সে মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী বিন্দুসিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥ ৭৩॥

যথা সমভ্যসেদ্যো বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া।
শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি॥ ৭৪॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ব্বতি।
ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্লভং ভবেৎ॥ ৭৫॥

ইতি বজ্রোণীবন্ধস্য ফলকথনম্॥ ৯॥

যথাবিধানে গুরুর নিকট শিক্ষা পাইয়া প্রত্যহ এরূপ যোগের অভ্যাস করিলে, এক শত অঙ্গনা উপভোগ করিলেও তাহার বিন্দুক্ষতি হয় না। হে পার্ব্বতি! যত্নদ্বারা বিন্দুসিদ্ধি হইলে আর কোন সিদ্ধি হইতে বাকি থাকে না? ঐ বিন্দুধারণ প্রভাবেই আমার সুদুর্লভ ঈশ্বরতা হইয়াছে॥ ৭৪।৭৫॥

এই বজ্রোণীবন্ধনের ফল কথন॥ ৯॥

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াম্।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী॥ ৭৬॥

ইতি শক্তিচালনম্॥ ১০॥

বুদ্ধিমান্ সাধক মূলাধারপদ্মে দৃঢ় প্রসুপ্তা কুণ্ডলীশক্তিকে অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ চালনা করিবেন। ইহাকে সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী শক্তিচালন মুদ্রা কহে॥ ৭৬॥

ইতি শক্তিচালনমুদ্রা॥ ১০॥

শক্তিচালনমেবং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনম্॥ ৭৭॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই শক্তিচালন যোগের অভ্যাস করে, তাহার সমস্ত রোগ বিনাশ হয় এবং পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়॥ ৭৭॥

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৭৮॥

ঐ সর্পাকারা পরমা শক্তি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয় স্বয়ং শিবান্বেষণার্থ ঊর্দ্ধগামিনী হন। অতএব সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এতদ্যোগের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য॥ ৭৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমম্।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদনিমাদিগুণপ্রদা।
গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ৭৯ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বোত্তম এই শক্তিচালন যোগের অভ্যাস করে, তাহার অনিমাদি গুণপ্রদায়িনী বিগ্রহ সিদ্ধি হয়। গুরূপদেশবিধি অনুসারে যে ব্যক্তি শক্তিচালনাভ্যাস করে, তাহার কিছুতেই মৃত্যুভয় হয় না ॥ ৭৯ ॥

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনম্।
যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।
যুক্তাসনেন কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনম্ ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি প্রযত্ন সহকারে মূহূর্ত্তদ্বয় কাল পর্য্যন্ত বিধি পূর্ব্বক শক্তিচালনাভ্যাসে রত হয়, তাহার নিকটেই সকল সিদ্ধি অবস্থিতি করে। যোগাসনস্থিত হইয়াই যোগিদিগের শক্তিচালন করা কর্ত্তব্য ॥ ৮০ ॥

এতত্তু মুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ৮১ ॥
ইতি শক্তিচালনস্য ফলকথনম্ ॥ ১০ ॥

এরূপ হয় না হইবেক না, এই দশবিধ মুদ্রাযোগ তোমাকে কহিলাম। ইহার একের অভ্যাসেই সাধক সিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই ॥ ৮১ ॥

ইতি শক্তিচালনের ফল কথন।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে মুদ্রাকথনে
চতুর্থঃ পটলঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ পটলঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ব্রূহি মে বাক্যমীশান পরমার্থধিয়ং প্রতি।
যে বিঘ্নাঃ সন্তি চেদ্দেব বদ মে প্রিয়শঙ্কর॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবকে কহিতেছেন, হে ঈশান! হে দেব! হে প্রিয় শঙ্কর! পরমার্থবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের এই যোগ সাধনের প্রতি যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা আমায় বল॥ ১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা।
মুক্তিং প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনঃ॥ ২॥

পার্ব্বতীর প্রশ্নে মহাদেব উত্তর করিতেছেন, হে দেবি! যোগপ্রতিবন্ধক যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা বলি শ্রবণ কর। মনুষ্যদিগের মুক্তির প্রতি ভোগই প্রধান প্রতিবন্ধ হয়॥ ২॥

নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনম্।
তাম্বূলভক্ষ্যযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ।
হেমং রূপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণম্॥
বংশী বীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনম্।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু॥ ৩॥

স্ত্রীসম্ভোগ, অপূর্ব্বশয্যা, সুন্দর আসন ও মনোরম বস্ত্র এবং ধনসম্পত্তি মুক্তি-বিষয়ে বিড়ম্বনা মাত্র এবং তাম্বূলাদি ভক্ষ্য, রথ শকট শিবিকাদি যান, রাজ্যৈশ্বর্য্য আর নানাবিধ ঐশ্বর্য্য মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এবং হীরক প্রবালাদি রত্ন সকল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, গোধনাদি, অপর বেদশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশন, নৃত্য, গীত ও নানাবিধ ভূষণ। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গাদি যন্ত্র বাদন ও তচ্ছ্রবণে আগ্রহতা, হস্ত্যশ্বাদি বাহনযুক্ত এবং স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়

সকল, ইহারা যোগসাধনের বিঘ্নজনক। এই সকল ভোগরূপ বিঘ্নের কথা বলিলাম। অতঃপর যে সকল ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন আছে তাহা শ্রবণ কর॥ ৩॥

স্নানং পূজাতিথির্হোমং তথা মোক্ষময়ী স্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধ্যেয়ং ধ্যানং তথা মন্ত্রঃ দানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদিপ্রাসাদারামকল্পনা।
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ।
দৃশ্যতে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥ ৪॥

ইতি ধর্ম্মরূপযোগবিঘ্নকথনম্॥ ২॥

স্নান, পূজা, অতিথি, হোম, মোক্ষময়ী স্থিতি, ব্রত, নিয়ম, উপবাস, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আর ধ্যেয় ও কোন রূপের ধ্যান, মন্ত্রাদি জপ, দান, সর্ব্বত্র যশঃকীর্ত্তি প্রকাশ, বাপী, কূপ, তড়াগাদি ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ, অট্টালিকাদি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পাপক্ষয়ার্থ কৃচ্ছ্র চান্দ্রয়ণাদি ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত করণ ও তীর্থপর্য্যটন, বিষয়কর্ম্মাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত কার্য্য সকল যোগীদিগের পক্ষে মহাবিঘ্ন স্বরূপ অর্থাৎ এই সকল কর্ম্ম অকরণীয় নহে, যাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, নিরন্তর সংসারধর্ম্মে লিপ্ত, যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত নহে, তাহারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, যোগীর পক্ষে নহে॥ ৪॥

ইতি ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্ন কথন॥ ২॥

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখোদ্বাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ।
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনম্।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা।
নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম॥ ৫॥

হে বরমুখি পার্ব্বতি! অতঃপর জ্ঞানরূপ যে সকল বিঘ্ন তাহা কহি শ্রবণ কর। জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করতঃ ধৌতিযোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থে উপবিষ্ট হওয়া, নাড়ী সকলের সঞ্চরণ কি রূপে হয় তদনুসন্ধান কারণ নানা শাস্ত্র

বিচার করণ, প্রত্যাহারোপায় করণ, চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলীবোধন চেষ্টা করণ, উদর সঞ্চালন, শীঘ্র ইন্দ্রিয়পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় করণ, ও নাড়ীশুদ্ধির কারণ পথ্যাপথ্য বিচার করণ। হে কল্যাণি! তন্নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫॥

নবং ধাতুরসং ছিন্ধি শুণ্ঠিকাস্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধিঃ স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু॥ ৬॥

নূতন সরস বস্তুর পরিগ্রহণ, শুণ্ঠীচূর্ণ আহার করণ, যাহাতে এককালে সমাধি হয়, তাহার কারণ শ্রবণ কর॥ ৬॥

সঙ্গমং গচ্ছ সাধূনাং সঙ্কোচং ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশনির্গমে বায়োর্গুরুলঘু বিলোকয়েৎ॥ ৭॥

সাধুদিগের সঙ্গ অভিলাষ কর, দুর্জ্জনের সংসর্গ পরিত্যাগ কর। নিশ্বাসের প্রবেশে ও বহির্নির্গমকালে গুরু লঘু অবলোকন কর্ত্তব্য॥ ৭॥

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতম্।
ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি।
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ॥ ৮॥
ইতি জ্ঞানরূপকথনম্॥ ৩॥

দেহস্থ রূপ সংস্কার, কিংবা রূপসত্বে রূপ বর্জ্জিতবৎ ব্যবহার করণ এবং জগৎ-ব্রহ্ম এতন্মতাবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতা সাধন, ইত্যাদি বিঘ্ন সকল যোগীর পক্ষে জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করিতেছে, অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান যে করে, তাহার কোন কালেই যোগাভ্যাস হইতে পারে না, যোগাভ্যাস ব্যতীতও পরিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না॥ ৮॥

ইতি জ্ঞানরূপ বিঘ্ন কথন॥ ৩॥

মন্ত্রযোগো হটশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥ ৯॥

মন্ত্রযোগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ এই চতুর্ব্বিধ প্রকার যোগ। তন্মধ্যে রাজযোগ দ্বৈতভাব বিবর্জ্জিত হয়, সে যোগ যে সে অধিকার করিতে পারে না॥ ৯॥

চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ॥ ১০॥

যোগসাধকও চারি প্রকার; মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র অধিমাত্রতম। সর্ব্বাপেক্ষা অধিনাত্রতমই শ্রেষ্ঠ, তিনিই ভবরূপ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন॥ ১০॥

মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
লোভী পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ॥
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুমানবঃ।
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরম্।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবম্॥ ১১॥

ইতি মৃদুসাধকলক্ষণম্॥ ১॥

অল্প উৎসাহযুক্ত, মুগ্ধচিত্ত, ব্যাধিত অর্থাৎ কুষ্ঠরোগযুক্ত, গুরুনিন্দক, লোভী, দুষ্টকর্ম্মরত, বহুভোজাহারী, স্ত্রীসমাশ্রিত, চঞ্চলচিত্ত, সর্ব্বদা কাতর অর্থাৎ অসহিষ্ণু, পরাধীন, রোগী, অতি নির্দ্দয়, কুৎসিতাচারী, অল্পবীর্য্য, ব্যক্তিকে মৃদুসাধক বলে। এ ব্যক্তি যদি সাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমতঃ ইহার মন্ত্রযোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কেন না এ ব্যক্তি মন্ত্রযোগেরই অধিকারী হয়, যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রযোগাভ্যাসে রত হইলে পর দ্বাদশ বৎসরে ইহার সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে হটযোগের অধিকারী হইবে॥ ১১॥

ইতি মৃদুসাধক লক্ষণ॥ ১॥

সমবুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ম্বদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।

এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে মুক্তিতো লয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইতি মধ্যসাধকলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

সমবুদ্ধি অর্থাৎ যাহার সর্ব্বত্র সমতা জ্ঞান থাকে, ক্ষমাশীল, পুণ্যকর্ম্মাভিলাষী, প্রিয়বাদী, সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যেই অবস্থিতি করে,সামান্যগণ্য, অসংশয়চিত্ত,ইহাকে মধ্যম সাধক বলে। ইহার স্বভাব জ্ঞাত হইয়া গুরুগণেরা ইহাকে হটযোগের উপদেশ করিবেন। কালে মুক্তির নিমিত্ত এ সাধকও লয়যোগের অধিকারী হয়। ইহার চিত্তশুদ্ধি দ্বাদশ বৎসরে হইতে পারে ॥ ১২ ॥

ইতি মধ্যসাধক লক্ষণ ॥ ২ ॥

স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ সত্যবানপি।
শূরো লয়স্থ শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাব্জপূজকঃ।
যোগাভ্যাসরতশ্চৈব জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ।
এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়্বর্ষৈর্ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
এতস্মৈ দীয়তে ধীরো হটযোগশ্চ সাঙ্গকঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি অধিমাত্রসাধকলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

স্থিরবুদ্ধি, লয়যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাধিযোগক্ষম, অপরাধীন, বীর্য্যবিশিষ্ট, মহদাশয়ান্বিত, সর্ব্বজীবে দয়াবান্, ক্ষমাগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, শূর, সমাধিতে বিশ্বাসযুক্ত, গুরুপাদপদ্মপূজক এবং যোগাভ্যাসে রত, ইহাকে অধিমাত্রক সাধক কহে, অভ্যাসযোগে ইহার সিদ্ধি ছয় বৎসরে হয়, অর্থাৎ এই সাধক ছয় বৎসরে রাজযোগাধিকারী হয়। গুরু এরূপ সাধককে সমস্ত অঙ্গের সহিত হটযোগ প্রদান করিবেন,অর্থাৎ হটযোগের শ্রেষ্ঠ রাজযোগ উপদেশ দিবেন না ॥ ১৩ ॥

ইতি অধিমাত্রসাধক লক্ষণ ॥ ৩ ॥

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি।
শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ।
নবযৌবনসম্পন্নো মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়শ্চ শুচির্দ্দক্ষো দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ।

অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী।
সুশীলো ধর্ম্মচারী চ গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ।
শান্তো বিশ্বাসসম্পন্নো দেবতাগুরুপূজকঃ।
জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ।
অধিমাত্রো ব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ।
এভিঃ সম্বৎসরৈঃ সিদ্ধিরেতস্য নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্বযোগাধিকারী স নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪ ॥
ইতি অধিমাত্রতমসাধকলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

মহাবীর্য্যবান্, উৎসাহযুক্ত, মনোহরকলেবর, শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল অর্থাৎ শ্রুতিধর, মোহশূন্য, নিরাকুল, নবীনযৌবনসম্পন্ন, পরিমিত আহারী, জিতেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, শৌচাচারবিশিষ্ট, নিপুণ, দানশীল, শরণাগতপালক, স্থির, বুদ্ধিমান্, যথেচ্ছাচারস্থিত অর্থাৎ সন্তোষযুক্ত, ক্ষমাবান্, সুস্বভাবযুক্ত, ধর্ম্মাচরণশীল, গুপ্তচেষ্ট অর্থাৎ সকল কর্ম্মই গোপনে করে, প্রিয়বাদী অথচ সত্য কহে, শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা ও গুরুপূজক, জনসঙ্গবিরত, মহাব্যাধিবর্জ্জিত, অস্খলিতরূপে ব্রত সম্পাদক, ইহাকে অধিমাত্রতম সাধক কহে। এই ব্যক্তি সর্ব্বযোগে অধিকারী হয়, অর্থাৎ রাজযোগসাধক হয়, ইহার তিন বৎসরে সিদ্ধি, অর্থাৎ রাজযোগানন্তর জ্ঞানযোগে অধিকার হয়। ইহাকে সর্ব্বযোগাধিকারী জানিয়া গুরু সমস্ত যোগোপদেশ করিবেন, তাহাতে কোন বিচার করিবেন না ॥ ১৪ ॥

ইতি অধিমাত্রতম সাধক লক্ষণ ॥ ৪ ॥

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদা।
পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রতীকোপাসনা করা কর্ত্তব্য, তাহাতে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রতীকোপাসনা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল প্রদান করে। প্রতীক সাধকের দর্শনে লোক পবিত্র হয় ॥ ১৫ ॥

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্য নিষ্কলিতলোচনদ্বয়ম্।
যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকঃ নভোঽঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥ ১৬

প্রগাঢ় রৌদ্রে আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াও তাহার চক্ষু ব্যাকুলিত হয় না, অর্থাৎ এক দৃষ্টে সূর্য্য দর্শন করিতে পারে। যখন তাহার চক্ষুর কোন হানি না হয়, তখন আপনারও ঐশ্বরপ্রতিবিম্ব আকাশতলে দেখিতে পায়। আদৌ যখন স্বপ্রতিবিম্বিত নভোমণ্ডলকে দেখে, তখন সেই আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বও ক্ষণকালমাত্র দর্শন হয়। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের নাম প্রতীক, রাজযোগেও এই প্রতীকোপাসনা কিন্তু কুম্ভকাবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ইহার অভ্যাস অল্পে অল্পে করিবে, এককালে সাহস করিলে চক্ষুর সত্তা যায়, তাহাতে নানা রোগ উৎপত্তি হয়॥ ১৬॥

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ আকাশমণ্ডলে একবার স্বপ্রতীক দর্শন করে, তাহার পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়, কদাপি সে সাধকের মৃত্যু হয় না॥ ১৭॥

যদা পশ্যতি সংপূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
তদা জয়মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ॥ ১৮॥

যখন সাধকের দিবসের মধ্যে গগনতলে সর্ব্বক্ষণ সংপূর্ণ স্বপ্রতীক দর্শন হয়, তখন তাহার সমস্ত প্রকার জয় লাভ হয় এবং বায়ুকে জয় করিয়া আত্মবশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা পায়॥ ১৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বিন্দতে পরম্।
পূর্ণানন্দৈকপুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজযোগ ও স্বপ্রতীকোপাসনার অভ্যাস করে, সে পরমাত্মাকে লাভ করে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, এক স্বপ্রতীক পরম পুরুষকে লাভ করে, সেই প্রতীক পরমাত্মার প্রসাদে সাধকও তৎস্বরূপ হয়॥ ১৯॥

যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ॥ ২০॥

যাত্রাকালে এবং বিবাহকালে ও শুভকর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে, কি সঙ্কটাপন্ন সময়ে ও পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে, এবং পুণ্যবৃদ্ধ্যর্থে প্রতীকোপাসনা করিবে।

শ্রুতিতেও প্রতীক অর্থাৎ প্রতিবিম্ব উপাসনার অনুশাসন কহিয়াছেন। যথা,—"অক্ষিণি সূর্য্যমণ্ডলে হৃদ্গহ্বরে আত্মা উপাস্য, সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুতে ও হৃদয়াকাশে আত্মার প্রতিবিম্ব আছে, তাঁহার উপাসনা করিবে॥ ২০॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবম্।
অতো মুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ॥ ২১॥

এই প্রতীকোপাসনা নিরন্তর অভ্যাস করিলে, সাধক হৃদয় মধ্যে নিশ্চিত স্বপ্রতীক দর্শন করে। অনন্তর নিয়তমানস যোগী, তাহাতেই মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু যোগী জীবন্মুক্ত হইলে, সদেহ ত্রিলোকে সদানন্দে ভ্রমণ করে। যখন শরীর ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তখন কলেবরোপন্যাস করতঃ পরমাত্মাতে লয় হইয়া যায়॥ ২১॥

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে নেত্রে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনামাভ্যাং মুখে দৃঢ়ম্।
নিরুদ্ধং মরুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশম্।
তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যতি॥ ২২॥

অতঃপর প্রতীকানুষ্ঠানানন্তর রাজযোগ কহিতেছেন। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বদন দৃঢ় ধারণ করিয়া, কুম্ভকে বায়ুকে রোধ করতঃ যোগিপুরুষ যখন দৃঢ়রূপে এই যোগের অভ্যাস করিতে পারে, তখন আপনাতে জ্যোতিরূপ লক্ষণ দেখিতে পায়॥ ২২॥

যত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ২৩॥

যে সাধক ক্ষণমাত্র নিরোধাভাব স্বচ্ছ বিয়ৎ স্বরূপ তেজোময় দর্শন করে, সেই সাধক সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া পরম পদে বিলীন হয়॥ ২৩॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদভিন্নঃ স্বয়ং ভবেৎ॥ ২৪॥

যে যোগী, নিরন্তর পরিশুদ্ধ চিত্তে এ যোগের অভ্যাস করে, সে সাধক দেহধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া আত্মাতে অভিন্ন হয়, অর্থাৎ সে আপনি স্বয়ং আত্মাই হয়॥ ২৪॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
স বৈ ব্রহ্মবিলীনঃ স্যাৎ পাপকর্ম্মরতো যদি॥ ২৫॥

যে ব্যক্তি গুপ্তাচারে এই যোগের অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি যদি অধিক পাপকর্ম্মেও রত থাকে, তথাপি পরব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ তাহার ব্রহ্ম তন্ময়তা হয়। গুপ্তাচারপদে গোপনে অনুষ্ঠান, পাপকর্ম্মে যদিও রত, ইত্যর্থে যোগোৎকর্ষ বর্ণন মাত্র। নতুবা পাপকর্ম্মরত ব্যক্তির চিত্ত মলিন থাকে, তাহাতে যোগে প্রবৃত্তি কদাচ হয় না॥ ২৫॥

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ॥ ২৬॥

এই যোগ আমার অত্যন্ত প্রিয়, অভ্যাস কালেই এই যোগ, ফলের প্রত্যয়কারক ও নির্ব্বাণপদ প্রদায়ক, ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে; এ যোগের অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে যোগীর নাদোৎপত্তি হয়॥ ২৬॥

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনম্।
ঘণ্টানাদসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ।
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্ত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥ ২৭॥

প্রথমতঃ মধুমত্ত ভ্রমরের ঝঙ্কার ন্যায় ধ্বনি হইতে থাকে, অনন্তর বেণুধ্বনি হয়, তদনন্তর বীণাবাদনসদৃশ ধ্বনি হয়। সংসার রূপ অন্ধকার বিনাশন যোগাভ্যাস করিতে২ পশ্চাৎ ঘণ্টানাদ সদৃশ ধ্বনি হয়। ক্রমে মেঘগর্জ্জনের সদৃশ শব্দ হইতে থাকে। সেই ধ্বনিতে মন দিয়া যোগিব্যক্তি যখন নির্ভয় চিত্ত হইয়া স্থির থাকিতে পারে। হে মম বল্লভে পার্ব্বতি! তখন তাহার মুক্তি প্রদ লয়ের উৎপত্তি হয়॥ ২৭॥

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনো ভৃশম্।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি॥ ২৮॥

যখন সেই নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর প্রসন্ন হইতে থাকে, তখন আর আর সমস্ত বাহ্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঐ নাদের সহিত শমতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লয় হইয়া যায়॥ ২৮॥

এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সর্ব্বান্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে॥ ২৯॥

এইরূপ অভ্যাস যোগে সকল গুণ জয় করিয়া অর্থাৎ গুণক্রিয়াবর্জ্জিত নিস্ত্রৈগুণ্যে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বারম্ভশূন্য যোগী, আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ হৃদাকাশে লীন হইয়া যায়॥ ২৯॥

নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলম্।
ন খেচরীসমা মুদ্রা ন নাদসদৃশো লয়ঃ॥ ৩০॥

ইতি প্রতীকোপাসনম্।

হে পার্ব্বতি! সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই। যত প্রকার বল আছে, কিন্তু কুম্ভকের সদৃশ কোন বল নাই। খেচরী মুদ্রার সদৃশী মুদ্রা নাই, এবং নাদের সদৃশ লয় নাই॥ ৩০॥

ইদানীং কথয়িষ্যামি মুক্তস্যানুভবং প্রিয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা লভতে মুক্তিং পাপযুক্তোঽপি সাধকঃ॥ ৩১॥

হে প্রিয়ে সুরপূজিতে! অধুনা মুক্ত ব্যক্তির অনুভব তোমাকে কহিতেছি অর্থাৎ যেরূপে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির যে অনুভব হয় তাহা শ্রবণ কর। যাহা অবগত হইয়া পাপযুক্ত সাধক ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করে॥ ৩১॥

সমভ্যর্চ্চ্যেশ্বরং সম্যক্ কৃত্বা চ যোগমুত্তমম্।
গৃহ্লীয়াৎ সুস্থিতো ভূত্বা গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্॥ ৩২॥

সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করতঃ যোগাসনে সুস্থিত হইয়া বুদ্ধিমান সাধক গুরুকে সম্যক্ প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া এই যোগোত্তম গ্রহণ করিবেন॥৩২॥

জীবাদি সকলং বস্তু দত্বা যোগবিদং গুরুম্।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন যোগোঽয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ॥ ৩৩॥

অতি প্রযত্ন সহকারে আত্মজীবাদি সকল বস্তু যোগবিৎ গুরুকে প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই যোগ গ্রহণ করিবেন। জীবাদি প্রদান পদে আত্মদেহাদি দান করিয়াও যোগ গ্রহণ করিবে॥ ৩৩॥

বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী নানামঙ্গলসংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা প্রগৃহ্লীয়াৎ শুভাত্মকম্॥ ৩৪॥

প্রথমারম্ভ কালে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করতঃ যোগার্থ নানা প্রকার মঙ্গলযুক্ত হইয়া মেধাবী সাধক, শুচি হইয়া মমালয়ে গিয়া অর্থাৎ শিবাগারে এই শুভাত্মক যোগ গ্রহণ করিবেন॥ ৩৪॥

সংন্যস্যানেন বিধিনা প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকম্।
ভূত্বা দিব্যবপুর্যোগী গৃহ্লীয়াদ্বক্ষ্যমাণকম্॥ ৩৫॥

এই চিন্তা করিবেন যে আমি এই গুরুসন্তোষকর বিধিদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত দেহাদি গুরুকে অর্পণ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া এই বক্ষ্যমাণ যোগ গ্রহণ করিবেন॥ ৩৫॥

পদ্মাসনস্থিতো যোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ॥ ৩৬॥

পদ্মাসনস্থিত যোগী জনসঙ্গপরি ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞাননাড়ীদ্বয়কে অঙ্গুলীদ্বারা নিরোধ করিবেন। বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয়পদে ইড়া পিঙ্গলা। জ্ঞাননাড়ী সুষুম্না ইত্যভিপ্রায় বর্ণন ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধেস্তদাবির্ভবতি সুখরূপী নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যো যেন সিদ্ধো ভবেৎ খলু ॥ ৩৭ ॥

যে যোগ সিদ্ধি হইলে সাধকের হৃদয়ে অখণ্ড সুখ স্বরূপ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার সত্তামাত্র চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। অতএব সাধকের সেই যোগে পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, যাহাতে নিশ্চিত সিদ্ধ হইতে পারিবেন ॥ ৩৭ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এ যোগের অভ্যাস করে, তাহার সিদ্ধি করতলস্থ অর্থাৎ দূরে নহে। সেই সাধকের ক্রমে অভ্যাসযোগে অনায়াসে নিঃসংশয় বায়ু-সিদ্ধি হয় ॥ ৩৮ ॥

সকৃৎ যঃ কুরুতে যোগী পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবম্।
তস্য স্যান্মধ্যমে বায়োঃ প্রবেশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি দিবসে একবার এই যোগের অভ্যাস করে, তাহার পাপসমূহ নিশ্চিত বিনাশ হয়। এবং বায়ুর মধ্যনাড়ী সুষুম্না, যাহাকে জ্ঞাননাড়ী বলে, নিঃসংশয় তাহাতে তাহার প্রবেশ হয় ॥ ৩৯ ॥

এতদভ্যাসশীলো যঃ স যোগী দেবপূজিতঃ।
অনিমাদিগুণং লব্ধ্বা বিচরেদ্ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥

এই যোগাভ্যাসশীল যোগী, দেবগণেরও পূজিত হয়, এবং অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ দেবতার ন্যায় ত্রিলোক বিচরণ করিতে থাকে ॥ ৪০ ॥

যো যথাস্যানিলাভ্যাসাত্তদ্ভবেত্তস্য বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠেদাত্মনি মেধাবী স পুনঃ ক্রীড়তে ভৃশম্ ॥ ৪১ ॥

যে যেরূপ বায়ুর অভ্যাসে শ্রম করে, তাহার সেইরূপ শরীর সিদ্ধ হয়। কেবল এক আত্মাকে দৃঢ় আশ্রয় করিয়া সেই মেধাবী সাধক, পুনঃ সশরীরে ক্রীড়া করিতে থাকেন॥ ৪১ ॥

এতদ্যোগং পরং গোপ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সপ্রমাণৈঃ সমাযুক্তস্তমেব কথ্যতে ধ্রুবম্॥ ৪২ ॥

এই পরম গোপনীয় যোগ, যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে। সপ্রমাণ-যুক্ত অর্থাৎ যোগোক্ত নিয়মগ্রাহী মুক্ত যে সাধক তাহাকেই কহিবে॥ ৪২॥

যোগী পদ্মাসনে তিষ্ঠেৎ কণ্ঠকূপে যদা স্মরন্।
জিহ্বাং কৃত্বা তালুমূলে ক্ষুৎপিপাসা নিবর্ত্ততে॥ ৪৩ ॥

পদ্মাসনস্থিত যোগী কণ্ঠকূপে মনঃসংযোগ করতঃ তালুমূলে জিহ্বা প্রদান করিতে পারিলে তাহার ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়॥ ৪৩॥

কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনো দত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ভৃশম্॥ ৪৪ ॥

কণ্ঠকূপের অধঃস্থানে সুশোভন কূর্ম্মনাড়ীর স্থিতি, সেই নাড়ীতে মনো-নিবেশ করিলে, নিশ্চিত সাধকের চিত্তের স্থিরতা লাভ হয়॥ ৪৪॥

শিরঃকপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্যদি।
তদা জ্যোতিঃপ্রকাশঃ স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃসমপ্রভঃ।
এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ।
দুরাচারোঽপি পুরুষো লভতে পরমং পদম্॥ ৪৫ ॥

শিরঃকপালে রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ শিবনেত্র, আত্মকপালে বিবিধ প্রকার অর্থাৎ অনেক প্রকার যদি চিন্তা করে, তবে বিদ্যুতের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট হৃদাকাশে জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। ইহার চিন্তামাত্রই সমস্ত পাপের সংক্ষয় হয়। দুরাচার ব্যক্তিও পরম পদ লাভ করে॥ ৪৫॥

অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎ করোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪৬॥

যখন বিচক্ষণ সাধক সেই জ্যোতিকে দিবারাত্র চিন্তা করে, তখন তাহার দেবগণের দর্শন হয়, এবং দেবতাদিগের সহিত সম্ভাষণ হয়॥ ৪৬॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম্।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে॥ ৪৭॥

যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া বা গমন করিতে করিতে কি শয়নাবস্থাতে অথবা ভোজনসময়ে অতন্ত্রিত হইয়া দিবারাত্রি ঐ শূন্যরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করে, সে ব্যক্তি আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ হৃদাকাশে বিলীন হয়॥ ৪৭॥

এতজ্জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ মম তুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্।
এতজ্জ্ঞানবলাদ্যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভো ভবেৎ॥ ৪৮॥

সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এই জ্ঞানের সর্ব্বদা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। নিরন্তর যে অভ্যাস করে, হে পার্ব্বতি! সে নিশ্চয় আমার তুল্য হয়। এই জ্ঞানবলে যোগী ব্যক্তি সকলেরই বল্লভতম হয়॥ ৪৮॥

সর্ব্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিরাশী অপরিগ্রহঃ।
নাসাগ্রে যেন দৃশ্যতে পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিদ্ধতি॥ ৪৯॥

সমস্ত ভূত বা সমস্ত জীবকে জয় করিয়া আশাশূন্য, পরিগ্রহশূন্য, যে সাধক পদ্মাসনস্থ হইয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টিসঞ্চারণ করে, সেই সাধকের মনোনাশ হয়, অর্থাৎ তাহার মন আত্মাতে লয় পায়। সুতরাং মনোনাশে তাহার খেচরত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দেবত্ব হয়॥ ৪৯॥

জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধং শুদ্ধাচলোপমম্।
তত্রাভ্যাসবলেনৈব স্বয়ং তদ্রক্ষকো ভবেৎ॥ ৫০॥

নির্ম্মল পর্ব্বতোপম শুদ্ধ জ্যোতিকে যে যোগীন্দ্র নিয়ত দর্শন করে। তদভ্যাসবলে সেই যোগই তাহার স্বয়ং রক্ষক হইয়া তাহাকে রক্ষা করে ॥ ৫০ ॥

উত্তানশয়নে ভূমৌ সুপ্ত্বা ধ্যায়ন্নিরন্তরম্।
সদ্যঃ শ্রমবিনাশায় স্বয়ং যোগী বিচক্ষণঃ।
শিরঃপশ্চাত্তু ভাগস্থ ধ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

ভূমিশয্যাতে উত্তানশায়ী হইয়া শ্রম বিনাশের নিমিত্ত বিচক্ষণ যোগী নিরন্তর ধ্যান করিবেন। স্বশিরঃপশ্চাদ্ভাগে ঐ প্রতীক ধ্যান করিলে যোগী মৃত্যুঞ্জয় হয় ॥ ৫১ ॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রিধা বিভজ্যতে।
তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ।
সপ্তধাতুময়ং পিণ্ডমেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ ॥ ৫২ ॥

অপর ভ্রূদ্বয়মধ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক ধ্যানে যে ফল হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজনের নিষ্পন্ন রসকে ভাগত্রয় করে, তন্মধ্যে যে রস সারতম, সেই রস সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরের পরিপোষক হয়। মধ্যগরস সপ্তধাতুময় স্থূল শরীরের নিরন্তর পুষ্টি করে ॥ ৫২ ॥

যাতি বিণ্মূত্ররূপেণ তৃতীয়ঃ সপ্ততো বহিঃ।
আদ্যভাগং দ্বয়ং নাড্যঃ প্রোক্তাস্তাঃ সকলা অপি।
পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ুমাপাদতলমস্তকম্ ॥ ৫৩ ॥

তৃতীয়ভাগ মলমূত্ররূপে বহির্গত হয়। সেই ভাগ সপ্ত ধাতুর বহির্ভূত হয়। প্রথম রসভাগদ্বয় শরীরস্থ নাড়ী সকলে স্থিতি করে। সেই নাড়ী সকল ঐ রসভার বহন দ্বারা আপাদতল মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের পুষ্টি করে ॥ ৫৩ ॥

নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা।
তদৈব ন রসো দেহে সামান্যেহ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৪ ॥

ঐ সকল নাড়ীর সহ বায়ু যখন শরীর মধ্যে সঞ্চরিত হয় তখন ঐ রস সকল অসামান্য তেজোবল বিধায়ক রূপে প্রবর্ত্তিত হয়॥ ৫৪॥

চতুর্দ্দশানাং তত্রেহ ব্যাপারমুখ্যভাগতঃ।
তা অনুগ্রা হ্যহীনাশ্চ প্রাণসঞ্চারনাড়িকাঃ॥ ৫৫॥

প্রধানা চতুর্দ্দশ নাড়ী ইহ শরীরের ভাগক্রমে মুখ্য ব্যাপারে নিযুক্তা, সেই সকল নাড়ী উগ্রতাহীন, অহীন, শুদ্ধ প্রাণ সঞ্চারের প্রধান পথস্বরূপ হয়॥ ৫৫॥

গুদাদ্দ্ব্যঙ্গুলতশ্চোর্দ্ধং মেঢ্রৈকাঙ্গুলতস্ত্বধঃ।
এবঞ্চাস্তি সমং কন্দং সমতা চতুরঙ্গুলম্॥ ৫৬॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ, লিঙ্গমূলের এক অঙ্গুলী অধোভাগে, পদ্মকন্দের ন্যায় সমবন্ধে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ, ঐ নাড়ী চতুর্দ্দশের মূল হয়॥ ৫৬॥

পশ্চিমাভিমুখী যোনিঃ গুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা।
সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ।
মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্নাবিবরে স্থিতা॥ ৫৭॥

অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ, এতদুভয়ের মধ্যভাগগতা পশ্চাদভিমুখী যোনি, সেই যোনিমণ্ডলই কন্দ নামে খ্যাত, তন্মূলেই কুণ্ডলী শক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, ঐ সকল নাড়ীজালে সংবেষ্টিতা সার্দ্ধ ত্রিকুটিলাকার, সর্পরূপ আত্মপুচ্ছ মুখে নিবিষ্ট করিয়া সুষুম্না ছিদ্রকে অবরোধ করতঃ তন্মধ্যে সংস্থিতা হইয়া রহিয়াছে॥ ৫৭॥

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্‌দেবী বীজসংজ্ঞকা॥ ৫৮॥

ঐ কুণ্ডলী দেবী সর্পতুল্যাকারে প্রসুপ্তা কিন্তু স্বীয় দীপ্তিতেই দেদীপ্যমান। সর্পবৎ সন্ধিস্থানস্থ, বাক্যের বীজস্বরূপ অর্থাৎ কুণ্ডলীই বাক্যোৎপত্তির কারণ স্বরূপ॥ ৫৮॥

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণোর্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়প্রসূতিকা॥ ৫৯॥

প্রতপ্তস্বর্ণবর্ণা তেজঃস্বরূপ দীপ্তিমতী এই কুণ্ডলী দেবী সত্ব রজঃ তম এতত্রিগুণ প্রস্থ ব্রহ্মশক্তি বলিয়া জান ।। ৫৯ ।।

তত্র বন্ধূকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতম্।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণম্ ।। ৬০ ।।

কুণ্ডলী যেখানে আছেন,সেই ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলে বন্ধূক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ আছে, সেই বীজ ধৌতসুবর্ণবর্ণ অক্ষররূপী যোগাকারে চিন্তনীয় হয় ।। ৬০ ।।

সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা বীজং তত্র বরং স্থিতম্।
শরচ্চন্দ্রনিভং তেজশ্চয়মেতৎ স্ফুরৎ স্থিতম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
এতত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
বীজসংজ্ঞং পরং তেজস্তদেব পরিকীর্ত্তিতম্ ।। ৬১ ।।

সুষুম্না নাড়ী তাহাতে আলিঙ্গিতা, সেই বীজ যোনিদেশে সংস্থিত হইয়াছে শরৎকালের সংপূর্ণ উদিত চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ শোভান্বিত অথচ মহাতেজোবিশিষ্ট দীপ্তিমানরূপে সংস্থিত, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক অথচ চন্দ্রকোটিসম সুশীতল হয়। অতএব অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র,অথবা লং খং ঠং এতত্রয় একত্র মিলিত হইয়া ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী, ঐ কামবীজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরম তেজঃস্বরূপ বীজসংজ্ঞা প্রাপ্তা দেবী মূলাধারে ত্রিপুরা স্থিতি করেন, ইহা সর্ব্বতন্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন ।। ৬১ ।

ক্রিয়াবিজ্ঞানশক্তিভ্যাং যুতং যৎ পরিতো ভ্রমৎ।
উত্তিষ্ঠদ্বিশতস্ত্বন্তঃ সূক্ষ্মং শোণশিখাযুতম্।
যোনিস্থং তৎপরং তেজঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংঙ্গিতম্ ।। ৬২ ।।

ঐ বীজ ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বশরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। কখন ঊর্দ্ধে থাকেন, কখন লিঙ্গস্থ অধঃস্থিত জলে প্রবিষ্ট হন। অতিসূক্ষ্মরূপ অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ঠ যোনিমণ্ডলস্থ পরম তেজঃস্বরূপ স্বয়ম্ভুসংজ্ঞক লিঙ্গের অধিষ্ঠান ।। ৬২ ।।

আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরৎ বাদি সান্ত চতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলম ।। ৬৩ ।।

ইহার নাম আধার পদ্ম ইহার মূলে যোনি বিদ্যমান আছে। প্রকৃষ্ট রূপে (ব শ ষ স) চারি বর্ণযুক্ত ইহার চতুর্দ্দল দেদীপ্যমান ॥ ৬৩॥

কুলাভিধং সুবর্ণাভং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতম্।
দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোঽস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা।
তৎপদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা।
তস্যা ঊর্দ্ধে স্ফুরৎ তেজঃ কামবীজং ভ্রমন্মতম্।
যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ।
তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরী সিদ্ধিঃ ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ ॥ ৬৪ ॥

কুলনামধারী সুবর্ণবর্ণ স্বয়ম্ভুসংজ্ঞকলিঙ্গসঙ্গত আধারচক্র এই আধারচক্রে দ্বিরণ্ড নামে অপর সিদ্ধলিঙ্গ ও ডাকিনী দেবতার অধিষ্ঠান। সেই পদ্মমধ্যে কর্ণিকারস্থ যোনিমণ্ডল, সেই যোনি মধ্যেই কুণ্ডলিনীর স্থান। অর্থাৎ কুলশব্দে যোনি, যোনিস্থা এ জন্য তাঁহার নাম কুলকুণ্ডলিনী, তাঁহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধেই তেজঃ স্বরূপ কামবীজ দেদীপ্যমান, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন। যে বিচক্ষণ সাধক এই মূলাধার চক্রের নিয়ত ধ্যান করে তাঁহার অবিলম্বে দার্দ্দুরীসিদ্ধি, ক্রমে ভূমি ত্যাগের যোগ্যতা হয় ॥ ৬৪ ॥

বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৬৫ ॥

এতদ্ধ্যানে শরীরের উৎকৃষ্ট লাবণ্য, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, আরোগ্য, পটুতা ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি জন্মে ॥ ৬৫ ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণম্।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥

অপর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদি ত্রিকাল এবং সমস্ত কারণজ্ঞ হয়, অপর অশ্রুত শাস্ত্র সকল রহস্যের সহিত নিশ্চিত ব্যাখ্যা করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

বক্ত্রে সরস্বতী দেবী সদা নৃত্যন্তি নির্ভরা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জপাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

সেই সাধকের বদনে নিয়ত গাঢ় নির্ভর করতঃ বাগ্বাদিনী দেবী নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার জপেতে সুনিশ্চিত মন্ত্রসিদ্ধি হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৬৭॥

জরামরণদুঃখৌঘান্নাশায়েতি গুরোর্ব্বচঃ।
ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং পবনাভ্যাসিনা পরম্।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥ ৬৮॥

শিববাক্য এই যে, সেই সাধকের জরামরণাদি দুঃখসমূহ বিনষ্ট হয়। প্রাণায়ামপরায়ণ সাধকের মূলাধার পদ্মের নিরন্তর ধ্যান করা শ্রেষ্ঠকল্প হয়। কেন না যোগী ক্ষণকালমাত্র ধ্যানে সমস্ত প্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়॥ ৬৮॥

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভুলিঙ্গকম্।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥ ৬৯॥

যদি ক্ষণকালমাত্র যোগিপুরুষ মূলাধার পদ্ম এবং স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ধ্যান করে, তবে তৎক্ষণমাত্রেই তাহার সমূহ পাপের বিনাশ হয়॥ ৬৯॥

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদম্।
বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তি মতং মম॥ ৭০॥

যে, যে কামনা করে, সে সেই কামনানুসারে ফলপ্রাপ্ত হয়। যে সাধক যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর মূলাধার পদ্মের ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ধ্যানযোগের অভ্যাস করে, সেই সাধক বহিরন্তরব্যাপী পূজনীয় পরম শ্রেষ্ঠ বিশেষ মুক্তিপ্রদ পরমাত্মাকে অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরে দর্শন করে অতএব এই ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠতম। হে পার্ব্বতি! আমার মতে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যোগ আর নাই॥ ৭০॥

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥ ৭১॥

আপনার হৃদিস্থিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া, বাহিরে আছেন মনে করিয়া, যে ব্যক্তি বহিঃপূজার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, অর্থাৎ

অতি মলিনাশয়, সে কেমন, যেমন আপনার হস্তস্থিত অন্নকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া হতবুদ্ধি জনেরা অন্নার্থী হইয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করে॥ ৭১॥

আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭২॥

যে সাধক প্রতিদিন নিরলস হইয়া স্বশরীরস্থ আত্মার উপাসনা করে, তাহার সকল ফলসিদ্ধি হয়, ইহা আমার আজ্ঞা, এ বিষয়ে বিচার করিবার অপেক্ষা নাই॥ ৭২॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ুপ্রবেশোঽপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৭৩॥

নিরন্তর এতদভ্যাসযোগে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধি হয়, এবং নিশ্চিত তাহার সুষুম্না নাড়ীর ছিদ্রমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে॥ ৭৩॥

মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণম্।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৪॥
ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণম্॥ ১॥

এতদ্ধ্যানবলে মনোজয় হয় এবং বায়ু ও বিন্দুধারণ হয়। অর্থাৎ বিন্দুনিপাতের নিবারণ হয়। ইহলোক ও পরলোক এতদুভয় লোকই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বলোক জিত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৭৪॥

ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণ॥ ১॥

দ্বিতীয়ন্তু সরোজং যল্লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বাদি লান্ত ষড়্‌বর্ণং পরিভাস্বরষড়্‌দলম্॥
স্বাধিষ্ঠানাভিধং তত্তু পঙ্কজং শোণরূপকম্।
বালাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি দেবী যত্রাস্তি রাকিণী॥ ৭৫॥

লিঙ্গমূলে সংস্থিত যে দ্বিতীয় পদ্ম, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র, (ব ভ ম য র ল) এই ছয় বর্ণই তাহার সুপ্রদীপ্ত ষড়দল, সেই ষড়দল পদ্ম রক্তবর্ণ হয়, বালাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গের যে স্থানে অধিষ্ঠান, এবং যে স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাকিণী শক্তি॥ ৭৫॥

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকম্।
তস্য কামাঙ্গনাঃ সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ॥ ৭৬॥

যে সাধক সর্ব্বদা ঐ সুন্দর স্বাধিষ্ঠানাখ্য ষড়্দল পদ্মের ধ্যান করে। কামে মোহিত হইয়া কামরূপিণী দেবাঙ্গনারা তাঁহার ভজনা করিতে ব্যগ্রা হন॥ ৭৬॥

বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবম্।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ॥ ৭৭॥

সেই সাধক কখন যাহা শ্রবণ করে নাই, এমত বিবিধ শাস্ত্রসকল, নিঃশঙ্কে নিশ্চিত ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং সর্ব্ব রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ভয় শরীরে ত্রিলোক ভ্রমণ করে॥ ৭৭॥

মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরনিমাদিগুণান্বিতা।
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
আকাশপঙ্কজগলৎ পীযূষমপি বর্দ্ধতে॥ ৭৮॥
ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্রবিবরণম্॥ ২॥

সেই সাধক আত্মমৃত্যুকে গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয় না, তাঁহার অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সমন্বিত পরমা সিদ্ধি হয়। তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ হয়, তৎপ্রযুক্ত বলপ্রদ রসের বৃদ্ধি হয়। এবং ঐ সাধক সহস্রারগলিত পরামৃত নিত্য পান করিতে থাকে॥ ৭৮॥

ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্র বিবরণ॥ ২॥

তৃতীয়ং পঙ্কজং নাভৌ মণিপূরকসংজ্ঞকম্।
দশারং ডাদি ফান্তার্ণং শোভিতং হেমবর্ণকম্॥ ৭৯॥

তৃতীয় মণিপূরসংজ্ঞক চক্র, নাভিমূলে (ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ) স্বর্ণবর্ণ সুশোভন এই দশদল পদ্ম আছে॥ ৭৯॥

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্নী দেবী পরমধার্ম্মিকা॥ ৮০॥

যেখানে রুদ্রাক্ষ সিদ্ধলিঙ্গ অবস্থিত, তিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়ক, তথায় লাকিনী নাম্নী পরমধার্ম্মিকা শক্তির দেবী অধিষ্ঠান ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতালসিদ্ধিঃ স্যান্নিরন্তরসুখাবহা।
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনম্।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনম্ ॥ ৮১ ॥

সেই মণিপূর চক্রকে যে যোগী নিরন্তর ধ্যান করে, তাহার নিরন্তর সুখ-দায়ক পাতালসিদ্ধি হয়। সর্ব্ব দুঃখ ও সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়, এবং ইহলোকে অভিলষিত ফল লাভ করে; কালকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ চিরজীবী হয়, আর পরদেহে প্রবেশনশক্তি পায় ॥ ৮১ ॥

জাম্বূনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ঔষধীদর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
ইতি মণিপূরচক্রবিবরণম্ ॥ ৩ ॥

এবং সুবর্ণাদির উৎপত্তি করিতে পারে ও দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, ও পৃথিবীতলে সমস্ত ঔষধি দর্শন হয়, এবং মৃত্তিকামধ্যস্থিত সমস্ত নিধির দর্শন হয় ॥ ৮২ ॥

ইতি মণিপূরচক্রবিবরণ ॥ ৩ ॥

হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি ঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতম্।
অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতম্ ॥ ৮৩ ॥

চতুর্থ হৃদয়ে অনাহতচক্র, (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ) এই দ্বাদশ বর্ণ-স্বরূপ অতি রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম, হৃদয় অতি প্রসন্ন স্থান, তথায় (যং) এই বায়ুবীজের স্থিতি ॥ ৮৩ ॥

পদ্মস্থং তৎপরং তেজো বাণলিঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্টফলং লভেৎ ॥ ৮৪ ॥

ঐ অনাহতপদ্মস্থিত পরম তেজস্বী রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গাধিষ্ঠান, সেই বাণলিঙ্গ স্মরণে ইহলোকে ও পরলোকে শুভফল লাভ হয় ॥ ৮৪ ॥

সিদ্ধঃ পিণাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা।
এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ ॥ ৮৫ ॥

অপর পিণাকী নামে তথায় সিদ্ধলিঙ্গ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাকিনী নামে শক্তি আছেন। হৃৎপদ্ম মধ্যে যে ইঁহাদিগের ধ্যান করে, তাহার নিকট কামার্ত্তা দেবাঙ্গনাগণ নিয়ত ক্ষোভিত হয় ॥ ৮৫ ॥

জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ন্তবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥

আর তাহার অতুল্য জ্ঞান জন্মে ও ত্রিকালবিষরজ্ঞ হয়। দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন হয়, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারে ॥ ৮৬ ॥

সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়স্তথা ॥ ৮৭ ॥

দেবগণের ও যোগিনীগণের সন্দর্শন হয়, আর খেচরসিদ্ধি হয় ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ করে ॥ ৮৭ ॥

যো ধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কম্।
খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

যে সাধক নিত্য দ্বিতীয় বাণাখ্য পরম লিঙ্গকে ধ্যান করে, অসংশয় তাহার ভূচরী ও খেচরী উভয়সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৮৮ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদম্ ॥ ৮৯ ॥

ইতি অনাহতচক্রবিবরণম্ ॥ ৪ ॥

এই অনাহত হৃৎপদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য কহিতে কেহই শক্ত নহে। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণই এই অনাহত চক্র ধ্যানকে গোপন করিয়া রাখেন ॥ ৮৯ ॥

ইতি অনাহতচক্রবিবরণ ॥ ৪ ॥

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমম্।
সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতম্।
ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোঽত্র শাকিনী চাধিদেবতা॥ ৯০॥

পঞ্চম কণ্ঠস্থানে ধূম্রবর্ণ কেহ বা শোভনস্বর্ণবর্ণ পদ্মস্থিতি বর্ণন করেন, ঐ স্থানের নাম বিশুদ্ধচক্র, (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ) এই ষোড়শ বর্ণশোভিত ষোড়শদল পদ্ম। এই স্থানে ছগলাণ্ড নামে সিদ্ধলিঙ্গের এবং শাকিনী শক্তি নামে অধিদেবতার অধিষ্ঠান॥ ৯০॥

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ।
কিন্ত্বস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে।
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব॥ ৯১॥

যে ব্যক্তি এই চক্রের নিত্য ধ্যান করে, সে সুপণ্ডিত যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর এই বিশুদ্ধাখ্য চক্র ধ্যানে তন্মধ্যে সরহস্য চতুর্ব্বেদকে রত্নবৎ স্বপ্রকাশ্য দেখিতে পায়॥ ৯১॥

রহঃস্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯২॥

তখন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া যদি ঐ যোগী ক্রোধবশগ হয়, তবে সমস্ত ত্রিলোকীতল কম্পান্বিত হইতে থাকে, তাহার কোন সংশয় নাই॥ ৯২॥

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য সান্তরে রমতে ধ্রুবম্॥ ৯৩॥

যে সাধকের এই বিশুদ্ধচক্র কণ্ঠপদ্ম ষোড়শদলে দৈবাৎ মনোলয় হয়, সেই সাধক সমস্ত বাহ্যবিষয় অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকে॥ ৯৩॥

তস্য ন ক্ষতিমায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেঽপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ॥ ৯৪॥

সেই সাধকের শরীর বজ্রাপেক্ষাও অতি কঠিন হয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে তাহার শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, বহু সম্বৎসর সানন্দে জীবিত থাকে॥ ৯৪॥

যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি মন্যতে তৎক্ষণং কৃতী ॥ ৯৫ ॥

ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণম্ ॥ ৫ ॥

যখন সেই ধ্যান ত্যাগ করে, তখন যোগীন্দ্র পুরুষ এই পৃথিবীতলে বহু সম্বৎসর কালকেও ক্ষণকাল বোধে অতিবাহিত করে, অর্থাৎ তাহার পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়।। ৯৫ ॥

ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণ ॥ ৫ ॥

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকম্।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী ॥ ৯৬ ॥

ভ্রূদ্বয়মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদলপদ্ম, তাহাকেই আজ্ঞাপুরচক্র বলে, (হ ক্ষ) এই দুই অক্ষর দুই দল। শুক্লনামে মহাকাল তৎস্থানে সিদ্ধলিঙ্গ, তন্ত্রান্তরে তিনিই অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া খ্যাত আছেন। ঐ আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হাকিনী-নাম্নী শক্তি।। ৯৬ ॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতম্।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥ ৯৭ ॥

ঐ পদ্মমধ্যে কর্ণিকারে শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ(ঠং) চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছেন। পরমহংস পুরুষ যে বীজ ধ্যানফলে অবসন্ন হয় না ॥ ৯৭ ॥

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

এই পরম তেজঃস্বরূপ আজ্ঞাচক্রবিষয় সর্ব্বতন্ত্রেতে গোপন করিয়াছেন। সাধক ব্যক্তিরা যাহার চিন্তা করিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৯৮ ॥

তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৯৯ ॥

তুরীয় স্থানে অর্থাৎ শিরোপরি সহস্রদলে যে তৃতীয় লিঙ্গ, সেই লিঙ্গরূপে আমি মুক্তিদায়ক। ধ্যানমাত্রে যোগীন্দ্রপুরুষ নিশ্চিত আমার সমান হয় ॥ ৯৯ ॥

ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ ॥ ১০০ ॥

ইড়া পিঙ্গলা নামে খ্যাতা যে দুই নাড়ী, তাহারাই বরণা ও অসি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, শরীরের সেই স্থানের নাম বারাণসী, ইহা বিশ্বনাথ কর্তৃক কথিত হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

এতৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধা প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতম্ ॥ ১০১ ॥

এই আজ্ঞাপুর ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এবং পরম তত্ত্ব, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক বহুশাস্ত্রে বহু প্রকারে উক্ত হইয়াছে ॥ ১০১ ॥

সুষুম্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তি বৈ।
ততশ্চৈষা পরাবৃত্ত্যা তদাজ্ঞাপদ্মদক্ষিণে।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে ॥ ১০২ ॥

সুষুম্না নাড়ীই মেরুদণ্ড সহযোগে, যে স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। তথায় গমন করিয়াছেন গমন অনন্তর সুষুম্নার অপরাবৃত্তি দ্বারা আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণে ইড়া নাড়ী বামনাসাপুটে গমন করিয়াছেন, তাহাকেই গঙ্গা বলিয়া কহিয়া থাকে ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতম্।
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততম্।
ইড়য়ামমৃতং তত্র সমং স্রবতি চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং বহতি ধারা ধারারূপং নিরন্তরম্।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ ॥ ১০৩ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল পদ্ম সংস্থিত, তাহার মূলে যে যোনি আছে, সেই ত্রিকোণাকার যোনি হইতে নিরন্তর সুধা ক্ষরণ হইতেছে। সেই চন্দ্রসুধা সমান রূপে ইড়ানাড়ী দ্বারা ক্ষরিত হয়। স্রোতরূপে সেই অমৃতধারা বামনাসাপুটে গমন করিতেছে। একারণ ইড়া নাড়ীকে যোগিগণেরা গঙ্গা বলিয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

আজ্ঞাপঙ্কজদক্ষাংশাদ্বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহেতি তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা ॥ ১০৪ ॥

আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণাংশ হইতে বামনাসাপুটে ঐ ইড়া গমন করিয়াছেন,

তাহাকেই উত্তরবাহিনী বলেন। অপরা শাখাও উত্তরে গমন করাতে, তাহার নাম বরণা হইয়াছে॥ ১০৪॥

ততো দ্বয়মিহ স্থানে বারাণসীন্ত চিন্তয়েৎ।
তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞাকমলান্তরে।
দক্ষনাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ॥ ১০৫॥

ইড়া পিঙ্গলাদ্বয় নাড়ীর মধ্যস্থানে ইহ শরীরে বারাণসীকে চিন্তা করিবেক। এই ইড়া যে রূপে আসিয়াছেন, সেই রূপ পিঙ্গলা নাড়ীও আজ্ঞাচক্রের বামাংশ হইতে দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছেন, এ কারণ আমরা তাহাকে অসি বলিয়া উক্ত করিরাছি॥ ১০৫॥

মূলাধারে হি যৎ পদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতম্।
তত্র মধ্যে হি যা যোনিস্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ॥১০৬॥

মুলাধারে যে চতুর্দ্দল পদ্ম সংস্থিত, তন্মধ্যে যে যোনি, তাহাতে সূর্য্য সংস্থিতি করেন॥ ১০৬॥

তৎসূর্য্যমণ্ডলদ্বারাৎ বিষং ক্ষরতি সন্ততম্।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র স্বয়ং যাত্যতিতাপনম্॥ ১০৭॥

সেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধারারূপ বিষজল নিয়ত ক্ষরণ হইতেছে, অতি তাপন সেই বিষ লিঙ্গলাতে স্বয়ং বহিতেছে॥ ১০৭॥

বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরম্।
দক্ষনাসাপুটে যাতি কল্পিতেয়ন্ত পূর্ব্ববৎ॥ ১০৮॥

ধারারূপ সেই বিষকে নিরন্তর পিঙ্গলা বহন করিতেছেন, যে রূপ ইড়া বামনাসাতে গমন করিয়াছেন, সেই রূপ লিঙ্গলাও দক্ষিণনাসাপুটে গমন করিয়াছেন॥ ১০৮॥

আজ্ঞাপঙ্কজবামাংশাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা॥ ১০৯॥

পিঙ্গলা আজ্ঞাপদ্মের বামদিক হইতে দক্ষিণনাসাপুটে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করাতে, অসি নামে খ্যাতা হয়েন॥ ১০৯॥

আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং পত্রং প্রোক্তং মহেশ্বরঃ।
পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ॥ ১১০॥

মহেশ্বর ইহাকেই আজ্ঞাচক্র দ্বিদল পদ্ম কহিয়াছেন। তদূর্দ্ধে পীঠত্রয় আছে, ইহা তত্ত্বচিন্তক যোগিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সেই বিন্দু, নাদ ও শক্তি এই তিন কপালপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়॥ ১১০॥

যঃ করোতি সদা ধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম বিনশ্যেদবিরোধতঃ॥ ১১১॥

যে সাধক নিরন্তর এই সুগোপিত আজ্ঞাচক্র ও দ্বিদল পদ্ম ধ্যান করে, তাহার অবিরোধে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১১১॥

ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরম্।
তদা করোতি প্রতিমাং প্রতি জল্পমনর্থবৎ॥ ১১২॥

এই শরীরস্থিত হইয়াই যোগী যখন যোগনির্ভর মানসে নিরন্তর ইহার ধ্যান করে, তখন প্রতিমাপূজা ও জপাদিকে নিরর্থক জল্পনা বলিয়া তাহার জ্ঞান অবশ্যই হয়॥ ১১২॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণকিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণন্তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগাঃ॥ ১১৩॥

যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরোগণেরা তাহার বশীভূত হইয়া সকলেই তাহার চরণ সেবা করে॥ ১১৩॥

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্।
অস্মিন্ স্থানে মনো যস্য ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততে চলম্।
তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১১৪॥

যোগী মরণাদি ভয়নিবারণ ধ্যান করিয়া, বিপরীতগামিনী রসনাকে উর্দ্ধ-লম্বিক গর্ত্তে অর্থাৎ তালুমূলে প্রবিষ্টা করিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল যদি মনকে অচল রাখিতে পারে, তবে তাহার তৎক্ষণমাত্রেই পাপ ক্ষয় হইয়া যায়॥ ১১৪॥

যানি যানীহ প্রোক্তানি পঞ্চপদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি॥ ১১৫॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এই পঞ্চ পদ্মের যে যে ফল আমি কহিয়াছি, সেই সমস্ত পদ্মের সম্যক্ ফল, এই আজ্ঞাচক্র জ্ঞানে সাধকের লাভ হয়॥ ১১৫॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসমাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে॥ ১১৬॥

যে ব্যক্তি আজ্ঞাপদ্মে মন ধারণা নিমিত্ত সর্ব্বদা অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি বাসনাবন্ধকে তিরস্কার করতঃ প্রমোদিত থাকে॥ ১১৬॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে তৎ পদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণান্ স ধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে॥ ১১৭॥

প্রাণ প্রয়াণকালে এই আজ্ঞাপদ্ম স্মরণ করতঃ যে সাধক প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই ধর্ম্মাত্মা সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়॥ ১১৭॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্ যো ধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপকর্ম্ম বিকুর্ব্বাণো ন হি মজ্জতি কিল্বিষে॥ ১১৮॥

দণ্ডায়মান্ বা গমন করিতে২ অথবা শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে ও জাগ্রদবস্থায় যে কোন সময়ে হউক, যে সাধক সর্ব্বদা ধ্যান করে, পাপকর্ম্ম করিলেও সে সাধক পাপে লিপ্ত হয় না॥ ১১৮॥

যোগী বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বীয়য়া প্রভয়া স্বয়ম্।
দ্বিদলধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদিদেবতাশ্চৈব কিঞ্চিন্মত্তো বিদন্তি তে॥ ১১৯॥

ইতি আজ্ঞাচক্রমাহাত্ম্যম্॥ ৬॥

দ্বিদলপদ্ম ধ্যানে যোগী স্বীয় তেজোদ্বারা সমস্ত বন্ধ হইতে পরিমুক্ত হয়। অতএব দ্বিদলপদ্ম ধ্যানের যে কি মাহাত্ম্য তাহা কহিতে পারা যায় না। ব্রহ্মাদি দেবতারা আমার নিকট উপদেশ পাইয়া কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন এই মাত্র॥ ১১৯॥

ইতি আজ্ঞাচক্রমাহাত্ম্য॥ ৬॥

অত ঊর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনম্।
অস্তি যত্র সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতম্॥ ১২০॥

ইহার ঊর্দ্ধভাগে তালুমূলে সুশোভিত সহস্রদল পদ্ম আছে, যে স্থানে স্বচ্ছিদ্র সুষুম্না নাড়ীর মূল সংস্থিত হয়॥ ১২০॥

তালুমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে।
মূলাধারণযোন্যন্তা সর্ব্বনাড়ীসমাশ্রিতা।
তা বীজভূতাস্তত্ত্বস্য ব্রহ্মমার্গপ্রদায়িকাঃ॥ ১২১॥

তালুমূলে সুষুম্নার মুখ, মূলাধার অবধি যোনি স্থান পর্য্যন্ত আর সমস্ত নাড়ী অধোমুখ হইয়া সুষুম্নাকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সে সকল নাড়ী ব্রহ্মপথ-প্রদায়িনী তত্ত্বজ্ঞানের বীজভূতা॥ ১২১॥

তালুস্থানে চ যৎ পদ্মং সহস্রারং পুরাহিতম্।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখী মতা॥ ১২২॥

পূর্ব্বে তালুমূলে যে সহস্রদল পদ্ম উক্ত হইয়াছে, তাহার মুলে অধোমুখ ত্রিকোণাকার এক যন্ত্র আছে॥ ১২২॥

তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজম্॥ ১২৩॥

তাহার মধ্যেই সচ্ছিদ্র সুষুম্না নাড়ীর মূল, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে এবং তাহা-রই মূলাধারপদ্ম সংজ্ঞা হয়॥ ১২৩॥

ততস্তদ্রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ সুষুম্নাকুণ্ডলী সদা।
সুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রা স্যান্মম বল্লভে।
তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা॥ ১২৪॥

সেই সুষুম্নার রন্ধ্রে তৎশক্তি কুণ্ডলী সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। হে বল্লভে! সুষুম্নাতে চিত্রা নামে শক্তি আছে, আমার মতে সেই চিত্রাতেই ব্রহ্ম রন্ধ্রাদি কল্পনা করা উচিত॥ ১২৪॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥

যাঁহার স্মরণ মাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, ও সমস্ত পাপের পরিক্ষয় হয়, আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১২৫ ॥

প্রবেশিতং চলাঙ্গুষ্ঠং মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র ন বহত্যেব দেহচারী সমীরণঃ ॥ ১২৬ ॥

প্রবেশিত এবং প্রচলিত অঙ্গুষ্ঠকে স্বমুখে নিবিষ্ট করিবে, তদ্দ্বারা দেহচারী বায়ু স্থির থাকিবে ॥ ১২৬ ॥

তেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতীত্যেব সর্ব্বদা।
তদর্থং যে প্রবর্ত্তন্তে যোগী ন প্রাণধারণে।
তত এবাখিলা নাড়ী বিরুদ্ধা চাষ্টবেষ্টনম্।
ইয়ং কুণ্ডলিনী শক্তীরন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা ॥ ১২৭ ॥

সেই সমীরণ কারণ ইহ সংসারচক্রে জীবের সর্ব্বদা ভ্রমণ হয়, তন্নিমিত্ত যোগী প্রবৃত্ত হয়, কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত নহে, তদভ্যাসে সমস্ত নাড়ী অষ্টপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ কামক্রোধাদি অষ্ট দোষে আবদ্ধ হয় না, সেই সকল নাড়ী সরলা হইলে, এই কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যবিশিষ্টা হইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রকে ত্যাগ করতঃ মুক্তিপথ প্রদর্শন করান, তাহার অন্যথা নাই ॥ ১২৭ ॥

যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সংনিরুদ্ধানিলাস্তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলিন্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহির্ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

যখন সম্পূর্ণ সকল নাড়ীতে বায়ু সম্যক নিরুদ্ধ হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া যায় ॥ ১২৮ ॥

সুষুম্নায়াং সদৈবায়ং বহেৎ প্রাণসমীরণঃ।
মূলপদ্মাস্থিতা যোনির্বামদক্ষিণকোণতঃ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যোনিমধ্যগা ॥ ১২৯ ॥

তখন সুষুম্নাতেই সর্ব্বদা প্রাণবায়ু বহিতে থাকে। মূলাধারপদ্মস্থিত যোনিমণ্ডল তাহার দক্ষিণ ও বামকোণে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী, যোনিমধ্যকোণ হইতে সুষুম্নার গতি হয়॥ ১২৯॥

ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তত্রৈব সুষুম্নাধারমণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মবন্ধাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১৩০॥

সেই আধারমণ্ডলে সুষুম্নাছিদ্রই ব্রহ্মরন্ধ্র হয়, ইহাকে যে জানে সেই যোগী, সেই বিচক্ষণ, সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হয়॥ ১৩০॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে তাসাং সঙ্গমঃ স্যাদসংশয়ঃ।
যস্মিন্ স্নানে স্নাতকানাং মুক্তিঃ স্যাদবিরোধতঃ॥ ১৩১॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে নিঃসংশয় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সঙ্গম, সেই সঙ্গম স্থানকেই প্রয়াগ বলে। যে স্থানে স্নান করিলে স্নাতকদিগের অবিরোধেতে মুক্তি হয়॥১৩১

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিম্॥ ১৩২॥

গঙ্গা যমুনা নদীদ্বয়ের মধ্যে সরস্বতী নদী বহিতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গমে স্নান করিলে জীবমাত্রেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দেহ ধারণের সফলতা হয়॥ ১৩২॥

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্ল্লভঃ॥ ১৩৩॥

ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা ও পিঙ্গলাকে যমুনা বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যগামিনী সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী নামে উক্তা, তাহাদিগের সঙ্গম অতি দুর্ল্লভ॥ ১৩৩॥

সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ১৩৪॥

ইড়া-পিঙ্গলা-সঙ্গমে যে সাধক মানস স্নানের সমাচরণ করে, সেই সাধক সর্ব্বপাপপরিমুক্ত হইয়া, সনাতন পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়॥ ১৩৪॥

ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ পিতৃকর্ম্ম সমাচরেৎ।
তারয়িত্বা পিতৄন্ সর্ব্বান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩৫ ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে যে ব্যক্তি পিতৃকর্ম্ম সমাচরণ করে, সেই জীব সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া, স্বয়ং পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৫ ॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৬ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য, নৈমিত্তিক অথবা কাম্যকর্ম্মাদি প্রত্যহ তৎসঙ্গমে সমাচরণ করে, কিম্বা মনোদ্বারা চিন্তা করিলেও সেই ব্যক্তি অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৬॥

সকৃদ্‌যঃ কুরুতে স্নানং স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধ্বা পাপানশেষান্বৈ যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥

একবার যে শুদ্ধমতি যোগী স্বয়ং ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করে, সেই যোগী অশেষ পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া স্বর্গীয় সুখভোগ করিতে থাকে ॥ ১৩৭ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোঽপি বা।
স্নানাচরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৩৮ ॥

অপবিত্র বা পবিত্র কি সর্ব্বাবস্থগত ব্যক্তি ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানমাত্রেই পবিত্র হয়, ইহার অন্যথা নাই ॥ ১৩৮ ॥

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ সঃ তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥১৩৯

ত্রিবেণীসলিলে দেহ আপ্লুত হইয়াছে মৃত্যুকালে ইহা চিন্তা করিয়া যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই জীব তৎক্ষণমাত্রেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৯ ॥

নাতঃপরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং তৎ প্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন ॥ ১৪০ ॥

ত্রিলোক মধ্যে ইহার পর গুহ্যতর তীর্থ আর নাই। অতএব যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে, কদাচ প্রকাশ করিয়া কহিবে না॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৪১ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মন অর্পণ করতঃ ক্ষণার্দ্ধকাল যদি স্থির থাকে, তবে সেই সাধক সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪১ ॥

অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪২ ॥

ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রেতে যাহার মন লীন হয়, সেই পুরুষোত্তম যোগী, ইহলোকে স্বীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক অণিমাদি গুণভোগ করতঃ দেহাবসানে আমাতে লয় পায় ॥ ১৪২ ॥

এতদ্রন্ধ্রজ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্ত্যঃ সংসারেঽস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ। পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী জ্ঞানং দত্ত্বা তারয়েদদ্ভুতং বৈ ॥ ১৪৩ ॥

এই ব্রহ্মরন্ধ্র জ্ঞানমাত্র জীব ইহসংসারে আমার অত্যন্ত বল্লভ হয়, এবং পাপ সমূহ জয় করিয়া, মুক্তিপথে গমনে অধিকারী হয়। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানপ্রদান দ্বারা অনেক জীবকেও উদ্ধার করে ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ম্মুখাদিত্রিদশৈরগম্যং যোগিবল্লভম্।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতম্ ॥ ১৪৪ ॥

এই জ্ঞান যোগীদিগের প্রিয়, ইহার পথ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগম্য, অতএব আমা কর্ত্তৃক উক্ত এই ব্রহ্মরন্ধ্রজ্ঞান অতি যত্ন পূর্ব্বক সুগোপনীয় হয় ॥ ১৪৪ ॥

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্রস্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১৪৫ ॥

সহস্রদল পদ্মমধ্যে যে যোনিমণ্ডল অবস্থিত আছে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই যোনিমণ্ডলের অধোভাগে চন্দ্রমণ্ডল, যোগিগণ সর্ব্বদাই সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করেন ॥ ১৪৫ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ॥ ১৪৬ ॥

যাঁহার স্মরণমাত্রেই যোগীন্দ্র পুরুষেরা পৃথিবীতলে সকলের পূজ্য হন, এবং দেবগণ ও সিদ্ধগণের অভিমত পুরুষ হন, অর্থাৎ সমতুল্য হন॥ ১৪৬॥

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধমহোদধিম্।
তত্র স্থিতো সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃস্থিত তালুকুহরে দুগ্ধসমুদ্রকে ধ্যান করিবে। সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া সহস্রদল পদ্মমধ্যে সোমরূপ চন্দ্রকে চিন্তা করিবে॥ ১৪৭॥

শিরঃকপালবিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনম্।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবম্।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥ ১৪৮ ॥

মস্তককপালের মধ্যবিবরে ষোড়শকলাযুক্ত এবং অমৃত রশ্মি, হংসাখ্য নিরঞ্জনকে ধ্যান করিবে। নিরন্তর অভ্যাস করিলে তিন দিনের পর তাঁহার দর্শন হয়। দর্শনমাত্রেই সাধক সমস্ত পাপকে দহন করে॥ ১৪৮॥

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকম্॥ ১৪৯ ॥

অনাগত বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, নিশ্চিত চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলে পঞ্চ মহাপাতককে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করে॥ ১৪৯॥

আনুকূল্যং গ্রহা যান্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।
উপসর্গাঃ শমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ।
খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেচ্ছিরেন্দুদর্শনাৎ।
ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মম তুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্।
যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ১৫০ ॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রবর্ণনম্॥ ৬ ॥

সমস্ত বিরুদ্ধ গ্রহেরা অনুকূল হন, সমস্ত উপদ্রবের বিনাশ হয়, সমস্ত উপসর্গের শমতা হয় ও যুদ্ধে জয়লাভ হয়, খেচরী ও ভুচরীসিদ্ধি হয়, শিরঃস্থিত চন্দ্র দর্শনে ও ধ্যানে উক্ত সকল বিঘ্নের শান্তি হয়, তাহার আর বিচার করিবার আবশ্যক নাই। নিরন্তর অভ্যাসযোগে যে সিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, নিশ্চিত সেই সাধক আমার তুল্য হয়। অভিরত যোগে যোগিদিগের এই যোগশাস্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় ॥ ১৫০ ॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্র বর্ণন ॥ ৬॥

অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহম্।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদম্ ॥ ১৫১ ॥

তালুমূলের ঊর্দ্ধভাগে দিব্যরূপ সহস্রদল পদ্ম, সেই মুক্তিপ্রদ. সহস্রদলপদ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বাহিরে অবস্থিত ॥ ১৫১ ॥

কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
নকুলাখ্যো বিলাসী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫২ ॥

সেই সহস্রদল পদ্মেরই নাম কৈলাস, যাহাতে মহেশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান। যিনি মহেশ্বরাখ্য পরম শিব, তাঁহাকেই নকুল বলে, তিনি নিত্যবিলাসী, তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই ॥ ১৫২ ॥

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো
নৈব ভূয়ঃ। ভূতগ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ কর্ত্তুং
হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রা ॥ ১৫৩ ॥

সেই স্থানের জ্ঞানমাত্রে নরগণের ইহসংসারে পুনর্জন্ম হয় না। নিরন্তর ঐ জ্ঞানাভ্যাসযোগেতে সাধকের এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করিবার সমস্ত ক্ষমতা জন্মে ॥ ১৫৩ ॥

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হতব্যাধিরধঃকৃতাধিরায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যু-
মুক্তঃ ॥ ১৫৪ ॥

কৈলাসাখ্য পরমহংসের নিবাসরূপ সহস্রদল পদ্মে নিবিষ্টচিত্ত যোগীর আধিব্যাধি নিধনাদি হয় না, অর্থাৎ মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হন॥ ১৫৪॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥ ১৫৫ ॥

সাধকের কুলাখ্য পরমেশ্বরে যখন চিত্তবৃত্তি বিলীন হয়। তখন সমাধি-সাম্য দ্বারা সেই যোগিপুরুষ নিশ্চলতাকে লাভ করে॥ ১৫৫॥

নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্॥ ১৫৬॥

নিরন্তর ধ্যান করণে এই জগৎ বিস্মরণ হয় এবং বিচিত্র সামর্থ্য জন্মে ॥১৫৬॥

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্যোগী নিরন্তরম্।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং বিধায় সঃ কুলং জিত্বা সরোরুহে।
অত্র কুণ্ডলিনী শক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি॥ ১৫৭॥

সেই সহস্রদলপদ্ম হইতে বিগলিত পীযূষ যে যোগী নিরন্তর পান করে, সেই যোগী আপনার মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করতঃ কুলজয় করিয়া চিরজীবী হয়। ঐ সহস্রদল কমলে কুলরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির লয়প্রাপ্তি হয়। কুণ্ডলিনীর লয়ে চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় পায়॥ ১৫৭॥

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য বিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ॥ ১৫৮॥

যাহা পরিজ্ঞাত হইলে বিষয়প্রাপ্ত জনের ও চিত্তবৃত্তির বিলয় হয়, সেই সহস্রদল কমল পরিজ্ঞানার্থ নিরপেক্ষ রূপে যোগিগণ পরিশ্রম করেন ॥ ১৫৮ ॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্ধ্রুবম্।
তদা বিজ্ঞায়তেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫৯ ॥

সেই সহস্রদল কমলে যোগীদিগের চিত্তবৃত্তি যখন নিশ্চিত বিলীন হয়, তখন অখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মার স্বরূপতা লাভ করিয়া সমস্ত বিষয়ে জয়যুক্ত হয়॥ ১৫৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতম্।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রতীক সংচিন্তা করতঃ তাহাতে চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া, অবিরোধে মহৎ শূন্যকে চিন্তা করিবে ॥ ১৬০ ॥

আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১ ॥

আদ্য অন্ত মধ্যশূন্য, কোটি সূর্য্যের সমান প্রভাযুক্ত, চন্দ্রকোটিতুল্য সুপ্রসন্নপ্রকাশ, ঐ শূন্যকে আরাধনা করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১৬১ ॥

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

যে সাধক নিরলস হইয়া দিন দিন এই শূন্যধ্যান সর্ব্বদা করে, তাহার এক বৎসর মধ্যেই সকল সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬২ ॥

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনো যস্য ভবেদ্ধ্রুবম্।
স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ১৬৩ ॥

ক্ষণার্দ্ধকাল যাহার মন শূন্যধ্যানে নিশ্চল হয়, সেই যোগী, সেই সাধু, সেই ভক্ত, সেই সাধক সর্ব্বলোকে পূজিত হয়েন ॥ ১৬৩ ॥

তস্য কল্মষসংঘাতস্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ১৬৪॥

তাহার তৎক্ষণ মাত্রেই সমস্ত পাতকের বিনাশ হয়॥ ১৬৪॥

যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।
অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা॥ ১৬৫॥

যাঁহাকে দর্শন করিলে মৃত্যুরূপ সংসারপথে প্রবৃত্ত হয় না, যত্ন পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানমার্গে তাঁহাকে অভ্যাস করিবে॥ ১৬৫॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতঃ॥ ১৬৬॥

আমি এই সহস্রারপদ্মের শূন্য ধ্যানের মাহাত্ম্য সম্যক্ কহিতে শক্ত নহি। যে ব্যক্তি সাধনা করে, সেই জানিতে পারে, অর্থাৎ সাধনা করিলে সাধক মৎ-সমতুল্য হয়॥ ১৬৬॥

ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রেক্ষণসম্ভবম্।
অণিমাদিগুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৬৭॥

শূন্য দর্শন জন্য বিচিত্র ফল সাধক ধ্যানেতেই জানিতে পারে, অর্থাৎ সাধক অসংশয় অণিমাদিগুণযুক্ত হয়॥ ১৬৭॥

রাজযোগো ময়াখ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
রাজাধিরাজযোগোঽয়ং কথয়ামি সমাসতঃ॥ ১৬৮॥

ইতি রাজযোগকথনম্।

হে পার্ব্বতি! এই রাজযোগ আমা কর্ত্তৃক আখ্যাত হইল, ইহা সর্ব্ব তন্ত্রেতেই গুপ্ত আছে, অধুনা রাজাধিরাজযোগ সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৬৮॥

ইতি রাজযোগ কথন।

স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে।
গুরুং সংপূজ্য যত্নেন ধ্যানমেতৎ সমাচরেৎ॥ ১৬৯॥

জীবরহিত সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে স্বস্তিকাসনোপবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক গুরুপূজা করিয়া এই ধ্যান করিবে ॥ ১৬৯ ॥

নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্তযুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৭০ ॥

বেদান্তশাস্ত্রযুক্তির অবলম্বনে সাক্ষাৎ পরমাত্মা স্বরূপ জীবকে নিরাবলম্ব জানিয়া মনকে নিরাবলম্ব করতঃ চিন্তা করিবেক, এবং সুধী সাধক এতদ্ব্যতীত কিঞ্চিৎ মাত্রও সাধনা করিবে না ॥ ১৭০ ॥

এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধিঃ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা পূর্ণরূপঃ স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ১৭১ ॥

নিঃসংশয় এই ধ্যানফলে মহাসিদ্ধি হয়, মনকে বৃত্তিহীন করত আপনি স্বয়ং পরিপূর্ণ আত্মারূপ হইবেক ॥ ১৭১ ॥

সাধয়েৎ সততং যো বৈ স যোগী বিগতস্পৃহঃ।
অহং নাম ন কোঽপ্যস্মিন্ সর্ব্বদাত্মৈব বিদ্যতে ॥ ১৭২ ॥

যে সাধক এইরূপ সতত সাধনা করে, সে যোগী অবশ্যই বিগতস্পৃহ হয়। সে ব্যক্তির আর অহং এই জ্ঞান থাকে না। যেহেতু জগৎকে আত্মরূপ দেখে অর্থাৎ তাহার নিকট এই জগৎ আত্মারূপে বিদ্যমান হন ॥ ১৭২ ॥

কো বন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

বন্ধই বা কার, মোক্ষই বা কার, ইহার বিবেচনা থাকে না। সেই সাধক সর্ব্বদা এক আত্মারূপ দর্শন করে। যে ব্যক্তি নিত্য এইরূপ যোগের অনুষ্ঠান করে, সেই সাধক জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৭৩ ॥

সএব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
অহমস্মীতি চ জপন্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
অহং ত্বমেতদুভয়ং ত্যক্ত্বাখণ্ডং বিচিন্তয়েৎ।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বং বিলীয়তে।
তদ্বীজমাশ্রয়েদ্যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৪ ॥

সেই যোগী সর্ব্বলোক পূজিত, সেই সদ্ভক্ত। যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য রূপ আপনাকে দেখিয়া জল্পনা করে, আমি তুমি এতদুভয় বাক্য পরিত্যাগ করতঃ অখণ্ডরূপ চিন্তা করে, অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয় দ্বারা যাহাতে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত যোগী বীজস্বরূপ সেই এক জ্ঞানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ১৭৪ ॥

অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা প্রমাকুলম্।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ ॥ ১৭৫ ॥

প্রমাণস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ অপরোক্ষ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করতঃ মূঢ় ব্যক্তিরা পরোক্ষাপরোক্ষ বিচার করিয়া ভ্রাম্যমাণ হয় ॥ ১৭৫ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং যঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরং ব্রহ্ম ত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে ॥ ১৭৬ ॥

চরাচর এই বিশ্বকে পরোক্ষ করতঃ অপরোক্ষ পরব্রহ্মকে যে মূঢ় ত্যাগ করে, সে মূঢ় এই বিশ্বেতেই লীন হয়, অর্থাৎ তাহার যাতায়াতের নিবারণ হয় না ॥ ১৭৬ ॥

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশম্।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৭ ॥

সর্ব্বদা সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া যোগিপুরুষ জ্ঞানের কারণ যোগাভ্যাস করিবে, অর্থাৎ যাহাতে অজ্ঞানোৎপত্তি না হয় ॥ ১৭৭ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৮ ॥

বিচক্ষণ সাধক বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযম কবতঃ সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত বিষয়ে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবে ॥ ১৭৮ ॥

এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে।
শ্রোতুং বুদ্ধিসমর্থার্থং নিবর্ত্তন্তে গুরোর্গিরঃ।
তদভ্যাসবশাদেকং স্বতো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥ ১৭৯॥

এইরূপ অভ্যাস নিত্য করিলে সাধকের স্বতঃ জ্ঞান প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গুরু-বাক্য সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া যায়। যখন সমস্ত ইতরালাপ শ্রবণ বিষয়ে নিবৃত্ত হয়, তখন ঐ যোগাভ্যাসবশে স্বয়ং এক অদ্বৈত জ্ঞান প্রবর্ত্ত হয়॥ ১৭৯॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবম্॥ ১৮০॥

যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হয় সাধনবলে সেই নির্ম্মল জ্ঞানযোগ স্বয়ং প্রকাশ পায়॥ ১৮০॥

হটং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হটঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হটে সদ্গুরুমার্গতঃ॥ ১৮১॥

এই রাজযোগ শ্রবণ রসায়ন, কিন্তু হঠাৎ ইহার অভ্যাস করা হয় না। সহসা এরূপ অবস্থানুসারে চলিতে হইলে যথেষ্টাচারী হয়; তন্নিমিত্ত উপদেশ দিতেছেন। হটযোগ ব্যতীত রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, বিনা হটযোগেও রাজযোগ স্থির থাকে না, একারণ যোগীরা সদ্গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া যোগপথারূঢ় হইয়া হটযোগে প্রবৃত্ত হইবে॥ ১৮১॥

স্থিতে দেহে জীবতি চ যোগানাশ্রিয়তে ভৃশম্।
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেষু স জীবতি ন সংশয়ঃ॥ ১৮২॥

দেহসত্ত্বে জীবিত থাকিয়া যে ব্যক্তি যোগাশ্রয় না করে, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থ উপভোগেই সে জীবিতমাত্র থাকে, ইহার সংশয় নাই॥ ১৮২॥

অভ্যাসপাকপর্য্যন্তং মিতান্নং স্মরণং ভবেৎ।
অন্যথা সাধনং ধীমান্ কর্ত্তুং পারয়তীহ ন॥ ১৮৩॥

অভ্যাসকাল অবধি পর্য্যবসানকাল পর্য্যন্ত পরিমিতাহার করিবে। যদিও সাধক বুদ্ধিমান হয়, তথাপি ইহার অন্যথাচরণে সাধনায় পারদর্শী হইতে পারে না॥ ১৮৩॥

অতীবসাধুসংলাপো বদেৎ সংসদি বুদ্ধিমান্।
করোতি পিণ্ডরক্ষার্থং বহ্বালাপবিবর্জ্জিতঃ।
ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গং সর্ব্বথা ত্যজতে ভৃশম্।
অন্যথা ন লভেন্মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ।। ১৮৪ ।।

বুদ্ধিমান সাধক সভাতে সাধু আলাপ মাত্র করেন এবং পিণ্ডরক্ষার্থ যথাকথঞ্চিৎ অন্নাহরণও করেন, কিন্তু বহ্বালাপবর্জ্জিত হইবেন। সর্ব্বদা সর্ব্বতঃপ্রকারে জনসঙ্গবর্জ্জিত হইবেন, ইহার অন্যথাচরণে কখনই মুক্তিলাভ হয় না, এই আমার বাক্য সত্য বলিয়া জান ॥ ১৮৪ ॥

গুহ্যৈব ক্রিয়তেঽভ্যাসঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা তদন্তরে।
ব্যবহারায় কর্ত্তব্যো বাহ্যে সঙ্গানুরাগতঃ।
স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বে তে কর্ম্মসম্ভবাঃ।
নিমিত্তমাত্রং করণে ন দোষোঽস্তি কদাচন ।। ১৮৫ ।।

সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে যোগাভ্যাস করিবে, সংসারী ব্যক্তি সংসারের অনুরাগানুসারে ব্যবহারার্থ কদাচিৎ জনসঙ্গও করিবে, কিন্তু গাঢ়ানুরাগী হইবে না। এবং স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্মেতেও বিমুখ হইবে না, যেহেতু জ্ঞানাদি সকল কর্ম্মসম্ভব হয়। অতএব ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমিত্তমাত্র কর্ম্ম করণে কদাচ দোষোৎপত্তি হয় না ॥ ১৮৫ ॥

এবং নিশ্চিত্য সুধিয়া গৃহস্থোঽপি যদাচরেৎ।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।। ১৮৬ ।।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিযোগতঃ গৃহস্থও যদি যোগাচরণ করে, তবে সে ব্যক্তিরও সিদ্ধিলাভ হয়, ইহার বিচারে প্রয়োজন নাই ॥ ১৮৬ ॥

পাপপুণ্যবিনির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তাঙ্গসাধকঃ।
যো ভবেৎ স বিমুক্তঃ স্যাদ্গৃহে তিষ্ঠন্ সদা গৃহী।
পাপপুণ্যৈর্ন লিপ্যেত যোগযুক্তঃ সদা গৃহী।
কুর্ব্বন্নপি তদা পাপং স্বকার্য্যে লোকসংগ্রহে ।। ১৮৭ ।।

যে সাধক পাপপুণ্য হইতে বিমুক্ত,ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগী হয়, সেই গৃহী সাধক, গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হয়। সর্ব্বদা যোগযুক্ত গৃহী পাপেতে কি পুণ্যেতে কদাচ লিপ্ত হয় না, লোকসংগ্রহার্থ পাপ করিলেও সে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ১৮৭॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসাধনমুত্তমম্।
ঐহিকামুষ্মিকসুখং যেন স্যাদবিরোধতঃ॥ ১৮৮॥

এক্ষণে মন্ত্রসাধনোত্তম কহিতেছি, যে সাধনা দ্বারা অবিরোধে ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখলাভ হয়॥ ১৮৮॥

যস্মিন্মন্ত্রবরে জ্ঞাতে যোগসিদ্ধির্ভবেৎ খলু।
যোগেন সাধকেন্দ্রস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখপ্রদা॥ ১৮৯॥

এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠের পরিজ্ঞানে নিশ্চিত যোগসিদ্ধি হয়। যোগদ্বারা সেই সিদ্ধি, সাধকেন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রদায়িনী হন॥ ১৮৯॥

মূলাধারেঽস্তি যৎপদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতম্।
তন্মধ্যে বাগ্ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভম্॥ ১৯০॥

মূলাধার চক্রে চতুর্দ্দলবিশিষ্ট যে পদ্ম আছে, তাহার কর্ণিকার মধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রভাযুক্ত বাগ্বীজ দেদীপ্যমান আছে॥ ১৯০॥

হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধূককুসুমপ্রভম্।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্।
বীজত্রয়মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥ ১৯১॥

হৃদয়ে বন্ধূকপুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ বিদ্যমান আছে, আজ্ঞাচক্র দ্ব্যদলমধ্যে কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত শক্তিবীজের স্থিতি। এই বীজত্রয় অতি গোপনীয়, ভোগমোক্ষ উভয় ফলপ্রদ হয়, অর্থাৎ ইহার নাম ত্রিপুরাবীজ, এই মন্ত্রত্রয় সিদ্ধি-সাধক যোগী সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে॥ ১৯১॥

এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
অক্ষরাক্ষরসন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ॥ ১৯২॥

গুরুর নিকট এই মন্ত্রত্রয় লাভ করতঃ অতিশয় দ্রুত অথবা অতিশয় বিলম্ব না করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সন্ধান করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে জপ করিবে ॥ ১৯২ ॥

তদ্গতশ্চৈকচিত্তশ্চ শাখোক্তবিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতো লক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ ॥ ১৯৩ ॥

সুধী সাধক ত্রিপুরাগত একচিত্ত হইয়া স্ববেদশাখোক্ত বিধি দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে লক্ষত্রয় জপ ও এক লক্ষ হোম করিবে ॥ ১৯৩ ॥

করবীরপ্রসূনন্তু গুড়ক্ষীরাজ্যসংযুতম্।
কুণ্ডযোন্যাকৃতং ধীমান্ জপান্তে জুহুয়াৎ সুধীঃ ॥ ১৯৪ ॥

বুদ্ধিমান সাধক জপান্তে ত্রিকোণাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করতঃ গুড়, দুগ্ধ, ঘৃত-সংযুক্ত করবীর পুষ্পে হোম করিবে ॥ ১৯৪ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্বসেবাকৃতা ভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ১৯৫ ॥

ধীমান্ সাধক এতদনুষ্ঠান করিলে পর পূর্ব্বারাধিতা ত্রিপুরভৈরবী প্রসন্না হইয়া, সাধকের সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন ॥ ১৯৫ ॥

গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্রবরোত্তমম্।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধতি ॥ ১৯৬ ॥

গুরুকে সন্তোষ করতঃ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রশ্রেষ্ঠ লাভ করিয়া এই বিধিদ্বারা সাধনা করিলে মন্দভাগ্য হইলেও সাধক সিদ্ধি লাভ করে ॥ ১৯৬ ॥

লক্ষমেকং জপেদ্যস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দর্শনাত্তস্য ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ।
পতন্তী সাধকাস্যাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯৭ ॥

যে সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক লক্ষ জপ করে, সেই সাধকের দর্শন মাত্রেই যুবতীগণ ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, এবং মদনাতুরা ভয়বর্জ্জিতা ও নির্লজ্জা হইয়া সাধকের সম্মুখে পতিতা হয় ॥ ১৯৭ ॥

জপ্তেন চেদ্দ্বিলক্ষেণ যে যস্মিন্বিষয়ে স্থিতাঃ।
আগচ্ছন্তি যথা তীর্থং বিমুক্তকুলবিগ্রহাঃ।
দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ ॥ ১৯৮ ॥

দ্বিলক্ষ জপ দ্বারা সকলে সহসা সাধকের নিকট আগমন করে, যেরূপ তীর্থস্থানে কুল শীল লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাগত হয় এবং সাধকের বশীভূত থাকিয়া, আপনাদিগের সমস্ত বিষয় প্রদান করে ॥ ১৯৮ ॥

ত্রিভির্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈর্ম্মণ্ডলীকং সমণ্ডলম্।
বশমায়াতি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯৯ ॥

তিন লক্ষ জপ দ্বারা সমণ্ডল মণ্ডলেশ্বরগণ সাধকের বশীভূত হয়, তাহাতে কোন বিচার নাই ॥ ১৯৯ ॥

ষড়্ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপাল স এব বলবাহনঃ ॥ ২০০ ॥

ছয় লক্ষ জপ দ্বারা সাধক বলবাহনযুক্ত সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালকে বশীভূত করে ॥ ২০০ ॥

লক্ষৈর্দ্বাদশকৈর্জ্জপ্তৈর্যক্ষরক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥ ২০১ ॥

দ্বাদশ লক্ষ জপ দ্বারা যক্ষ রাক্ষস নাগগণেরা সাধকের বশীভূত হইয়া অহর্নিশ তাঁহার আজ্ঞা বহন করে ॥ ২০১ ॥

ত্রিপঞ্চলক্ষজপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসোগণাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥ ২০২ ॥

পঞ্চদশ লক্ষ জপ দ্বারা সিদ্ধ বিদ্যাধর অপ্সরোগণেরা সাধকের বশীভূত হয়, ইহাতে কোন বিচার নাই। হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানসম্পন্ন হয়, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে ॥ ২০২ ॥

তথাষ্টাদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ।
উত্তিষ্ঠন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে।
ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীম্ ॥২০৩॥

অষ্টাদশ লক্ষ জপ দ্বারা সাধক এই শরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থায়ী হইয়া, দেবদেহ ধারণ করতঃ স্বীয় ইচ্ছাতে সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারে এবং পৃথিবীকেও সচ্ছিদ্রা দর্শন করে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে শক্তিমান্ হয়॥ ২০৩॥

অষ্টাবিংশতিভির্লক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ।
সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ।
ত্রিংশল্লক্ষৈস্তথা জপৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুসমো ভবেৎ।
রুদ্রত্বং ষষ্টিভির্লক্ষৈ রময়িত্বমশীতিভিঃ।
কোট্যৈকয়া মহাযোগী লীয়তে পরমে পদে।
সাধকস্তু ভবেদ্যোগী ত্রৈলোক্যে সোঽতিদুর্ল্লভঃ॥ ২০৪॥

অষ্টাবিংশতি লক্ষ দ্বারা মহাবলযুক্ত কামরূপী হইয়া ধীমান্ সাধক বিদ্যাধরদিগের রাজা হয়। ত্রিংশল্লক্ষ জপ দ্বারা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর সমান হয়। ষষ্টি লক্ষ জপে রুদ্রত্ব হয়। আশী লক্ষ জপে সর্ব্বরঞ্জকত্ব জন্মে। এক কোটি জপে মহাযোগী হইয়া পরমপদে লয় পায়। যাবৎ দেহ ধারণ করে, তাবৎ যোগী জীবন্মুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্যে বিচরণ করে, এবং ত্রৈলোক্যে অতিদুর্লভ হন॥ ২০৪॥

ত্রিপুরে ত্রিপুরান্তকং শিবং পরমকারণম্।
অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ম্।
লভতেঽসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভিপ্সিতম্॥ ২০৫॥

হে ত্রিপুরে! ত্রিপুরনাশক শিবই পরম কারণ, তৎশিবপদই অক্ষয়, অপ্রমেয়, অনাময়, শান্ত, যোগিদিগের বাঞ্ছিত। বুদ্ধিমান ত্রিপুরাসাধক জন সেই শিবপদই লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ২০৫॥

শিববিদ্যা মহাবিদ্যা গুপ্তা চাগ্রে মহেশ্বরি।
মদ্ভাষিতমিদং শাস্ত্রং গোপনীয়মতো বুধৈঃ ॥ ২০৬ ॥

হে মহেশ্বরি! সর্ব্বাগ্রে গোপনীয়া এই মহাবিদ্যা, ইহারই নাম শিববিদ্যা, মদ্ভাষিত এই শাস্ত্র, এই হেতু পণ্ডিতদিগের দ্বারা গোপনীয় হইয়াছে ॥ ২০৬॥

হটবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেৎ বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা ॥ ২০৭ ॥

সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এই হটযোগ অত্যন্ত গোপনীয়, এই হটবিদ্যা গুপ্তা হইলেই বীর্য্যবতী হন, প্রকাশে বীর্য্যহীনা হয়েন ॥ ২০৭ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যমাদ্যোপান্তং বিচক্ষণঃ।
যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমেণৈব ন সংশয়ঃ।
স মোক্ষং লভতে ধীমান্ য ইদং নিত্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০৮ ॥

যে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই শিবসংহিতা গ্রন্থ নিত্য আদ্যান্ত পাঠ করে, তাহার ক্রমে যোগসিদ্ধি হয়, ইহার সংশয় নাই, এবং যে বুদ্ধিমান্ এই গ্রন্থের নিত্য পূজা করে, তাহার অন্তে মোক্ষ লাভ হয় ॥ ২০৮ ॥

মোক্ষার্থিভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সাধুভ্যঃ শ্রাবয়েদপি।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথম্ভবেৎ ॥ ২০৯ ॥

মোক্ষার্থী সাধু সকলকে এই মহাবিদ্যা শ্রবণ করাইবে। ক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তিরই সিদ্ধি হয়, অক্রিয়াবানের কদাচ সিদ্ধি হয় না ॥ ১০৯ ॥

তস্মাৎ ক্রিয়া বিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসঙ্গকঃ।
গৃহস্থঃ সকলাশেষো মুক্তঃ স্যাদ্যোগসাধনে ॥ ২১০ ॥

একারণ যথোক্ত ক্রিয়াবিধানে যোগীন্দ্রদিগের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট ইন্দ্রিয়সঙ্গরহিত গৃহস্থ অথচ গৃহস্থোচিত কর্ম্মে অনাসক্ত, সেই সাধকই যোগসাধনে মুক্ত হয় ॥ ২১০ ॥

গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী॥ ২১১॥

যোগক্রিয়াদিযুক্ত সমস্ত বিষয়সম্পন্ন হইলেও জপদ্বারা গৃহস্থদিগের সিদ্ধি হয়। একারণ গৃহী লোকেও যোগসাধনে যত্ন করেন॥ ২১১॥

গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদিপূর্ণো সঙ্গং ত্যক্ত্বা চান্তরে
যোগমার্গে। সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ
ক্রীড়েৎ সো বৈ সম্মতং সাধয়িত্বা॥ ২১২॥

ইতীশ্বরবিরচিতা শিবসংহিতা সমাপ্তা।

পুত্রদারাদিসম্পন্ন যে গৃহস্থ গৃহে থাকিয়াও অন্তরে তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ যোগপথে প্রবৃত্ত হয়, সেই গৃহী পশ্চাৎ আপন সিদ্ধির চিহ্ন দর্শন করে। সম্মত সাধনা করিয়া সেই সাধক সর্ব্বদা ক্রীড়া করে॥ ২১২॥

ইতি শিবসংহিতা সমপ্তা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষম্॥
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥



☞ কলিকাতা আহীরীটোলা ষ্ট্রীট ৯৯ সংখ্যক ভবনে এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে
শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।